গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

www.mopa.gov.bd

১.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য গণকর্মচারী নিয়োগবিধি ও চাকরিবিধি প্রণয়নও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিয়োজিত জনবলের সংগঠিত ও প্রমিত কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও প্রসারের মতো তাৎপর্যমন্ডিত বহুমুখী দায়িত্ব পালনেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব ঐতিহ্যগতভাবেই পালন করে থাকেন। বর্তমানে জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Department-এর নিয়ন্ত্রণাধীন General Administration Branch সরকারি কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্বে ছিল। Provincial Reorganization Committee-এর সুপারিশক্রমে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে এটি Service and General Administration (S.& G.A.) নামে একটি স্বতন্ত্র Department-এর মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের আমলে Establishment Division হিসাবে এ মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১২/০১/১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন Establishment Division-এর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে Establishment Division থেকে O&M Division নামে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। সৃজিত O&M Division স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা লাভ করার এক বছরের মধ্যেই পুনরায় Establishment Division-এর O&M অনুবিভাগ হিসাবে অঙ্গীভূত হয় এবং একজন মন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংস্থাপন বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে Martial Law Committee on Reorganizational Set-uসকল সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর/পরিদপ্তরসহ সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্য সাধনে গঠিত এনাম কমিটি Establishment Division-কে পরবর্তী সময়ে Ministry of Establishment & Reorganization নামকরণের সুপারিশ করে। পরে Ministry of Establishment & Re-organization-এর পরিবর্তিত নামকরণ হয় Ministry of Establishment। সময়ের আবর্তনে কার্যসম্পৃক্ত নামকরণের চাহিদা অনুভূত হওয়ায় ২৮/০৪/১১ খ্রিষ্টাব্দে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Administration) করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন।

২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এস.ডি.জি. অর্জনে দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক, জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে প্রজাতন্ত্রের কর্মসম্পাদনে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করছে। এ মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং স্ব-শাসিত সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসহ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন/পুনর্বিন্যাসে সম্মতি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার বিলুপ্তি বা আকার সংকোচনের কারণে উদ্বৃত্ত জনবলের যথাযথ আত্তীকরণসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, চাকরি-বিধি প্রণয়ন, এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত সকল ক্যাডার ও জনপ্রশাসনের ঊর্ধ্বতন পদে যথোপযুক্ত জনবল নিয়োগ, কর্মচারীদের আচরণবিধি প্রণয়ন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে। তাছাড়া সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল নিয়োগে অনুঘটক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রের জনসেবামূলক কাজে নিয়োজিত জনবল, সংগঠন ও তাঁদের প্রমিত কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি তাঁদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য জনপ্রশাসন পদক প্রদান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও সঞ্চালনের মতো তাৎপর্যপূর্ণ বহুমুখী দায়িত্ব পালনেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তোলা।

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুবিভাগ, ২৬টি অধিশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউনিট/ কোষ রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং লোক-প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১৫৫টি, ১০ম গ্রেডের ১৩৩টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৪৭টি ও ১৭-২০তম গ্রেডের ১৪০টিসহ মোট ৫৭৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ১০ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৯ জন যুগ্মসচিব, ৪৯ জন উপসচিব, ১৭ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১০ জন সহকারী সচিব, ১ জন বিশেষজ্ঞ, ১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান এবং লাইব্রেরিয়ান/সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা/অনুবাদ কর্মকর্তা/অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার পদবির কর্মচারী কর্মরত।

১.৪ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মরত গ্রেডভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ :

৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সচিব/সিনিয়র সচিব	০১	০১	-	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	০২	০২	-	
৩.	যুগ্মসচিব	০৭	০৭	-	(০৭ জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত)
৪.	সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট/উপসচিব	০১	০১	-	যুগ্মসচিব কর্মরত
৫.	সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট	০১	-	০১	-
৬.	উপসচিব	নিয়মিত ২৬	২৬	-	(০১ জন অতিরিক্ত সচিব এবং ১৬ জন যুগ্মসচিব কর্মরত)
		সুপারনিউমারারি-৩৭	৩৭	-	
৭.	বিশেষজ্ঞ (ফরম্স)	০১	০১	-	-
৮.	আইন কর্মকর্তা/ উপসচিব	০১	০১	-	-
৯.	উপপ্রধান	০১	০১	-	*উপসচিব কর্মরত
১০.	সিস্টেম অ্যানালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
১১.	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	০১	০১	-	-
১২.	সহকারী সচিব/সি. সহ. সচিব	৩৪	৩৪	-	(০৯ জন উপসচিব কর্মরত)
১৩.	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/ সি. অ্যা. অ.	১৩	১৩	-	(০৬ জন সি.স.সচিব ০৩ জন স.সচিব কর্মরত)
১৪.	সহকারী প্রধান/সি. সহ. প্রধান	০২	০২	-	
১৫.	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
১৬.	প্রোগ্রামার	০২	০২	-	-
১৭.	কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার	০১	-	০১	-
১৮.	অনুবাদ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
১৯.	গবেষণা কর্মকর্তা/সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	০৮	০২	০৬	*০৬ জন স.স./সি. স.স. কর্মরত।
২০.	নথিরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
২১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
২২.	লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	-	-
২৩.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৮	০৬	০২	-

২৪.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-	-
২৫.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-	-
	মোট=	**১৫৫**	**১৪৪**	**১১**	**-**

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯১	৭৯	১২	১০% সংরক্ষণ করা হয়েছে
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৮	৩৪	০৪	
৩.	প্রটোকল অফিসার	০১	০১	-	
৪.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	০১	-	
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০১	-	০১	
৬.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	
	মোট=	**১৩৩**	**১১৬**	**১৭**	

১১ -১৬তম গ্রেড

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	গবেষণা সহকারী	০৪	০১	০৩	পদগুলো বিলপ্তির প্রক্রিয়াধীন
২.	তদন্তকারী	০২	০১	০১	পদগুলো বিলপ্তির প্রক্রিয়াধীন
৩.	ক্যাটালগার	০৩	০৩	-	-
৪.	ক্যাটলগার/ডকুমেন্টেশন সহকারী	০১	০১	-	-
৫.	রেফারেন্স সহকারী	০১	০১	-	-
৬.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৮	৬৭	০১	-
৭.	সহকারী হিসাবরক্ষক	০৩	০২	০১	-
৮.	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	-	-
৯.	কম্পিউটার অপারেটর	১০	১০	-	-
১০.	ক্যাশিয়ার	০১	০১	-	-

১১.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪০	৩৯	০১	-
১২.	প্লেইন পেপার কপিয়ার	০১	০১	-	-
১৩.	বুক বাইন্ডার/সর্টার	০২	০২	-	-
১৪.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০৯	০৯	-	-
১৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	০১	০১	-	-
	মোট=	**১৪৭**	**১৪০**	**০৭**	-

১৭–২০তম গ্রেড

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ক্যাশ সরকার	০১	০১	-	-
২.	ফ্রেংকিং মেশিন অপারেটর	০১	০১	-	-
৩.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০২	০২	-	-
৪.	পলিশার	০২	০২	-	-
৫.	দপ্তরি	০৪	০৪	-	-
৬.	অফিস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.)	১২৯	১২৯	-	-
৭.	ফরাস	০১	০১	-	-
	মোট=	**১৪০**	**১৪০**	**-**	-

১.৫ **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ :**

১.৫.১ **সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর**

(ক) সরকারি সড়ক পরিবহণ

(খ) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা

(গ) সরকারি নৌপরিবহণ

১.৫.২ **মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**

(ক) গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

(খ) বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

(গ) বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস

(ঘ) বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়

(ঙ) বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস

১.৫.৩ বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি

১.৫.৪ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)

১.৫.৫ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

১.৫.৬ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

১.৫.৭ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

১.৬ মাঠ প্রশাসন

(ক) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়

(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

২.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ :

২.১ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও এর শর্তাবলি নির্ধারণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন (নিয়োগ পদ্ধতি, বয়সসীমা, যোগ্যতা, নির্দিষ্ট এলাকা ও নারী-পুরুষভেদে পদ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততা পরীক্ষা, নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ছুটি, ভ্রমণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, অতিক্রমণ, অবসর, বয়স উত্তীর্ণতা, পুনর্নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, অবসরভাতার শর্তাবলি, মর্যাদা নির্ধারণ ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতি);

২.২ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩ দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;

২.৪ সকল সরকারি কর্মচারীকে সংবিধান, আইন, বিধি, প্রবিধি ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ দ্বারা বা তাদের অধীন প্রদত্ত অধিকার ও বিশেষ অধিকার লাভের নিশ্চয়তা বিধান;

২.৫ এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত চাকরির যাবতীয় বিধি ও আদেশসংক্রান্ত শর্তাবলির ব্যাখ্যা প্রদান;

২.৬ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বিদেশি নাগরিক নিয়োগসংক্রান্ত নীতি এবং বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে বিদেশিদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ;

২.৭ অসামরিক পদে অবৈতনিক নিয়োগ;

২.৮ চাকরি ও পদের শ্রেণিবিন্যাস এবং মর্যাদা নির্ধারণসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়ন;

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীবৃন্দ ব্যতীত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত কর্মচারীদের মর্যাদা নির্ধারণসহ নন-সেক্রেটারিয়েট পদসমূহকে পদাধিকারবলে সেক্রেটারিয়েট পদমর্যাদা প্রদান;

২.১০ উদ্বৃত্ত গণকর্মচারীদের আত্তীকরণ ও নিয়োগসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন;

২.১১ ক্যাডার সার্ভিস গঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যাডার সার্ভিসসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

২.১২ সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ;

২.১৩ ক্যাডার সার্ভিসসমূহে নিয়োগ দান;

২.১৪ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ, বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ক্যাডারবহির্ভূত সকল কর্মচারীর নিয়োগ দান;

২.১৫ উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের প্রশাসনিক পদে কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলি;

২.১৬ প্রকল্পসমূহে বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্য এবং দেশে ও বিদেশে চাকরির জন্য সরকারি কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান;

২.১৭ জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসমূহের চাকরিতে জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান;

২.১৮ সরকারি কার্যাবলির উন্নততর ও সাশ্রয়ী সম্পাদনে প্রশাসনিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসাধন;

২.১৯ সরকারি দপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.২০ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংযুক্ত এবং অধস্তন দপ্তরসমূহের সংগঠন, কার্যাবলি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা;

২.২১ সরকারি ফর্মসমূহের সহজীকরণ;

২.২২ সচিবালয় নির্দেশমালা হালনাগাদকরণ;

২.২৩ জনশক্তির সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তরসমূহ পরিদর্শন;

২.২৪ বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত কর্পোরেশন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও ব্যবস্থাপনা বোর্ডে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ;

২.২৫ প্রেষণে নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২.২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের সকল কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের আন্তঃমন্ত্রণালয় বদলিসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.২৭ মন্ত্রিসভার সদস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিবের নিয়োগ ও বদলি;

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ যথা : (১) বি.পি.এ.টি.সি.; (২) বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি; (৩) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; (৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (৫) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর; (৬) বিয়াম ফাউন্ডেশন; এবং (৭) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালসংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.২৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে : (১) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; (২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়; এবং (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.৩০ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত উন্নত জনসেবা নিশ্চিতকরণ;

২.৩১ তদন্ত, আপিল ও পুনর্বিবেচনা এবং এ-সংক্রান্ত সকল বিষয়সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন;

২.৩২ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ এবং এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৩ অফিস সময়সূচি নির্ধারণ এবং সরকারি ছুটি ঘোষণাসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

২.৩৪ স্টেশনারি দ্রব্যাদি ব্যবহার, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংযুক্ত ও অধস্তন অফিসসমূহে সরবরাহসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

২.৩৫ সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৬ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কল্যাণ, যৌথবিমা তহবিল এবং কল্যাণ মঞ্জুরির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৭ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনসমূহের অফিস ও আবাসিক টেলিফোন, ফ্যাক্স ও আই.এস.ডি. ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনের প্রাপ্যতাসংক্রান্ত নীতি;

২.৩৮ সরকারি কর্মচারীদের পোশাকাদি ও এ-সংক্রান্ত নীতি;

২.৩৯ সরকারি যানবাহন ব্যবহার, মেরামত ও হস্তান্তরসংক্রান্ত নীতি;

২.৪০ এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্মচারীদের অবসরভাতা এবং অন্যান্য অবসর সুবিধা মঞ্জুরি;

২.৪১ বিভাগীয় পরীক্ষার বিধিমালা প্রণয়ন;

২.৪২ চাকরির ইতিবৃত্ত, অসামরিক কর্মচারীদের হালনাগাদ পদায়ন তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

২.৪৩ বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি এবং সিলেকশন বোর্ডসমূহের গঠন ও কার্যাবলিসম্পর্কিত নীতি;

২.৪৪ সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

২.৪৫ চাকরিজীবী সমিতিসংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.৪৬ সরকারি কর্মচারীদের আইনানুগ ব্যয় পরিশোধ;

২.৪৭ জনশক্তি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবহারের জন্য অসামরিক কর্মচারীসংক্রান্ত উপাত্ত/পরিসংখ্যানের সংকলন;

২.৪৮ সচিবালয় মহাফেজখানা এবং গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ;

২.৪৯ সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাস্তবায়ন;

২.৫০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুমোদন;

২.৫১ বাংলাদেশে ও বিদেশে সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণসম্পর্কিত নীতি;

২.৫২ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়সর্ম্পকিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ;

২.৫৩ এ মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;

২.৫৪ এ মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল আইন;

২.৫৫ আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে-কোনো বিষয়সম্পর্কিত ফি; এবং

২.৫৬ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং অন্যান্য ক্যাডারের ৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এর জন্য ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা।

৩.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.১ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গোপনীয় অনুবেদন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে অনুবিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এ অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ৭ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.১.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩.১.২ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসংক্রান্ত বিধি প্রণয়নসম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩.১.৩ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বতন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি তথা বর্তমান ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.১.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডারসহ উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বতন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি তথা বর্তমান ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদনের সার সংক্ষেপ (abstract) সরবরাহকরণ;

৩.১.৫ সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফর্ম সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৩.১.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজসংক্রান্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩.২ প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। ৪টি অধিশাখা, ১১টি শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হিসাবকোষ, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট এবং সচিবালয় মহাফেজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুবিভাগের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ১০ জন উপসচিব, ৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব, ১ জন অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, ১ জন লাইব্রেরিয়ান, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

৩.২.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য পদসৃজন/অভ্যন্তরীণ কর্মচারী নিয়োগ/বদলি/পদোন্নতি/প্রশিক্ষণ/ছুটি/বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার এবং মন্ত্রণালয়ের ক্যাডারবর্হিভূত কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ মঞ্জুর/পেনশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক কার্যক্রম;

৩.২.২ মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বাজেট প্রস্তুত/বরাদ্দসহ অন্যান্য আর্থিক বিষয়;

৩.২.৩ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের জন্য জনবল কাঠামো অনুমোদন ও পদ সৃজন;

৩.২.৪ সকল অনুবিভাগের সমন্বয়/ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাদি/পূর্ত কার্যাদি/যানবাহন ও অন্যান্য সেবা/কর্মচারীদের সরঞ্জামাদি ও সুবিধা প্রাপ্যতা নির্ধারণ ইত্যাদি;

৩.২.৫ বিভিন্ন শাখার কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ;

৩.২.৬ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর/সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কাজ;

৩.২.৭ চাকরিসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে তথ্য ও উপাত্ত আহরণ এবং সংরক্ষণ;

৩.২.৮ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সমুদয় বিষয় (রাষ্ট্রপতির ভাষণ, প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা এবং বিল উপস্থাপন ইত্যাদি);

৩.২.৯ সরকারি দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স সেবাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন এবং এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মতামত প্রদান;

৩.২.১০ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১-২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রদান এবং ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রদানসংক্রান্ত কমিটিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ;

৩.২.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ/মন্ত্রিসভা বৈঠক ও প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটি/সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;

৩.২.১২ সরকারি দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন/মতামত প্রদান/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন, ফ্যাক্স, আই.এস.ডি, ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন সংযোগ বিষয়ে কার্যাদি সম্পাদন;

৩.২.১৩ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুমোদন;

৩.২.১৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ; এবং

৩.২.১৫ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সহকারী সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মচারীদের পেনশন ও বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুর/অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি/চাকরিরত অবস্থায় মৃত/অক্ষম কর্মচারীদের অনুদান প্রদান/মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ/প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের গাড়ি অগ্রিম মঞ্জুর।

৩.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগের কার্যাবলি

এ অনুবিভাগ নিয়োগ, পদায়ন/পদোন্নতি ও প্রেষণ (এপিডি) অনুবিভাগ নামে পরিচিত। ১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। ঊর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখা, মাঠ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও নবনিয়োগ অধিশাখা এবং প্রেষণ ও চুক্তি অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। ঊর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখার আওতায় ৪টি শাখা, মাঠ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও নবনিয়োগ অধিশাখার আওতায় ৪টি শাখা এবং প্রেষণ ও চুক্তি অধিশাখার আওতায় ৩টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগে ৩ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ৭ জন উপসচিব এবং ৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৩.১ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মচারীদের পদায়ন, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ছুটি ও পদোন্নতি/প্রেষণে নিয়োগ প্রদান এবং নিয়োগ/পদোন্নতিবিষয়ক নীতি/বিধি নির্ধারণ;

৩.৩.২ সকল ক্যাডার সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ;

৩.৩.৩ সরকারি/আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান এবং অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের জাতীয় বেতন স্কেলের ৩য় ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের পদোন্নতিসংক্রান্ত বিষয়াবলি;

৩.৩.৪ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

৩.৩.৫ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটি/অবসর আদেশ/প্রজাতন্ত্রের সকল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগসংক্রান্ত কার্যাবলি/লিয়েন মঞ্জুর;

৩.৩.৬ সামরিক বাহিনীর অফিসারদের অসামরিক সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ এবং শর্তাবলি নির্ধারণ;

৩.৩.৭ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মচারী নিয়োগ/বদলি;

৩.৩.৮ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণ;

৩.৩.৯ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.৩.১০ রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য অসামরিক/সামরিক অফিসারদের চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;

৩.৩.১১ মাঠ প্রশাসনের সহকারী কমিশনার থেকে বিভাগীয় কমিশনার পর্যন্ত কর্মচারীদের প্রশাসনিক বিষয়াবলি; এবং

৩.৩.১২ জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রণয়ন ও ফিটলিস্টভুক্ত কর্মচারীদের পদায়ন।

৩.৪ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ৫ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব, ২ জন প্রোগ্রামার, ৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন অপারেশন সুপারভাইজার এবং ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৪.১ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

৩.৪.২ বি.সি.এস. ক্যাডার কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ এবং ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের উচ্চশিক্ষার অনুমতি প্রদান/মঞ্জুর;

৩.৪.৩ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডার-এর সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি (পি.ডি.এস.) সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ;

৩.৪.৪ জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন এবং উদ্ভাবনসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;

৩.৪.৫ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)/বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি/বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি; এবং

৩.৪.৬ পি.এ.সি.সি.-এর প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ মন্ত্রণালয়ের Website, LAN, Internet ব্যবস্থার তদারকি ও পরিচালনা।

৩.৫ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিব-এর অধীনে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগে বর্তমানে ৪টি অধিশাখা এবং ১৪টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৫ জন যুগ্মসচিব, ৮ জন উপসচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন উপপ্রধান, ১ জন গবেষণা কমকর্তা এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৫.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে রাজস্বখাতে পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণ, পদ বিলুপ্তকরণ, পদ পরিবর্তন ও পদ উন্নীতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;

৩.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন এবংটি.ও.অ্যান্ড ই. অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদিটি.ও.অ্যান্ড ই.-তে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

৩.৫.৩ উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের আত্তীকরণ ও সরকারি দপ্তরসমূহে শূন্যপদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।

৩.৬ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ৪ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। শৃঙ্খলা অধিশাখার অধীনে ৫টি শাখা এবং তদন্ত অধিশাখার অধীনে ২টি শাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৬.১ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার থেকে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীগণের আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি;

৩.৬.২ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার থেকে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি প্রদান, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক নিয়োগ এবং পেনশন মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান;

৩.৬.৩ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাসংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কর্মচারীর দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্যাবলি ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৫ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী খন্ডকালীন কাজ বা চাকরি, জমি/গাড়ি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ইত্যাদি ক্রয়/বিক্রয় ও হস্তান্তরের অনুমতি এবং বই প্রকাশের অনুমতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.৬.৬ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৩.৬.৭ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর চাহিদামতে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য প্রদান;

৩.৬.৮ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের দাখিলকৃত সম্পদের হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ এবং ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৩.৬.১০ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

৩.৬.১১ অভিযোগ/বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রদান।

৩.৭ আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন উপসচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত। ৩টি শাখা নিয়ে আইন অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৭.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অথবা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, আপিল বিভাগ এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত সকল ধরনের মামলা ও আপিল মামলার দফাভিত্তিক জবাব তৈরি;

৩.৭.২ মামলা নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর অফিস এবং অ্যাটর্নি জেনারেল ফর বাংলাদেশ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;

৩.৭.৩ সলিসিটর অফিস, অ্যাটর্নি জেনারেল ফর বাংলাদেশ এবং সরকার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীদের বরাবর চাহিদামতো রেকর্ড সরবরাহ ও মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ; এবং

৩.৭.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এ.টি. মামলা/এ.এ.টি. মামলা পরিচালনা।

৩.৮ বিধি অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। এ অনুবিভাগে বর্তমানে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ৩ জন উপসচিব এবং ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৮.১ সকল সরকারি ও অসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ, নিয়োগের বয়সসীমা, জ্যেষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, অবসর এবং এ-সংক্রান্ত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন;

৩.৮.২ সরকারি চাকরিসংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রবিধানমালা প্রণয়ন, সংশোধন, সংযোজন ও মতামত প্রদান;

৩.৮.৩ পদনাম পরিবর্তন, পদের মান উন্নীতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ;

৩.৮.৪ এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ;

৩.৮.৫ সরকারি ছুটি ও অফিস সময়সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

৩.৮.৬ বিশেষ ব্যক্তি/এলাকার জন্য সরকারি চাকরিতে আসন (কোটা) নির্ধারণ ও সংরক্ষণের বিষয়াদি।

৩.৯ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের কার্যাবলি

১ জন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন উপসচিব, ১ জন বিশেষজ্ঞ, ১ জন সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ২ জন সহকারী সচিব, ১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১ জন অনুবাদ কর্মকর্তা, ৩ জন অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ এবং বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ নামে দু'টি কোষ নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- সরকারের Rules of Business Schedule-1 অনুসারে অসামরিক জনবলের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংকলন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশন ও মাঠ পর্যায়ের জেলা/উপজেলা প্রশাসনের অসামরিক জনবলের অনুমোদিত পদ, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যাসংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত Statistics of Civil Officers and Staff শীর্ষক তথ্য সারণি প্রকাশ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ,অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানাসংবলিত পুস্তিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধির বঙ্গানুবাদ ও প্রমিতীকরণ;
- সরকারি অফিস, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং আইন প্রণয়নে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার বাস্তবায়নসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনসংক্রান্ত কার্যাবলি;
- প্রশাসনিক পরিভাষা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন;
- ৯৫৭০৬৬৪-এ টেলিফোন কলের মাধ্যমে প্রতি কার্যদিবস সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত প্রমিত বাংলা বানান ব্যবহারে সহায়তা প্রদান এবং ফেসবুকে ‘বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ’ নামক গ্রুপ ও পেজে পোস্টেরভিত্তিতে বানানবিষয়ক সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

৪.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৪.১ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গোপনীয় অনুবেদন অনুবিভাগ

- সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ১০৫ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৩৪০ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৩০২ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৩৮১ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য ২৭২ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- সিনিয়র স্কেল প্রদানের জন্য ৩০৩ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য ১৬৭ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- ইউএনও পদে ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য ২৪৭ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- বৈদেশিক নিয়োগের জন্য ৭৩ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- নন-ক্যাডার কমকর্তা ৭৫ জনের এসিআরসংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- এছাড়া বিরূপ প্রক্রিয়াকরণ করা হয় ০৩ জন কর্মকর্তার;
- অধিশাখায় প্রাপ্ত সকল গোপনীয় অনুবেদন যাচাই-বাছাই অন্তে যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করে ডোসিয়ারে সংরক্ষণ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক এসিআরসংক্রান্ত মতামত প্রেরণ;
- কর্মকর্তাগণের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের গোপনীয় অনুবেদনে স্বাস্থ্য পরীক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;
- এসিআরসংক্রান্ত ডেটাবেজে অধিশাখায় প্রাপ্ত ৯০৯৪ সংখ্যক এসিআর-এর তথ্য এন্ট্রিকরণ;

৪.২ প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য :

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি			মন্তব্য
				ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	
১	বিপিএটিসি কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০)	৫০,০০.০০	৩০,০০.০০	১৭৫৯.০০	৫৮.৬৩%	৩৫.৩০%	
২	বিপিএটিসি'এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০)	৮৫৯,০০.০০	২৫,০০.০০	২৫,০০.০০	১০০%	২.২৭%	
৩	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০)	৩০,০০.০০	৫,০০.০০	১৪৩.৮৩	২৮.৭৭%	২৮.৭৭%	
৪	রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ (সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	৯২,৪৯.২৯	২০,০০.০০	১৯৪৯.৮২	৯৭.৪৯%	৪৫%	
৫	কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০)	২১,৯৩.৭৩	১৩,৪০.০০	২১৮.১৪৫	১৬.২৮%	২৭%	
৬	খুলনা কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ডিসেম্বর ২০২১)	১৪৬,২৭.৬৭	২৫,০০.০০	১৬০৫.১৩	৬৪.২১%	১৯%	
৭	বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ- ২য় পর্যায় (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২৪০,৬৯.৩১	৪৮,১২.০০	২৮১৫.৪১	৫৮.৫১%	৩৭.২৮%	
৮	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০২০)	২২,৩৫.০০	৫,৬৯.০০	৩৬৬.২০	৬৪.৩৫%	৯০.৯৩%	
৯	বি.জি. প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে স্বয়ংক্রিয় এনক্রিপটেড ডিজিটাল মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২০)	২৩,৩১.০০	২.০০	১.১৪	৫৭%	১৮%	
১০	বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১৭০,৫৬.২৯	৯৭,০০.০০	৫৪০৪.১৩	৫৫.৭১%	৬০%	
১১	টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৪০,১৯.৩৩	১০,০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	
১২	কুষ্টিয়া জেলায় সার্কিট হাউজ ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	৩৮,৪৩.৩০	৫,০০.০০	৫০০.০০	১০০%	২০%	
১৩	কোর কোর্সসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিয়াম-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	৪৭,৭১.৬৫	১৮,৩০.০০	৫৯৬.৮৪	৩২.৬১%	৩২.৭০%	
১৪	সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতলে উন্নীতকরণ (মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	৩৭৯,৯৬.৫১	১০.০০	০.৯৭	৯.৭%	০%	
১৫	খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন ভবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ (এপ্রিল ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৩৯,৪৫.৫১	২,০০.০০	১৯৭.৬	৯৮%	২%	
	সর্বমোট	**২৩০২,৩৮.৫৯**	**৩০৪,৬৩.০০**	**১৯০৫৮.২১৫**	**৬২.৫৬%**	**-**	

৪.৩ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন বাজেটের ৪১১১৩১৭ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কোডে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা বাংলাদেশ সচিবালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন, সার্কিট হাউজ, ট্রেজারি কক্ষ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সরকারি ভবনাদির মেরামত/সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ২৬৫টি মেরামত/সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

ক্রমিক	দপ্তর	কাজের পরিমাণ	সর্বমোট বরাদ্দ
১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১টি	৪০ কোটি টাকা
২	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন	০৬টি	
৩	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন	১৭৪	
৪	সার্কিট হাউজ	৬৯টি	
৫	ট্রেজারি কক্ষ সম্প্রসারণ	০৭টি	
৬	অন্যান্য সরকারি অফিস ভবন	০৮টি	
সর্বমোট		২৬৫টি	

৪.২ প্রশাসন অনুবিভাগ

- সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ জারি;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭.০১.২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন উপলক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম;
- মাসের সেরা কর্মচারী (Staff of the month) নির্বাচন;
- প্রথম শ্রেণির ২ (দুই)টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৩টি, ৪র্থ হতে ৩য় শ্রেণির পদে ৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণির পদে ১৯ ও ১৮ গ্রেডে ৪ জনের গ্রেড পরিবর্তন করা হয়;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২য় প্রজন্মের সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়ন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পিএসিস-এর জন্য ৫টি পদ সৃজন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১ হতে ২০তম গ্রেডে) ০৭টি পেনশন মঞ্জুরি;
- স্বাধীনতা পদক উপলক্ষে মনোনয়নের আবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- ঈদ-ই মিলাদুন্নবীর সার্বিক কার্যক্রম;
- চাকরিসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে তথ্য ও উপাত্ত আহরণ, সংরক্ষণ ও পরিবেশন;
- ১১-২০ গ্রেডের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৮টি পদে নিয়োগপ্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জনবল নিয়োগ কমিটি ও অন্যান্য কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- এ মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ. বি. ও সি. শ্রেণির ৪৮টি বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরি, পারিবারিক পেনশন, চিকিৎসা ও উৎসবভাতার ৩৩১টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম ২৪৭টি মঞ্জুর এবং গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ১৬টি অর্থ বিভাগে অগ্রায়ণ করা হয়েছে;
- সম্মিলিত গ্রেডেশন তালিকা হতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক অনুযায়ী ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে উপপরিচালক পদ হতে পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর সংযুক্ত দপ্তর সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের সংবর্ধনা প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-এর বিভিন্ন প্রকার অনুদান যথা- মাসিক কল্যাণ ভাতা ১,০০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকা, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা হতে ৪০,০০০/- দাফন অনুদান ১০,০০০/-, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা হতে ২,০০,০০০/- টাকা, জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা হতে ২,০০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কল্যাণ তহবিলের মাসিক সর্বোচ্চ চাঁদা মূল বেতনের ০১% কিন্তু সর্বোচ্চ ১৫০/- টাকা, যৌথবিমার মাসিক সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম মূল বেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ১০০/- টাকা নির্ধারণ করে গত ০৫ সেপ্টেম্বর-২০১৯ তারিখ সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে;

- সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের পুনর্বাসনের জন্য পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "ধারণাপত্র" টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের পূর্বে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে একটি ডি.পি.পি. প্রণয়নের জন্য গত ১০/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত সেমিনারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সেমিনারের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এর স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ প্রশাসন (জেলা ও উপজেলা প্রশাসন) পর্যায়ে জতীয় বেতনস্কেলের ১১তম গ্রেডে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বেতনস্কেল ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ক্যাটাগরিভিত্তিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ বৃদ্ধির জন্য সরকারি দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে দাপ্তরিক টেলিফোন, আবাসিক টেলিফোন এবং আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগের মঞ্জুরি প্রদান;
- আবাসিক টেলিফোনের খাত পরিবর্তন, আবাসিক টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ, আবাসিক টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং আবাসিক টেলিফোনের ঠিকানা পরিবর্তন;
- অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা এবং বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার আয়োজন;
- জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রস্তুত, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা এবং প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- 'জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০' প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ;
- 'বিভাগীয় কমিশনার অফিসের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০' প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ;
- জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত ১৮৮ জন কর্মচারী-কে 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদে পদোন্নতি প্রদান;
- বিভিন্ন জেলার সার্কিট হাউজের জন্য বেয়ারার ৯১টি, সহকারী বাবুর্চি ৩০টি, মালি ৬১টি ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী ৬১টি পদসহ সর্বমোট ২৪৩টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- Ministry Budget Framework (MBF) প্রণয়ন;
- ২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন;
- অর্থ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, অর্থ বিভাগের বাজেট কাঠামো, ২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন;
- মাঠ প্রশাসনের (বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউজ) বাজেট বণ্টন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ প্রণয়ন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ স্বাক্ষর;
- মাঠ প্রশাসনের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম;
- অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ০৮টি বিভাগে ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির আহ্বায়ক মনোনয়ন;
- পুঞ্জীভূত ১৬৯৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে ১৬৮৫টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ এবং ২০০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;
- সরকারি হিসাবসম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুত ও প্রেরণ;
- পেনশন প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তাদের অনুকূলে অডিট আপত্তির না-দাবি সনদপত্র প্রদান;
- সকল (৪৯৩টি) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বেতন-ভাতাদি ও অফিস ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট ১০৬১,৫১,৭৩,০০০/- (এক হাজার একষট্টি কোটি একান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা হতে প্রাথমিক বরাদ্দ বণ্টনসহ অতিরিক্ত অধিযাচনের ভিত্তিতে অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় খাতে খাতভিত্তিক অতিরিক্ত বরাদ্দসহ মোট ৯৯৩,৩৫,২১,৮০০/- (নয়শত তিরানব্বই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশত) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়;
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সচিবালয়/অধীন/দপ্তর/মাঠ প্রশাসনের সকল (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন) কার্যালয়ের বাজেট কোয়াটারভিত্তিক বণ্টন ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত করণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে রাজস্ব প্রাপ্তির (Non tax revenue) সংক্রান্ত ৩৯৪,৫৪,৬৩,৪৯১/- (তিনশত চুরানব্বই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিষট্টি হাজার চারশত একানব্বই) টাকা আদায়ের হিসাব প্রেরণ;
- শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম ১০০% অব্যাহত রয়েছে;

- সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে নতুন ছকে নন ট্যাক্স রেভিনিউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রাপ্তির হিসাব প্রচলনের মাধ্যমে NTR আদায় ও তথ্য যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সরকারি ট্রেজারিতে জমাকরণ নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের বরাদ্দকৃত ৯,০০,০০,০০০/- (নয় কোটি) টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)-এর অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের বরাদ্দকৃত অনুদান খাতে ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে;
- বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০ টাকা, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০ টাকা এবং ০১ জুলাই ২০১৬-এর পর মৃত্যুবরণ করলে ৮,০০,০০০ টাকা, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪,০০,০০০ টাকা করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮৬২টি পরিবারকে ১৪১,৬১,০০,০০০/- (একশত একচল্লিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা (কোভিড-১৯) আক্রান্ত সরকারি কর্মচারীদের নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকাকে করোনা (কোভিড-১৯) ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য Real Time PCR System মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ১২-০৭-২০২০ তারিখ থেকে নিজস্ব মেশিনে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা উপযোগী ২ স্তরবিশিষ্ট মেনিফোল্ড সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের অধীনে নতুনভাবে পঞ্চম হতে ষোড়শ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের পূর্ত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঠিকাদারকে প্রকল্প সাইট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ কাজের প্রস্তুতিসহ আনুষঙ্গিক কাজ শুরু হয়েছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে সুদমুক্ত ঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে "প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা" অনুযায়ী ৮৭ (সাতাশি) জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুকূলে জনপ্রতি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা হারে গাড়ি সেবা নগদায়নের বিপরীতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত)-এর সংশোধন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে;
- দাপ্তরিক প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে;
- ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৩টি টেন্ডার নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- Web Based e-Store Management Software চালুকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- পুরাতন ভাঙ্গা অব্যবহৃত আসবাবপত্র অকেজো ঘোষণাকরণ : দীর্ঘদিনের ভাঙ্গা, পুরাতন অব্যবহৃত আসবাবপত্র অকেজো ঘোষণাকরণ এবং এবং অকেজো ঘোষণাকৃত মালামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাকরণ;
- আসবাবপত্রসহ লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ : সকল দপ্তরেরর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক আসবাবপত্র ও লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ;
- পূর্ত কাজ : পুরোনো ব্যবহার অযোগ্য অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সংস্কার। এসি, বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদির মেরামত/সংস্কার কাজ গণপূর্ত (সিভিল/ই/এম) বিভাগের সঙ্গে যোগাযাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- সৌন্দর্যায়ন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের বারান্দায় সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম :

- ৫৩টি জেলায় ৫৫টি স্থানে Countdown মেশিন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ৫৩টি জেলার ৫৫টি স্থানে Countdown মেশিন স্থাপন করার পাশাপাশি side Photo Booth ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে "শাশ্বত বঙ্গবন্ধু" স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ত্রৈমাসিক সেমিনারের অংশ হিসাবে ২২/১২/২০১৯ ও ২২/০১/২০২০ তারিখে ০২ টি প্রস্তুতিমূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- সচিবালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মোট ৫টি স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড/KIOSK স্থাপন করা হয়েছে;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ মডিউলে বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; এবং
- সচিবালয়ের ০১ নম্বর গেইটে ১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

৪.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ

- মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে নিয়োগ ০১ জন;
- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ ০১ জন;
- সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি ২১ জন;
- সচিব পদে পদোন্নতি/নিয়োগ ৪৫ জন;
- গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি ১৮ জন;
- অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি ১৫৭ জন;
- যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি ১২৭ জন;
- উপসচিব পদে পদোন্নতি ১১ জন;
- সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ০২ জন;
- সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ৩৫ জন;
- অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ১৯৩ জন;
- সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর ৩৯ জন;
- অতিরিক্ত সচিববৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর ১৩৯ জন;
- অর্জিত ছুটি (বহির্বাংলাদেশ) মঞ্জুর/বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান ৬৮ জন;
- শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর ০৬ জন;
- বাধ্যতামূলক অপেক্ষমাণ কাল মঞ্জুর ০৭ জন;
- স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান ০১ জন;
- পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি প্রদান ০৪ জন;
- অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) মঞ্জুর ৭৩ জন কর্মকর্তার
- শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর ৪২ কর্মকর্তার;
- বাধ্যতামূলক অপেক্ষমাণকাল মঞ্জুর ৬ জন কর্মকর্তার;
- ঐচ্ছিক অবসর প্রদান ০১ জন কর্মকর্তার;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন ১৬২ জন কর্মকর্তার;
- পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি জ্ঞাপন ১১ জন কর্মকর্তার;
- উপসচিব নিয়োগ/বদলি ৩১৩ জন কর্মকর্তার;
- যুগ্মসচিব নিয়োগ/বদলি ২২৮ জন কর্মকর্তার;
- সুপারনিউমারারি পদ সংরক্ষণ ৪৩০টি;
- অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) ১০৮ জন কর্মকর্তা;
- গ্রেড-১ পদে ২১ জন, গ্রেড-২ পদে ৭১ জন, গ্রেড-৩ পদে ২০৮ জন ও গ্রেড-৫ পদে ৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- পরিচালকের ০১টি, উপপরিচালকের ০১টি, সিনিয়র সহকারী সচিবের ০১টি, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ০১টি এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ০১টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/বিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্পোরেশন প্রধানের ১২ (বারো)টি পদকে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণ;
- সচিব ৪ জন, গ্রেড-১ পদের ১ জন, অতিরিক্ত সচিব ৬৩ জন, যুগ্মসচিব ৬৫ জন, উপসচিব ২০৫ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ১৬৪ জন, সশস্ত্র বাহিনীর (সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী) ১৫১ জন এবং অন্যান্য পদের ১৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে;
- ২১১ জন কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে;
- বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০১ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে;
- সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ১৯০ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে;
- সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের প্রায় ১৪৯ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে;
- এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ এবং করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রায় ১৪৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;
- ৩৪তম এবং ৩৫তম ব্যাচের ১৫৯ জন কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে;

- বিভাগীয় কমিশনার পদে ১০জন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদে ১৫ জন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক পদে ৫৪ জন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ২৪৯ জন কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে;
- সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদের ১৮ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ;
- সিনিয়র সহকারী সচিব পদের ০৪ জন কর্মকর্তার পি.আর.এল./লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর;
- সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদের ০৮ জন কর্মকর্তার পি.আর.এল./লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর;
- সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদের ০৭ জন কর্মকর্তার পি.আর.এল./লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর;
- সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদের ২৫৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বদলি/পদায়ন;
- সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদের ১৩ জন কর্মকর্তার পাসপোর্টের অনুমতি প্রদান;
- সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদের ১৬ জন কর্মকর্তার বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর;
- বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এর সঙ্গে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূতকরণের ফলে ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-এর শূন্যপদসমূহে কর্মকর্তা পদায়ন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস, বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৪৭২১ জন চিকিৎসক নিয়োগ;
- এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মাধ্যমে COVID-19-এ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে নবসৃষ্ট সহকারী সার্জন-এর স্থায়ী ক্যাডার পদে ২০০০ (দুই হাজার) জন চিকিৎসক নিয়োগ ;
- ৪১ (একচল্লিশ) জন কর্মকর্তার অনুকূলে লিয়েন মঞ্জুর; এবং
- ৭২ (বাহাত্তর) জন কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

৪.৪ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ

- বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৬৯ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান;
- মাঠপ্রশাসন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরের ৬০ জন কর্মকর্তাকে সংক্ষিপ্ত বিশেষায়িত বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ;
- বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে প্রাপ্ত বৃত্তিসমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বৃত্তিবরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ১৮৭ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক এক্সপোজার ভিজিটে প্রেরণ;
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য ভারতের National Centre for Good Governance (NCGG)-এ ২ সপ্তাহ মেয়াদি Mid-Career Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণে ১৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রেরণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদেশ প্রশিক্ষণ-২ শাখা হতে ৪৪৭ (চারশত সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তাকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়;
- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সঙ্গে বি.সি.এস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূতকরণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশমালা প্রণয়ন
- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ কার্যকর করা। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশ
- সরকারি কর্মচারীদের Annual Confidential Report (ACR) এর পরিবর্তে কর্মকৃতিভিত্তিক Annual Performance Appraisal Report (APAR) প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতার জনপ্রশাসন সংস্কারসংক্রান্ত পদক্ষেপের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২টি সেমিনার আয়োজন
- জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত) সংশোধনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি, বাণী, উক্তি ও ভাষণ প্রচারের লক্ষ্যে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড/KIOSK স্থাপন;
- ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুলাই জনপ্রশাসন পদক প্রদান;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১২০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিআরডিটিআই, সিলেটে এবং ৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আর.পি.এ.টি.সি, খুলনায় সর্বমোট ২১০ জনকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডার এবং সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতিমালা, ২০১৯-এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক গত ১৯/১২/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম;
- মোবাইল কোর্ট এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিপিএম) বিষয়ে ই-লার্নিং কোর্স চালুকরণ;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী ধারণা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম; এবং
- উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ এবং ০৬ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ২টি ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ এবং উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখ এক দিনের কর্মশালা আয়োজন।

১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসংক্রান্ত চলমান ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ :

ক্রমিক	চলমান ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	শতকরা হার	বাজেট (টাকা)
০১.	পিএসিসি-এর ডাটাসেন্টারের আধুনিকায়নের জন্য ২টি Application Server, ২টি Data Server, ২টি Fiber Channel San Switch এবং ১টি 75kVA, 4 hours backup for 30kW Load, Redundant Mode 1+o স্থাপন করা হয়েছে।	১০০%	১,৯৫,৮২,০০০ (এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা)
০২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজের জন্য পিএমআইএস সফটওয়্যারসহ মোট ১৯টি ই-অ্যাপ্লিকেশন/সফটওয়্যারসমূহ প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সার্ভারে হোস্টিং করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ই-অ্যাপ্লিকেশন/সফ্টওয়্যারসমূহ ব্যবহারকারী পর্যায়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।	১০০%	১,৬৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা)
০৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজের জন্য পিএমআইএস সফটওয়্যারসহ মোট ১৯টি ই-অ্যাপ্লিকেশন/সফটওয়্যারসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ, ব্যবহারকারীর আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%	
০৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%	
০৫.	ভূতপূর্ব বি.সি.এস (ইকনমিক) ক্যাডারের আইডি বরাদ্দসহ পিডিএস-এর তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডাটাবেজে সংযুক্ত করা হয়েছে।	১০০%	
০৬.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইডি বরাদ্দসহ পিডিএস-এর তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডাটাবেজে সংযুক্ত করা হয়েছে।	১০০%	

- সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৫ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

- উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
  প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :
- ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত পদ সৃজন, সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ ও যানবাহন TO&E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ :

অর্থবছর	পদ সৃজনে সম্মতি	পদ সংরক্ষণে সম্মতি	পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি	যানবাহন TO&E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ
২০১৯-২০	৫৭,৩৯৩	৮৮,১৩২	১,৩৩৯	৩,০১১

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ পূরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত পদসংখ্যা :

অর্থবছর	গ্রেড-৯	গ্রেড-১০	গ্রেড-১১-১৯	গ্রেড-২০	মোট
২০১৯-২০	১৫	০০	৫৮৩	২৮১	৮৭৯

- উদ্বৃত্ত ঘোষিত ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আত্তীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড :

- দেশের ৬৪টি জেলার সার্কিট হাউজের জন্য ১টি করে মোট ৬৪টি এবং ৬৪টি জেলা প্রশাসকের বাসভবনের জন্য ৬৪টি মোট ১২৮টি বাবুর্চির পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন 'জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সেল' গঠন ও এর জন্য ১৫টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর জন্য বিভিন্ন পদবির ১৬৬টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনেসম্মতি প্রদান;
- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩টি করে মোট ৩৯টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনেসম্মতি প্রদান;
- বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের বেতন গ্রেড জাতীয় বেতনস্কেল গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ১০ এ উন্নীতকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;
- ঢাকা উত্তর সিটি ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য ১৬৯৫টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ৫৯০টি এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ১৮৪৯টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কল সেন্টার পরিচালনার জন্য ০৮টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণকৃত ৩০৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭০৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন নবসৃষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ-এর জন্য ১৬৯টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ৪৯টি পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮৬৫৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সহকারী কমিশনার মতিহার সার্কেল ও শাহমখদুম সার্কেল ভূমি অফিসের জন্য ২৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে ৬৯৮৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান ও ১৫৬টি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কৃষি প্রকৌশল উইং সৃষ্টি এবং উক্ত উইং-এর জন্য ১১৬৭টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ০৩টি ক্যাডার পদ ও অন্যান্য ১২টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল এর জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে ২৫টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ০৮টি পদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর বন্দর ও পরিবহন বিভাগের জন্য ১৫৭টি পদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর নৌ-সওপ বিভাগের মাস্টার পাইলটেজ-এর জন্য ৬৯টি পদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর নৌ- নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য ১০৩টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমার্যাদা ও বেতনস্কেল উন্নীতকরণে সম্মতি জ্ঞাপন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক-এর পদ গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণের সম্মতি প্রদান;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন ও অধিদপ্তরের জন্য ১৪৯টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভিত্তিতে সহকারী সার্জন এর ৪,০০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভিত্তিতে সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৬,০০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান এবং কার্ডিওগ্রাফার এর ৩,০০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈকিত সম্পর্ক উন্নয়ন তথা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টরোন্টো ও সিডনিতে কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের পদ সৃজন, নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন, আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেস, চীনের গুয়াংজো শহর, ব্রাজিলের সাওপাওলো শহর এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর, নরওয়ের অসলো, মালয়েশিয়ার জোহর বাহরু এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা-এ বাংলাদেশের নতুন মিশন স্থাপনসহ পদ সৃজন এবং প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদিটিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণে সম্মতি প্রদান;
- যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারস্থ সহকারী হাইকমিশনকে উপ-হাইকমিশনে উন্নীতকরণসহ প্রয়োজনীয় পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান; এবং

- বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াস্থ বাণিজ্যিক উইং স্থাপনসহ পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান।

৪.৬ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৮৭, তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৫টি ও অনিষ্পত্তিকৃত ৫২টি;
- মোট অভিযোগ ৪১০টি যার সবগুলোই নিষ্পত্তি;
- শৃঙ্খলা ও দুর্নীতিজনিত ৪০৩৩টি প্রতিবেদন প্রদান;
- আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী ১০ জনকে চাহিত বিভিন্ন বিষয়ে অনুমতি প্রদান;
- শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১-১০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মকর্তা, ১১-২০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মচারী এবং দপ্তর প্রধানদের মধ্যে হতে একজনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৬ জন কর্মকর্তাকে সম্পত্তি (জমি/প্লট/ ফ্ল্যাট/গাড়ি) ক্রয়/বিক্রয়/নির্মাণ ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান;
- বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৭৪ জন কর্মকর্তার ঘোষিত সম্পদ বিবরণীর তথ্য ব্যক্তিগত ফোল্ডার খুলে ভল্টে সংরক্ষণ; এবং
- বিভাগীয় মামলায় দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলার দফাওয়ারি জবাব প্রদান করা হয়েছে।

৪.৭ আইন অনুবিভাগ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল রিট মোকদ্দমার দফাওয়ারি জবাব প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের থেকে তথ্য সংগ্রহ;
- মামলার দফাভিত্তিক জবাব প্রেরণ;
- আদালত অবমাননা মামলায় নির্দেশনা বাস্তবায়নসংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট প্রেরণ; এবং
- প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনালে ও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে চলমান মামলাসমূহ পরিচালনা।

৪.৮ বিধি অনুবিভাগ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৬-এর সংশোধন;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পটুয়াখালী জেলার দুমকি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;
- বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন "এস্টবলিশমেন্ট অব টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিডেবিলিটেশন অব ট্রেইন্ড ট্রাইবাল এন্ড নন-ট্রাইবাল ম্যানপাওয়ার ইন চিটাগাং হিল ট্রাকস শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র কোনাবাড়ী, গাজীপুর প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২০;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২০;
- গত ০৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ অধিকতর সংশোধন করে এস, আর ও নং ৩৪৮-আইন/২০১৯ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 অধিকতর সংশোধন করে এস.আর ও নং ৩৯৬-আইন/২০১৯ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ অধিকতর সংশোধন করে এস.আর ও নং- ১১ আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- গত ২৩ মার্চ ২০২০ (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পরিবার পরিকল্পনা (গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ অধিকতর সংশোধন করে এস.আর ও নং- ৮১ আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়; এবং

- বৈদেশিক চাকরিতে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও লিয়েনসংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৯।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বন্টন পদ্ধতি স্পষ্টীকরণসংক্রান্ত পরিপত্র জারি।

৪.৯ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ

- বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৯টি আইন/বিধি/প্রবিধানমালা বাংলা ভাষায় প্রমিতীকরণ করা হয়েছে;
- 'বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির বাংলা নাম, ২০১৯' প্রকাশ করা হয়েছে (২য় সংস্করণ);
- সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহার সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলা বানানবিষয়ক সরকারি কাজে ব্যাবহারিক বাংলা অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। যা গুগল প্লে ও অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে;
- "Statistics of Civil Officers and Staffs-2019" অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
- "Statistics of Civil Officers and Staffs-2020" শীর্ষক পুস্তিকাটির কাজ চলমান রয়েছে অর্থাৎ (৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে)।

৫.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

৫.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

- মাসের সেরা কর্মচারী (Staff of the month) নির্বাচন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত ১৪টি নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণু (zero tolerance) নীতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতকৃত ধারণাপত্রটি সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে;
- প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের কক্ষ এবং পি.এ.সি.সি.-এর পুরাতন এ.সি. পরিবর্তন;
- বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী, অন্যান্য ক্যাডারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মচারী, নন ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের পেনশন/পারিবারিক পেনশন নিষ্পত্তির সময়সীমা হ্রাস করে আরও সহজীকরণ করা হবে, উক্ত কর্মকর্তাদের জি.পি.এফ., গৃহ নির্মাণ, মোটর গাড়ি ও কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান;
- ভবিষ্যতহবিলের জমাকৃত অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি অনলাইনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ/বি/সি শ্রেণির বাসা বরাদ্দ;
- মাঠ প্রশাসন (বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসাররের কার্যালয়)-এর জন্য বেতনভাতাদি, অফিস ব্যবস্থাপনার ব্যয়, আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের নিমিত্ত বরাদ্দ প্রদান;
- প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তিসমূহ একটি ডেটাবেজে সংরক্ষণের চলমান কার্যক্রম সম্পন্নকরণ
- ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনকারীদেরকে ৯ম গ্রেডে সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদে পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ;
- সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ, উচ্চতর গ্রেড এবং পদোন্নতি প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব এবং সচিবের একান্ত সচিব পদে জনবল পদায়ন;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালসংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ;
- কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন এবং তাদের অনুমোদিত সমিতির সকল বিষয় সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ;
- অসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় মৃত সরকারি কর্মচারী এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতার কারণে আর্থিক অনুদান প্রদানসংক্রান্ত অনিষ্পন্ন আবেদন নিষ্পত্তি;
- সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকাকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীর বেতন কম্পিউটারাইজডকরণ;
- প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তিসমূহ একটি ডেটাবেজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭টি দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ প্রশাসন কর্তৃক (বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউজ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলির জন্য বাজেট বরাদ্দকরণ;

- NTR সংক্রান্ত নতুন ছকটির মাধ্যমে Non tax revenue আদায় ও তা যথাসময়ে ট্রেজারিতে জমাকরণসংক্রান্ত Field test মাঠপ্রশাসনে সফল হওয়ায় এ অভিজ্ঞতার আলোকে NTR Reporting Formatটিকে অর্থ বিভাগের মাধ্যমে সারাদেশের সকল দপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)-কে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন;
- সরকারের উদ্দেশ্যে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে বাজেট সংগ্রহ ও মঞ্জুরিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ে ই ফাইলিং কার্যক্রম শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল দপ্তরে লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- সকল দপ্তরেরর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক আসবাবপত্র ও লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ;
- পুরোনো ব্যবহার অযোগ্য অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সংস্কার/এসি , বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদি কাজ গণপূর্ত (সিভিল/ই/এম) বিভাগের সঙ্গে যোগাযাগের মাধ্যমে সম্পাদন;
- বিভিন্ন ভবনে অবস্থিত এ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরের পুরাতন ভাঙা আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার সরঞ্জাম অপসারণ এবং কক্ষ ধৌত করে সকল কক্ষের মেঝে/দেওয়াল পরিষ্কারকরণ। কক্ষের ঝুল/ময়লা নিয়মিত পরিষ্কারকরণ;
- দাপ্তরিক প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে বিভিন্ন দ্রব্য পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় করা;
- ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে টেন্ডার নিষ্পত্তি করা;
- ই-স্টোর ব্যবস্থাপনায় Web Based e-Store Management Software চালুকরণ;
- সকল দপ্তরেরর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক আসবাবপত্র ও লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ করা;
- পুরোনো ব্যবহার অযোগ্য অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সংস্কার। এসি, বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদির মেরামত/সংস্কার কাজ গণপূর্ত (সিভিল/ই/এম) বিভাগের সঙ্গে যোগাযাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের বারান্দায় সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যাদি অব্যাহত রাখা; এবং
- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রাখা।

৫.২ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ

- পদমর্যাদা অনুযায়ী উপসচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত পদে পদায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিনিয়র সচিব, সচিব, গ্রেড ১ ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদায়ন;
- উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, গ্রেড ১ ও সচিব পদে পদোন্নিত প্রদান;
- পদমর্যাদা অনুযায়ী উপসচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত পদে পদায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুসারে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ৩য় গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/উপসাচিব/যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব/সচিব/ সিনিয়র সচিব সমপর্যায়ের পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ;
- সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- নিয়োগ/বদলি/পদোন্নতির জন্য তথ্য/রেকর্ডপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ;
- আন্তঃঅনুবিভাগ ও অভ্যন্তরীণ অনুবিভাগ সমন্বয়;
- নিয়োগ/পদায়ন সম্পর্কিত গবেষণা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি;
- ৩৬তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণকে চাকরিতে স্থায়ীকরণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;
- ৩৮তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্তকরণ;
- জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ফিটলিস্ট প্রণয়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান-এর শূন্য পদে কর্মকর্তা বদলি/পদায়ন, আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পাসপোর্টের অনুমতি প্রদান, বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর, পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর। পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশকৃত ২২০৪ (দুই হাজার দুইশত চার) জন প্রার্থীকে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি কর্তৃক প্রাক-চাকরি বৃত্তান্ত যাচায়ান্তে নিয়োগ প্রদান;
- COVID-19-এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের নিমিত্ত জরুরিভিত্তিতে একটি বিশেষ বি.সি.এস. পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ২০০০ (দুই হাজার) জন সহকারী সার্জন নিয়োগ;

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- "বৈদেশিক চাকরিতে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও লিয়েন সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৯" বিষয়ক খসড়া বিধিমালাটি প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে এটি চূড়ান্তকরণপূর্বক বিধিমালা আকারে জারির ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৩ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ

- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে দেশের অভ্যন্তরে খণ্ডকালীন বিভিন্ন কোর্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান। এ ছাড়া পূর্ণকালীন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য প্রেষণ ও শিক্ষাছুটি প্রদান;
- এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীর বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যাবলি। এ ছাড়া, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন;

৫.৪ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রেরিত প্রস্তাবের আলোকে পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, রাজস্বখাতে পদ স্থানান্তর, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ, পদবি পরিবর্তন, পদ উন্নীতকরণ, পদ স্থায়ীকরণ, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামটি.ও.অ্যান্ড.ই.-তে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুততম সময়ে সম্মতি প্রদান;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে শূন্যপদে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান; এবং
- উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ।

৫.৫ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ

১. এ অনুবিভাগে প্রাপ্ত পত্রসমূহ শতভাগ ই-নথিতে নিষ্পত্তিকরণ;
২. প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পন্নকরণসহ Grieavance Readers System (GRS) অনুযায়ী বাস্তবায়ন;
৩. বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার হতে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগসমূহ দ্রুত উপস্থাপনসহ অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে কৃত কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগকারীকে অবহিত করা;
৪. বিভাগীয় মামলাসমুহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকরণ;
৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
৬. কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত ছাড়পত্র প্রদান (চাকুরী স্থায়ীকরণ, সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল, পদোন্নতি, বিদেশ প্রশিক্ষণ, অবসর প্রস্তুত ছুটি, পেনশন, গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালায় গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে);
৭. এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যাবলি ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
৮. উপর্যুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতি/আর্থিক সুবিধাদি বিষয়ে দুর্নীতিজনিত ছাড়পত্র প্রদান;
৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
১০. অন্যান্য মন্ত্রণায়/বিভাগ কর্তৃক চাহিদামতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্য প্রেরণ;
১১. সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর আলোকে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক লিখিত/অনুদিত বই প্রকাশের অনুমতি প্রদানের আবেদনসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকরণ; এবং
১২. সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর আলোকে কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-ব্যক্তিগত ব্যাবসা, খণ্ডকালীন চাকরি, কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য পদ লাভ, পেপারে কলাম লেখা, বেতার ও টেলিভিশনে অংশগ্রহণ এবং কর্মকর্তাগণের পরিবারের সদস্যদের ব্যবসা করার অনুমতি ইত্যাদি প্রদান।

৫.৬ আইন অনুবিভাগ

- মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে চলমান ও ভবিষ্যতে প্রাপ্ত মামলার জবাব দাখিল;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পি.এ.সি.সি.-এর ওয়েবসাইটে রিট, কনটেম্পট, আপিল ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের মামলা প্রকাশ; এবং
- বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন তথা মাঠপর্যায়ের মামলাসংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৭ বিধি অনুবিভাগ

- এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল (ভলিয়ম-৩) ও এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল (ভলিয়ম-৪) প্রণয়ন; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করা (প্রস্তাব প্রাপ্তিসাপেক্ষে)।

৫.৮ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে আগত আইন/বিধি/নীতিমালা/নির্দেশিকা বাংলা ভাষায় প্রমিতীকরণ;
- সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা/ফর্ম/খাম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ ও মুদ্রণে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের অনাপত্তি প্রদান;
- দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-নথির মাধ্যমে নিশ্চিত করা;
- সময়ের প্রয়োজনে এবং চাহিদা অনুসারে পুস্তিকা প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহের নতুন সংস্করণ চাহিদা অনুসারে মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ‘Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020’ শীর্ষক পুস্তিকাটির তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও বিতরণের কাজ সম্পন্ন করা;
- ‘সরকারি সংস্থাসমূহের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা, ২০১৯’ শীর্ষক পুস্তিকাটির তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও বিতরণের কাজ সম্পন্ন করা;
- দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলার ব্যবহার সহজ করতে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত মোবাইল অ্যাপ-এর ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- ‘Statistics of Civil Officers and Staffs’ শীর্ষক পুস্তিকাটি পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ কর্তৃক ম্যানুয়েলি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। পুস্তকটি সহজীকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পিএসিসির সহায়তায় সফটওয়্যার কোম্পানির মাধ্যমে একটি Web-based Census Software তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। Software-টি Web-based হওয়ায় এটি সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী হওয়ার শর্ত হিসাবে practical demonstration এবং trial প্রয়োজন। আগামী অর্থবছরে এই সকল প্রয়োজনীয় ধাপ সম্পন্ন করা এবং সফটওয়্যার-টির মাধ্যমে অনলাইনে Web-link ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর যেন তাদের নিজ নিজ দপ্তরের জনবলের তথ্য এন্ট্রি করতে পারে- সে সংক্রান্ত উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.০ এস.ডি.জি. অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এসডিজি ১৬.৭.১ সূচকের জন্য লিড মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সূচকটির জন্য সকল সরকারি চাকরিজীবীদের লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও জনগোষ্ঠীর শ্রেণি সম্পর্কিত ডাটা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংশীজনদের অংশগ্রহণে দুইটি এসডিজি সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং প্রাপ্ত মতামতের ওপরভিত্তি করে ডাটা সংগ্রহের জন্য ছক প্রস্তুত করা হয়। সকল মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরসমূহ থেকে ছক অনুযায়ী ডেটা সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলমান। পরবর্তীকালে সংকলিত ডেটা থেকে এসডিজি মেটাডোটার আলোকে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে। এর ফলে সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

ভবিষ্যতে এসডিজি ও অন্যান্য প্রয়োজনে সরকারি চাকরিজীবী-সম্পর্কিত robust data উৎপন্ন করার জন্য সকল সরকারী চাকরিজীবীদের সমন্বয়ে একটি Human Resource Management Information System (HRMIS) প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.০ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০১.০৭.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২০ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মোট ৪১টি আবেদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যান্য আবেদনে চাহিত তথ্য Allocation of Buniness among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট না হওয়ায়, আবেদন অসম্পূর্ণ ও স্বাক্ষরবিহীন হওয়ায় এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(চ) অনুযায়ী আইন/বিধিমালার ব্যাখ্যা ‘তথ্য’ না হওয়ায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.০ দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম

জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্যনিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য চাকরিতে মহিলাদের জন্য সরকার আরোপিত কোটা পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এবং মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ফলে মহিলাগণ চাকরিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক হারে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। ফলে দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৮.১ মাঠ পর্যায়ে সরকারি পলিসি/প্রোগ্রামের কার্যকর বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল নিয়োগ

তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের দারিদ্র্যবিমোচনমূলক নানা ধরনের কর্মসূচি যথা :টি.আর., জি.আর., এফ.এফ.ডব্লিউ., ভি.জি.এফ., ভি.জি.ডি. ইত্যাদি রয়েছে। এসব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের দারিদ্র্যনিরসন কর্মসূচিগুলো মূলত মহিলাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এতে নারীর অর্থনৈতিক কর্মে প্রবেশ ঘটে ও নারীর ক্ষমতায়ন হয়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যেমন-বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা এবং ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নেও মাঠপ্রশাসনের কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উল্লিখিত কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্যবিমোচন হয় এবং নারীর সার্বিক কল্যাণ ও পারিবারিক উন্নয়ন ঘটে। এ কর্মসূচির সমন্বয়ক হিসাবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে প্রতিবছর উপযুক্ত কর্মচারীদের ফিটলিস্ট তৈরি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পদায়ন করে থাকে।

৮.২ সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসার জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান তাঁদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমায় এবং তাঁদেরকে কর্মক্ষম রাখে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং একটি সক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরে সহায়তা করে। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এবং স্থায়ীভাবে অঙ্গহানিজনিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য এককালীন অনুদানের অর্থ ও সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে দরিদ্র কর্মচারীদের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা দারিদ্র্যনিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মহিলাদের একটি বড়ো অংশ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত, যাঁরা সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা ও কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে চিকিৎসাসহ অন্যান্য খাতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। পুরুষ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় মহিলা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ আর্থিক সহায়তা এবং কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। এ ধরনের কর্মসূচি সমাজের সার্বিক দারিদ্র্যবিমোচন এবং নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণে নিম্নবর্ণিত বরাদ্দ রেখেছে :

৮.৩ দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়নসম্পর্কিত বরাদ্দ হাজার টাকায়

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ	
		২০২১-২২	২০২২-২৩
দারিদ্র্যনিরসন	১৪৩২,৪৫,৬৭	১৬৫৭,৫৭,৫৩	২১১২,২৯,১৬
নারী উন্নয়ন	৫৩৮,৫০,১২	৭৫২,২৬,৭১	১০৮৩,৬৭,৩৩

৮.৪ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মচারী পদায়ন

সরকার নারীর ক্ষমতায়নে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নিয়োগে মহিলাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করেছে। নারী শিক্ষা উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির ফলস্বরূপ সরকারি/বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংরক্ষিত কোটার পাশাপাশি মেধা কোটায়ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলারা সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাচ্ছে। সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মচারী নিয়োগ পাচ্ছেন।

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017, 2018 এবং 2019 অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিবছর নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে ৩ বছরের তুলনামূলক সারণি প্রদান করা হলো :

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়)	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৭১০	১৭৭১৭	১১০৭৯	২৯৫০৬
১০ম গ্রেড	৪৩০	৩৪৭৭০	৫৩৬১	৪০৫৬১
১১তম–১৭তম গ্রেড	৫১৬	২৩৮৫৮৪	৮৩৭৬	২৪৭৪৭৬
১৮তম–২০তম গ্রেড	৪৬৭	৪২৬৫৫	৪৮৯৬	৪৮০১৮
মোট=	২১২৩	৩৩৩৭২৬	২৯৭১২	৩৬৫৫৬১

Statistics of Civil Officers and Staff, 2018

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়)	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৭৪৬	১৮৩৬৬	১১৭৮৬	৩০৮৯৮
১০ম গ্রেড	৪৭৩	৩৪৯৬২	৬৩৪৫	৪১৭৮০
১১তম—১৭তম গ্রেড	৫৪১	২৪১১৯২	১০০৯৫	২৫১৮২৮
১৮তম—২০তম গ্রেড	৪৮২	৪২২৮০	৪৯৬১	৭৭৭২৩
মোট=	২২৪২	৩৩৬৮০০	৩৩১৮৭	৩৭২২২৯

Statistics of Civil Officers and Staff, 2019

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়)	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৮২৩	১৯৯৩২	১২১৬৯	৩২৯২৪
১০ম গ্রেড	৪৭০	৩৭৭৬২	৬৩৫৮	৪৪৫৯০
১১তম—১৭তম গ্রেড	৫৬৬	২৫৭৯৭৫	১৩০২৯	২৭১৫৭০
১৮তম—২০তম গ্রেড	৪৯৩	৩৮১৮০	৪৮০৩	৪৩৪৭৬
মোট=	২৩৫২	৩৫৩৮৪৯	৩৬৩৫৯	৩৯২৫৬০

৮.৫ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ৯ম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যেও নারী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০% কোটার অতিরিক্ত মেধা কোটায়ও নারী নিয়োগ পাচ্ছেন। নিম্নে ৩৪তম বি.সি.এস. থেকে ৩৯তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নারী কর্মচারীর নিয়োগের তথ্য প্রদান করা হলো :

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা
১	৩৪তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৩৬৩
	মহিলা	৭৫৪
	মোট=	২১১৭

২	৩৫তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৫৩০
	মহিলা	৫৯৫
	মোট=	২১২৫
৩	৩৬তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৬৫৪
	মহিলা	৫৬৭
	মোট=	২২২১
৪	৩৭তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	৯৪০
	মহিলা	৩০৯
	মোট=	১২৪৯
৫	৩৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ)	
	পুরুষ	৩৫৮৯
	মহিলা	৩১৩২
	মোট=	৬৭২১

৯.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম

৯.১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)

৯.১.১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.) দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নিপা); সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (কোটা); বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (বি.এ.এস.সি.) এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এস.টি.আই.)-কে একীভূত করে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কেন্দ্রকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সে লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মডিউলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দারিদ্র্যবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, এস.ডি.জি., নারীর ক্ষমতায়ন, আই.সি.টি. এবং ই-গভর্ন্যান্স প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯.১.২ বি.পি.এ.টি.সি. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য কোর কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এখানে যুগ্মসচিব ও সমপর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এস.এস.সি.), উপসচিব ও সমপর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এ.সি.এ.ডি.) এবং ৯ম গ্রেডের নবীন কর্মচারীদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। বছরে এ ধরনের কমবেশি ১৩টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কোর্স (Training of Trainers (ToT) Course, e-Government Management Course, Project Management Course, Financial Management Course, Human Resource Planning Course, Modern Office Management Course) পরিচালনা করা হয়। অধিকন্তু সচিব পদমর্যাদার কর্মচারীদের জন্য লাঞ্চ টাইম/ডিনার টাইম কোর্স, অতিরিক্ত সচিবদের জন্য "Policy, Planning and Management Course" এবং ৪০ বছর বয়সোর্ধ্ব ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মচারীদের জন্য বিশেষ বুনিয়াদি কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল কোর্সে বছরে প্রায় ১৩০০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বি.পি.এ.টি.সি. গবেষণা ও প্রকাশনামূলক কাজ এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে থাকে।

৯.১.৩ জনপ্রশাসন পরিমণ্ডলে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই (বি.পি.এ.টি.সি.) নিজেকে একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্য অর্জন এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইতোমধ্যে বি.পি.এ.টি.সি.-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দারিদ্র্যবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, SDG অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, আইসিটি এবং ই-গভর্নেন্স প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯.১.৪ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সরকারের রূপকল্প ২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সৎ, দক্ষ ও পেশাদার জনসেবক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি)	নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ	২টি	৬৯১ জন
উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)	উপসচিব ও সমমানের কর্মকর্তার	৪টি	১২৫ জন
সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি)	যুগ্মসচিব ও সমমানের কর্মকর্তাবৃন্দ	৫টি	১৩৪ জন
পলিসি প্লানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)	অতিরিক্ত সচিব ও সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য	৩টি	৬০ জন
বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এসএসটিসি)	নন ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ	৮টি	২৩৪ জন
৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কোর্স	১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী	১১২টি	৩৮৪০ জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পরপরই নবীন কর্মকর্তাগণ এ কেন্দ্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ৩৭তম বি.সি.এস.-এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চাকরিতে যোগদানের পরপরই সাধারণ ক্যাডারের ৩৯৫ জন কর্মকর্তা ৬৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগদান করেন।

অনুষদ সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের গুণগত মানোন্নয়ন ও সর্বাধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিপিএটিসি-এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে:

১. ১২ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স ও মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।
২. Public Administration and Development (ICPAD 2020) শীর্ষক ৭ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪. বিপিএটিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মচারীদের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৫. কেন্দ্রসহ ৫টি বিভাগীয় শহরে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের ৮৬০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
৬. ডেটা সেন্টারের জন্য একটি Core Network and Server farm Infrastructure স্থাপনের কাজ চলমান।
৭. বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ২৮টি কোর্সে বিভিন্ন গ্রেডের ৩৩৭ জন কর্মচারী ১৯,৮১৮ ঘণ্টা ১৯,৮১৮/৩৩৭=৫৮.৮০ (ঘণ্টা হিসাবে) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
৮. বিভিন্ন বিষয়ে ৩২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ২০৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন।

৯. Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh: An Organizational Analysisসহ ৫টি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং ২টি জার্নাল ও ৪টি নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে।

১০. International Conference on Public Administration and Development (ICPAD) উপলক্ষ্যে বিশেষ জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো:

- ‘প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের’ আওতায় ২.২ কিলোমিটার জগিং ট্র্যাক এবং ১.৫ কিলোমিটার বাউন্ডারি ওয়াল পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
- কেন্দ্রের পুরাতন অডিটোরিয়ামটি রিনোভেশন করে আধুনিকায়ন (৫৩৬ সুসজ্জিত আসন) করা হয়েছে।
- বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত সকল কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কেন্দ্র সংলগ্ন লেক-এ আগত শীতকালীন অতিথি পাখি দেখা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য একটি ন্যাচার অবজারবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে অনাবাসিক ও আবাসিক ভবনসমূহ মেরামত করা হয়েছে এবং
- কেন্দ্রের জামে মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনমূলক কাজ করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী

- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেনকে “বঙ্গবন্ধু চেয়ার” হিসাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের মূল ফটকের সম্মুখবর্তী স্থানে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরুপ ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান নেতার ৭ই মার্চ এর ভাষণের স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখতে সেই ঐতিহাসিক তর্জনী অনুকরণে একটি স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। বিশটি প্রতীকী দীপ্তিমান মোমবাতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মপরবর্তী গত একশ বছরের বাংলাদেশকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রে ১ নং গেট সংলগ্ন ঢাকা আরিচা মহাসড়কে অবস্থিত ফুটওভার ব্রিজ-এর উভয় পার্শ্বে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর বাণী, সংগ্রামী জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উদযাপনের জন্য কেন্দ্রে “মুজিববর্ষ সচিবালয়” স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে মুজিববর্ষসংক্রান্ত কেন্দ্রের সকল কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন:

আইসিটি-বিষয়ক কার্যক্রম :

- কেন্দ্রে আইসিটি এবং প্রশিক্ষণের মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ ও ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং Prezi ব্যবহার করে Presentation করার লক্ষ্যে বিটিসিএল হতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ 350Mbps ব্যবহার করা হচ্ছে এবং Radio Link-এর মাধ্যমে বিকল্প 100 Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণ কাজে ICT সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইটিসি ভবনে ১টি আধুনিক ICT Lab ও ১টি সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। যা প্রশিক্ষণার্থীদর ICT Skill বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে;
- Bangladesh Journal of Public Admininstration (BJPA)-এর জন্য আলাদা Web Portal সৃজন করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হচ্ছে;
- বিপিএটিসি নিজস্ব অনলাইন ক্লাস, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং মিটিং পরিচালনার জন্য Cisco Webex Meetings ব্যবহার করা হচ্ছে। Zoom cloud HD Video Meeting Pro-এর ১টি UserLicense এবং Cisco WebexMeetings-এর ৩টি UserLicense ক্রয় করা হয়েছে;
- অভ্যর্থনার সম্মুখে ও বিপিএটিসির মূল প্রবেশমুখে ৭টি Digital Display Board ও ৫টি Kiosk স্থাপন করা হয়েছে;
- কেন্দ্রের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ক্রয়ের শতকরা ৬৫ ভাগ e-GP System-এর মাধ্যমে করা হয়েছে; এবং
- বিপিএটিসি সর্ব স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা প্রভৃতি তথ্য নিয়ে বিপিএটিসি ডাইরেক্টরি করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

ক. প্রশিক্ষণসংক্রান্ত কার্যক্রম :

- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত ৯ম গ্রেডের ৪০০ জন, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে উপসচিব ও সমপর্যায়ের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের ১৫০ জন, সিনিয়র স্টাফ কোর্সে যুগ্মসচিব ও সমপর্যায়ের সশস্ত্র বাহিনীর ১২০ জন এবং পলিসি, প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের ৬০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনপ্রশাসন ও উন্নয়নবিষয়ক ৫টি গবেষণা পরিচালনা; টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- ইংরেজি ষান্মাসিক জার্নাল ১টি (২ সংখ্যা) ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে লোক-প্রশাসন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ ১টি (১ সংখ্যা), প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২টি (বিপিএটিসি'এর ১টি ও আরপিএটিসিসমূহের ১টি), নিউজলেটার ৪টি প্রকাশ করা হবে এবং
- অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য ২টি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা এবং চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। এ ছাড়া জনপ্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা, আইটিসি ডরমিটরির ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অটোমেশন করা এবং কোর নেটওয়ার্ক ও সার্ভার ফার্ম অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।

খ. তথ্য ও প্রযুক্তি :

- কেন্দ্র ও আরপিএটিসি-এর ৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের Online e-Nothi Course-এর আয়োজনসহ দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রমের উপর Online Course-এর আয়োজন;
- ডিজিটাল বিপিএটিসি গড়ার অংশ হিসেবে উন্নত দেশের ন্যায় কেন্দ্রের প্রধান ফটকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য সংক্রিয় গেট বার স্থাপন, সকল গাড়ির Real Time Tracking and Monitoring প্রবর্তন, যানবাহন ভাড়াসহ কেন্দ্রের অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য e-Ticketing চালুকরণ;
- বিপিএটিসির কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় কোর নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার ফার্ম অবকাঠামো স্থাপন এবং e-learning platform প্রস্তুতকরণ;
- আইটিসিএর ডরমিটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস অটোমেশনকরণ;
- বিপিএটিসি-এর ওয়েব সাইট আধুনিকীকরণ;
- BPATC Clinic Management System চালুকরণ; এবং
- কেন্দ্রের প্রতিটি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার-এর End Point Security and Network Security Administration Solution বৃদ্ধিকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- SDG বাস্তবায়নকারী সকল সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা; এবং
- ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সচেতনা বাড়ানো।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিপিএটিসি-এর নেপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, হংকং ইউনিভার্সিটি স্কুল অব প্রফেশনাল অ্যান্ড কন্টিনিউয়িং এডুকেশন, ভুটানের রয়াল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কাজাখস্তানের আস্তানা সিভিল সার্ভিস হাব, চায়নার বেইজিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্টিটিউট, অস্টেলিয়ার ম্যাকয়ারি ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল ল-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুষদ সদস্য বিনিময়, শিক্ষাসফর ও প্রশিক্ষণ আয়োজন। এছাড়াও, বিপিএটিসি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির ডিউক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও ইউনিভার্সিটি অব অ্যালাবামা, ইউএসএ-এর সঙ্গে অনুষদ সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কোর কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিক্ষাসফর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

৫। দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান। পাশাপাশি বিপিএটিসি-এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং সক্ষমতা অর্জনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে জনবল কাঠামো হালনাগাদকরণ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য Online কোর্স আয়োজন, চারটি নতুন বিভাগীয় শহরে এবং কক্সবাজার জেলায় বিশেষায়িত আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এ ছাড়াও রয়েছে অনুষদ সদস্যগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস্টার্স, পিএইচডি ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণার্থীগণের সংখ্যা বর্তমান সংখ্যা ৫০০ হতে ১৩৫০ জনে উন্নীতকরণ এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে সিনিয়র স্টাফ কোর্স-এর সেশন পরিচালনা ইত্যাদি।

- **শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :**

কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়নে সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কেন্দ্রের কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সভা আয়োজন করা হচ্ছে। বিপিএটিসির জামে মসজিদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়নে নিয়মিত খুতবা প্রদান করা হচ্ছে। ১ম হতে ৯ম গ্রেডের ১জন এবং ১০ম হতে ২০তম গ্রেডের ১ জন মোট ২ জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন-বিষয়ক-কার্যক্রম :

- ই-লাইব্রেরি ও ই-রিপোজেটরি চালুকরণ;
- ৭টি ERP সফ্‌ওয়্যার বাস্তবায়ন;
- দাপ্তরিক কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার;
- e-Ticketing চালুকরণ;
- আইটিসি-এর ডরমিটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস অটোমেশন করা;
- BPATC Clinic Management System ব্যবহার;
- কেন্দ্রের প্রতিটি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার-এর End Point Security and Network Security Administration Solution বৃদ্ধিকরণ এবং
- e- lerning platform তৈরি ও অনলাইন কোর্স চালুকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিপিএটিসি-এর কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ২১ জন কর্মচারীকে ১০,৫৫,০০০/- (দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা চিকিৎসাজনিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তায় করোনা দুর্যোগকালীন কর্মহীন হয়ে পড়া ৮২ জন রুমবয়কে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং
- বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত সকল কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেন্দ্র সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী লেক-এ আগত শীতকালীন অতিথি পাখি দেখার জন্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য একটি 'ন্যাচার অবজারবেশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

(ক) আমার গ্রাম আমার শহর

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শীর্ষক বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের ৩.১০ এ বিবৃত "আমার গ্রাম আমার শহর" প্রত্যয়টিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে ৬৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। Village Study Module–এর আওতায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিজ গ্রামে পাঠিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ প্রভৃতির SWOT Analysis করে নাগরিক সুবিধাসমূহের বিদ্যমান অবস্থা এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থার মধ্যে ব্যবধান চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত ব্যবধান পূরণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করেন। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে আবেদন দাখিল, স্বেচ্ছাসেবকটিম গঠনের মাধ্যমে ফলোআপ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব ধারণা অর্জন করে।

(খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি নবীন কর্মকর্তাদের সহমর্মিতা সৃষ্টির উদ্যোগ

মুজিববর্ষ ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিপিএটিসি কর্তৃক কর্মসূচিসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, ভিক্ষুকমুক্ত, নিরক্ষরমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা, গরিব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অন্তত একটি পরিবারের সঙ্গে অবস্থানপূর্বক তাদের জীবনযাপন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভাজন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি, তাদেরকে প্রদত্ত সরকারি সেবার মান পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন ভাবনায় গরিবের মানুষের কথা মনে রাখা প্রভৃতি এ সংযুক্তির উদ্দেশ্য। কেন্দ্রে চলমান ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ২৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমে মোট ৩৭০টি সুবিধাবঞ্চিত পরিবার পরিদর্শন করেছেন। অনেক প্রশিক্ষণার্থী যারা ইতোঃপূর্বে হত দরিদ্র পরিবারে গমন করনেনি তারা গরিব মানুষের করুণ অবস্থা দেখে তাদের আত্ম-উপলব্ধি হয়, যাতে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

৯.২ বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি

৯.২.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি ২১ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করে। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ও ব্যস্ততম শাহবাগ এলাকায় ২.২৩ একর ভূমির উপর প্রশাসন একাডেমির অবস্থান। বর্তমানে অনুষদ সদস্য ও সহযোগী কর্মচারীসহ মোট ১২০ জন জনবল নিয়ে একাডেমির কার্যক্রম চলছে। প্রশাসন ক্যাডারের সচিব পদমর্যাদার একজন সদস্য একাডেমির প্রধান নির্বাহী ও রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া একজন এম.ডি.এস.; চারজন পরিচালক; ছয়জন উপপরিচালক; একজন প্রোগ্রামার; চারজন সহকারী পরিচালক; একজন সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান; একজন মেডিক্যাল অফিসার; একজন গবেষণা কর্মকর্তা; একজন প্রকাশনা অফিসার ও একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য জনবল রয়েছে;

৯.২.২ ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (COTA) হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ একাডেমি গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (GOTA) হিসাবে পরিচিত ছিল। সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি এবং গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি উভয়ই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠার পর কিছু সময় এ একাডেমি কেবল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবনিযুক্ত এবং মধ্য পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের নবীন কর্মচারীদের এখানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে একাডেমি প্রশাসন ক্যাডার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মচারীদের ভূমি আইন, ফৌজদারি আইন, বিভিন্ন আইন ও বিধিসহ উন্নয়ন প্রশাসন, সুশাসন ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয়, তথ্য ও প্রযুক্তি, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং দুর্নীতি দমন প্রভৃতি বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা একাডেমির মূল উদ্দেশ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করাও একাডেমির দায়িত্ব। এ ছাড়া একাডেমি কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন বই, জার্নাল, গবেষণাপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি প্রশাসন ক্যাডার ছাড়াও অন্যান্য ক্যাডার কর্মচারীগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করছে;

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

<u>প্রশিক্ষণসংক্রান্ত:</u> বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ১৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের ৫২০ (পাঁচশত) জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>প্রকল্প বাস্তবায়নসংক্রান্ত :</u>

ক. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি ১৬.৬৭% ও আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৭৭%। জুন ২০২০ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৯৩.৯৮% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৫৯%। কর্মপরিকল্পনা (Gantt Chartসহ) ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে কর্মপরিকল্পনা (Gantt Chartসহ) ও ক্রয়পরিকল্পনা পরিবর্তিত হবে।
খ. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ৭৪৬.০০ লক্ষ (সাত কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুসারে ২৪৬.০০ (দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা কমিয়ে ৫০০.০০ (পাঁচ কোটি লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। ফলে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৬৪.০০ (চৌষট্টি লক্ষ) টাকার

বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় এবং ২৮০.০০ (দুই কোটি আশি লক্ষ) টাকার ০৮ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক মাস্টার্সের বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হয় নি। চলতি অর্থবছরের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে চলতি অর্থবছরের বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা এবং কর্মকর্তাদের বৈদেশিক মাস্টার্সের বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হবে।

গ. বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় সফট্ওয়্যার ক্রয় খাতে ক্রয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭.০০ (সাত লক্ষ) টাকার সফট্ওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে। যা ইউওনোট-এর মাধ্যমে একাডেমির স্টোরে জমা প্রদান করা হবে।

ঘ. বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় গবেষণা খাতে ২০.০০ (বিল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৬ (ছয়টি) গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ১৯.০০ (উনিশ লক্ষ) টাকার বিল দাখিল করার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয় বিল করে এজি অফিস থেকে চেক গ্রহণ প্রকল্পের হিসাব নম্বর ২০০০১১২৮৯৬৯৫ জমা প্রদান করা হয়েছে। এ জমাকৃত টাকার মধ্য থেকে ০৬ (ছয়) জন গবেষকের অনুকুলে গবেষণার ব্যয় বাবদ ৬০% টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০% গবেষণা রিপোর্ট দাখিল করার পরে পরিশোধ করা হবে।

ঙ. বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় খাতে দুটি কালার প্রিন্টার ও একটি কালার টোনার ক্রয় করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- ‘বি.সি.এস. (প্রশাসন) একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ (Capacity Building of BCS Administration Academy) প্রকল্প ৩,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রহণ; এবং
- বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (যদি থাকে); SDG এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা : বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলামে SDG বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ : বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর বিধায় একাডেমি সরাসরি কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে না। তবে THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino, ITALY এর সঙ্গে CPTU তত্ত্বাবধানে Training of Civil Service Officers (S2) শীর্ষক Public Procurement বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম : বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলামে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলামে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয় : বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিভুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ অনলাইনে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলমান

৯.৩ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

৯.৩.১ প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডার এবং সরকারি ও অ-সরকারি কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)-এর যাত্রা শুরু হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হয়। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অনন্য স্বশাসিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াম কাজ করছে। রূপকল্প-২০২১-কে সামনে রেখে বিয়াম ফাউন্ডেশন বর্তমানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কক্সবাজার এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ও ভিশন-২০২১-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিয়াম সমগ্র বাংলাদেশে ৩৬টি স্কুল এবং ২টি কলেজ পরিচালনা করছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াম ফাউন্ডেশন জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত বি.সি.এস. বিভিন্ন ক্যাডারের ৮১ জন, বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১৬০ জন এবং বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৭৯১ জনসহ সর্বমোট ১,০৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসেবা নিশ্চিতে অবদান রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

এ ছাড়াও বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আঞ্চলিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যেমন আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে বগুড়াতেও একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া ও কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রেও ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বিসিএস ক্যাডার কর্মচারীদের ০৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসক কর্মচারীদের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশনে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
- বিদ্যুৎ বিভাগের এবং অধীন বিভিন্ন কোম্পানি/সংস্থার কর্মচারীর জন্য বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স/দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স’ পরিচালনা; এবং
- নিজস্ব/বিভিন্ন সংস্থার প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন।

SDG- এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- দক্ষ, সৃজনশীল, স্বপ্রণোদিত ও কর্মোদ্যোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্মত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশ লাভ;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- বিয়াম কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে SDG's লক্ষ্যসমূহ বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা। লিখন উপকরণ প্রস্তুত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

পরিচালক পর্যায়ে বৈদেশিক সফরের আলোকে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কোর্স কারিকুলামে কতিপয় পরিবর্তনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- বিয়াম ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় অনুপাতে আয় বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের তত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে Public Procurement Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- প্রশিক্ষণ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামোর আধুনিকায়ন;
- বিয়ামের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন;
- ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল কাঠামো সংশোধন;
- বোর্ড সভার অনুমোদনসাপেক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে ১টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- “বিয়াম নিউজ লেটার” প্রকাশ;
- অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে ToT সহ বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের সেবাসমূহ অটোমেশনকরণের লক্ষ্যে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সফট্ওয়ার স্থাপন; এবং
- অনলাইন হোস্টেল বুকিং ও অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।

ভিশন-২০২১ অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনলাইনে হোস্টেল বুকিং চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিয়াম ফাউন্ডেশনে নৈতিকতা কমিটি ও ইনোভেশন কমিটি যৌথভাবে শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নজরদারিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- সকল মূল কোর্সে ও বিশেষায়িত কোর্সে ই-গভর্ন্যান্স-এর আওতায় Governance Innovation Topic অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ;

- ই-গভর্ন্যান্সকে পূর্ণাঙ্গ পৃথক মডিউল হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফাউন্ডেশনে একটি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল রয়েছে। সেখানে ক্যান্টিনের আয়ের একটি অংশ কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য জমা রাখা হয়। এছাড়াও বিয়ামের কর্মচারীদের চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ গত ৬৩তম বোর্ড সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে; এবং
- একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।

বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্কুল ও কলেজ সংক্রান্ত :

জাতীয় শিক্ষানীতি ও রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিয়াম সমগ্র বাংলাদেশে ৪২টি স্কুল/কলেজ পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়াও কক্সবাজার, রাজশাহী, নওগাঁ ও রংপুর জেলায় বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য Phase-I-এর আওতায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গণপূর্ত বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.৪ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড:

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল অসামরিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবিমা তহবিল)-কে একীভূত করে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ১নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কর্মচারী ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কল্যাণ বোর্ডকে সার্বিকভাবে একটি দক্ষ, যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ৭টি বিভাগে কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(ক) <u>মাসিক কল্যাণ ভাতা:</u> সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃতুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনেরো) বছর এবং কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর প্রাপ্তির পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ টা ২,০০০/- (দুই হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
৪৯,৫০,০০,০০০/-/-	৪২,০৮,১২,২০৬/-	৩,৩১৭ এবং পূর্ব হতে চলমান ৩০,৪৮০ জনসহ মোট ৩৩,৭৯৭ জন এবং চলতি বছর ৬,৬০৭টি কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

(খ) বিশেষ সাহায্য : চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের)

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত, মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতি অর্থবছরে একবার চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হয়। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর অনধিক দু'সন্তানকে নবম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর ও তাদের পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে ১০,০০০/- দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো :

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
টা: ১৫,৫৬,০০,০০০/-	১৩,৭৯,৪৯,৬০০/-	১২,১৫৮ জন

(গ) দেশে ও বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য: স্বল্প আয়ের কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের দেশে/বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় চাকরি জীবনে এক বা একাধিক বারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসহায় অবস্থায় এ সাহায্য প্রদান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
টা: ২৫,৬৫,০০,০০০/-	২৫,৬৫,০০,০০০/-	২,৩৪৯ জন

(ঘ) যৌথবিমার এককালীন সাহায্য : সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে উক্ত কর্মচারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূলবেতনের ২৪ (চব্বিশ) মাসের সমপরিমাণ অর্থ বা অনূর্ধ ২ (দুই) লাখ টাকা যৌথবিমার এককালীন সাহায্য হিসেবে প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
টা: ৩৮,২০,০০,০০০/-	২৭,৭৪,১৭,৪৪৪/-	২,৭৬৯ জন

(ঙ) শিক্ষাবৃত্তি : প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দুসন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। এ কর্মসূচি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ ১৮,০৬,৮১,৮০৪ টাকা।

(চ) স্টাফবাস কর্মসূচি : স্টাফবাসে যাতায়াতের জন্য বড়োবাসে প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা ও মিনিবাসে ১০০ পয়সা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। এ কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে চলমান ৭৬টি বাসের মধ্যে ৫০টি সরকারের এবং ২৬টি বিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত বাস রয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
৯,৬৫,১৩,০০০/-	৭,৩২,৪২,৮৭২/-	৬,৯৮৩ জন

(ছ) সাধারণ চিকিৎসা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : সরকারি কর্মচারীর নিজের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ০১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে লাশ দাফনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
টা: ১৫,৫৬,০০,০০০/-	১৩,৭৯,৪৯,৬০০/-	১২,১৫৮ জন

(জ) ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারকে এবং নতুন ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রতিবছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা
টা: ৫২,৫৮,৯৪৪/-	৪৬,৫৮,০০০/-	৭৭টি

(ঝ) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রতিবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো।

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রতিযোগীর সংখ্যা
১,০০,০০,০০০/-	৭৩,০০,০০০/-	ঢাকা মহানগরে ও ৫টি বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২,৮৩৬ জন অংশগ্রহণ করে।

(ঞ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলাদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেক্রেটারিয়েল সাইন্স, সেলাই, এমব্রয়ডারি, উলবুনন কোর্স চালু আছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ত্রী ও কন্যাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে এবং নিজে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে তেমনি পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে ভূমিকা রাখছে। কেন্দ্রগুলি পরিচালনায় ৪৭টি পদ রয়েছে। ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

টা ২,০২,৫০,০০০/-	২,০১,৮৯,০০০/-	১,৪৩৩ জন

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বিভাগীয় কার্যালয়ে সেবা পদ্ধতি (সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, কল্যাণভাতা, যৌথবিমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) সহজীকরণ ও দ্রুত নিষ্পত্তি;
- প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণভাতা, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন; এবং
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ সংশোধন।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা ভবন নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবনের পুনর্গঠিত নকশা এ দপ্তরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পুনর্গঠিত নকশার আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৯/০২/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রামে পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ২০ তলা বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে।
- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ**
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনার পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- সিটিজেন চার্টার-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে;
- সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবিমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;
- GRS এবং NCS-এর বাস্তবায়ন; এবং
- আবেদনকারীগণের অফিসে visit শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : 'কল্যাণভাতা, যৌথবিমা ও দাফন অনুদান একীভূতকরণ' সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি অনুদানের জন্য ১টি ফরমে আবেদন গ্রহণ এবং ১জন পরিচালকের অধীনে একসঙ্গে অনুমোদন প্রদানের জন্য এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনকারীগণকে আবেদন গ্রহণের ডায়ারি নম্বর ও তারিখ, আবেদনে আপত্তি/ত্রুটি থাকলে তা জানিয়ে এবং আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি তাঁদের (সেবাপ্রার্থীর) মোবাইল ফোনে SMS-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে। সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবিমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য ০২টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ০২টি আবেদনেরই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কমিউনিটি সেন্টারের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : "কল্যাণভাতা, যৌথবিমা ও দাফন অনুদান একীভূত করে ১টি ফর্মের আবেদন গ্রহণ এবং ১ জন পরিচালকের অধীনে একসঙ্গে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

৯.৫ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের ব্যবহারের জন্য প্রতিস্থাপক হিসাবে ৫০টি মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট কিউএক্স জিপ ক্রয় করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের জন্য ০২টি লাশবাহী ফ্রিজিং ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে;
- জেলা ও উপজেলার জন্য ০৯টি কেবিনক্রুজার ও ১২টি স্পিডবোট এবং ৩০টি ইঞ্জিন ক্রয় করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- ৫০টি সরকারি গাড়িতে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে;
- অকেজো ঘোষিত ৩৪টি গাড়ি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রিলব্ধ ৯৩,৫১,১১২/-(তিরানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার একশত বারো) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ১১৩টি অকেজো গাড়ি বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পশ্চিম পার্শ্বের ৫ম তলা ভবনে লিফট স্থাপন করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের নিচ তলায় ১৫০ কেভিএ জেনারেটর, ইমারজেন্সি প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭৮১টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় ১১৩৮টি গাড়ির মেজর এবং ৮২৯৩টি গাড়ির মাইনর মেরামত কাজ করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ৫৪৫ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় বিভিন্ন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর ১১৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গাড়ির স্টিকার তৈরি করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/জেলা/উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের প্রধান গেটে ০১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের প্রধান অফিসের ৩য় তলায় বঙ্গবন্ধু গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর লিখিত বই, প্রবন্ধ, বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং, ম্যাগাজিন, আলোকচিত্র ইত্যাদি রাখার জন্য গাড়িতে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি তৈরির কাজ চলমান;
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্তদের চিকিৎসার্থে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তারদের আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ০৯টি এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ০৪টি গাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- গাড়ির চাকা জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে পরিবহণ পুলের প্রবেশপথে গতিরোধক স্থাপনপূর্বক জীবাণুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের রোস্টার ডিউটি করা হয়েছে। কর্মচারীদের হাত ধোয়ার জন্য ০২টি বেসিন লাগানো হয়েছে। ডেঙ্গু মশা সংক্রমণ বিস্তার করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত পুরোনো গাড়ি ও গাড়ির তলদেশ এবং ড্রেন পরিষ্কার ও কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে; এবং
- ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের পশ্চিম পাশে সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার স্থানে কার পার্কিং সুবিধাসহ বহুতল ভবন নির্মাণের নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যায়। উক্ত নকশার বিষয়ে গত ১৪/০১/২০২০ এবং ০২/০৩/২০২০ তারিখ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বেসমেন্ট দুটিতে এবং ২য় থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী মেকানিক্যাল পার্কিং সিস্টেম, নিচতলা ও ১ম তলায় গাড়ি মেরামত কারখানা এবং ৯ম থেকে ২০তম তলা পর্যন্ত অফিস হিসাবে ব্যবহার করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে নকশা প্রণয়নপূর্বক সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য ০৫/০৩/২০২০ তারিখের স্মারক নং-০৫.০৩.০০০০.০০৬.১৪.০০৯.১৫-২২৭৪ মূলে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এর কারণে নকশা পেতে বিলম্ব হচ্ছে। নকশা পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করার লক্ষ্যে পরিবহণ সেবা প্রদান;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রদর্শন;
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিস্থাপক হিসাবে ১০০টি জিপ ক্রয়;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে ব্যবহারের জন্য ২০টি জলযান (কেবিন ক্রুজার) ক্রয়;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে ব্যবহারের জন্য ০১টি রেকার ক্রয়;
- Digital Service Implementation Roadmap-2021 বাস্তবায়ন;
- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৫০টি সিডান কার ক্রয়;
- জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য প্রতিস্থাপক হিসাবে ৫০টি জিপ ক্রয়;
- পর্যায়ক্রমে সকল মোটরযানে ভেহিক্যাল ট্র্যাকার সংযোজন;

- সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বহুতল কার পার্কিংসহ ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ;
- আঞ্চলিক পর্যায়ে জলযান পার্কিং, মেরামত এবং ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাসহ ওয়ার্কশপ নির্মাণ;
- জেলা পর্যায়ে গাড়ি পার্কিং ও মটর মেকানিক ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাসহ ওয়ার্কশপ নির্মাণ;
- পুরাতন গাড়ি সংরক্ষণ বা ডাম্পিং-এর জন্য জমি সংগ্রহ; এবং
- ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধিকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG-এর ১৬.৭ ইন্ডিকেটর অনুযায়ী পলিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিক নিরবিচ্ছিন্ন যানবাহন সেবা প্রদান;

- নবনিয়োগের সময় নারী ড্রাইভার নিয়োগ;
- জনবলের স্বল্পতা দূরীকরণে অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭৮১টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভিন্ন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারের কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোটরযান/জলযান ক্রয়/সংগ্রহ এবং সরবরাহ; এবং
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার গাড়ি মেরামতের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিকতর আধুনিকায়ন;

(২) SDG Goal 11-এর অংশ হিসাবে কর্মকর্তাদের নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই যানবাহন সুবিধা প্রদান করা হবে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের সংশোধিত অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ;
- সরকারি স্বার্থে অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ;
- সরকারের কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনে নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোটরযান/জলযান ক্রয়/সংগ্রহ এবং বরাদ্দ প্রদান;
- প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার জায়গায় গাড়ি পার্কিং ও মটর ট্রেনিং সেন্টার-এর সুবিধাসহ আধুনিক ওয়ার্কশপ ও অফিসের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ;
- জেলা পর্যায়ে সরকারি গাড়ি মেরামত, পার্কিং ও মটর মেকানিক ট্রেনিং-এর সুবিধাসহ ওয়ার্কশপ নির্মাণ; এবং
- সরকারি জলযান মেরামতের জন্য নৌযান মেরামত কারখানা নির্মাণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ চলমান। প্রশিক্ষণে দুনীর্তি ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ/software-এর মাধ্যমে গাড়ির টায়ার-টিউব ও ব্যাটারির চাহিদা নিবন্ধন ও সরবরাহ করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ই-নথির কার্যক্রম চলমান। গাড়ি বরাদ্দ এবং গাড়ি মেরামতের বিষয়ে ব্যবহারকারী কর্মকর্তাকে মোবাইলে এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। জেলা ও উপজেলায় বাজেট বরাদ্দ এবং গাড়ি ব্যবহারের না-দাবি ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়।

৯.৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত সংস্থা। এর সদর দপ্তর ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা এবং স্টেশনারি অফিসের উত্তরসূরি হিসাবে তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত Regulation No-G11/1p-13/72-1002, dated-30

August ১৯৭২ মোতাবেক মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে সরকারের নিরাপত্তাসংক্রান্ত গোপনীয় মুদ্রণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় স্থাপন করা হয়। সরকার ২৬-০৪-২০০৫ তারিখে পরিদপ্তরটিকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে। ১৫-০৬-২০১০ তারিখে মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর' (ডিপিপি) নামকরণ হয়। মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস ও প্রেসসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজিপ্রেস)।
(২) গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপি প্রেস)।
(৩) বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় (বিএসপিপি)।
(৪) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস (বিএফপিও)।
(৫) বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস (বিএসও)।

এ ছাড়াও এ অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ০৮টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে :

(১) ঢাকা আঞ্চলিক অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
(২) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম।
(৩) খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খুলনা।
(৪) বগুড়া আঞ্চলিক অফিস, বগুড়া।
(৫) বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল।
(৬) রংপুর আঞ্চলিক অফিস, রংপুর।
(৭) সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট।
(৮) ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিস, ময়মনসিংহ।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ময়মনসিংহ বিভাগে একটি আঞ্চলিক অফিস চালু করা হয়েছে;
- ক্রয় কার্যক্রমে ইজিপি চালু করা হয়েছে;
- অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় এ অধিদপ্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- অনলাইনে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বি.জি. প্রেসের ওয়েবসাইটে আপডেটেড গেজেট সার্চিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১টি ১০০০ কেজিসম্পন্ন লিফট স্থাপন করা হয়েছে;
- বিজি প্রেসের মুদ্রণ কার্য সম্পাদনার্থে ৫টি বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণযন্ত্র, ২টি সিপিটি মেশিন, ২টি স্টিচিং;
- মেশিন এবং ৩টি কার্টিং মেশিন স্থাপনের জন্য ২৭.১১ কোটি টাকার সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক 'গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস;
- (বিএসপিপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি মাল্টি কালার অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ২টি অটোমেটিক পেপার;
- কাটিং মেশিন এবং ৪টি বুক স্টিচিং মেশিন ক্রয়পূর্বক সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৩৩ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে;
- ৪৬ জন কর্মচারীর পিআরএল ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে;
- গভর্নমেন্ট প্রেন্টিং প্রেসের মেশিনসমূহের সুরক্ষা ও উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শাখার ৭০% অংশে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে;
- প্রেসের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য প্রেসের বিভিন্ন শাখায়, করিডোরে ও প্রেস অভ্যন্তরে ৪৮টি সি. সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- বাইন্ডিং শাখার ৫০% অংশ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে;
- অন লাইন ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার বাবদ এবং বই ও প্রকাশনা বিক্রয় বাবদ মোট প্রাপ্তি ১,০৮,২৮,৮৬৮/- (এক কোটি আট লক্ষ আটাশ হাজার আটশত আটষট্রি) টাকা;
- নিকাহনামা ফর্ম ও বিভিন্ন বিক্রয়যোগ্য ফর্ম বিক্রয় বাবদ মোট প্রাপ্তি ৮,২৯,১৯,৫৫৮/- (আট কোটি উনত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত আটান্ন) টাকা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগমন ও প্রস্থান যথাসময়ে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে; এবং
- সিকিউরিটি প্লেইন পেপার (কার্ট্রিজ পেপার) বিদেশ থেকে আমদানি/ক্রয় করে ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারিতে সরাসরি সরবরাহ করা হয়।

কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ :

- প্রেসসমূহে অটোমেশন সিস্টেম চালুকরণ ও আধুনিকীকরণসহ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়কে (বি.জি.প্রেস) আধুনিকায়নের জন্য 'বি.জি. প্রেসের মুদ্রণ কাজ সম্পাদনার্থ বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণযন্ত্র, সিটিপি মেশিন, স্টিচিং মেশিন, কাটিং মেশিন স্থাপন প্রকল্প' এবং গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ও বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ের (Capacity Building of Government printing Press (GPP) & Bangladesh Security Printing Press (BSPP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- প্রেসসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতমানের মেশিন ক্রয়া করা;
- নির্ধারিত সময়ে গেজেট মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- মঞ্জুরিকৃত শূন্যপদে জনবল নিয়োগ নিশ্চিতকরণ; এবং
- কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসনের ব্যবস্থা করা।

SDG-এর লক্ষ্যেসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা সেবার মানউন্নয়ন ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা;

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ;

- সরকারের সকল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও স্টেশনারি সরবরাহের বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপত্তার সঙ্গে মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- প্রেসসমূহে কর্মরত কারিগরি কর্মচারীদের জন্য যথোপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত সকল সরকারি অফিসে ব্যবহারের জন্য চাহিত স্টেশনারি সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা;
- অফিস/ প্রেসসমূহের জন্য মালামাল সংগ্রহ, বিতরণ করা ও মজুত মালামালের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ;
- ফর্ম ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির জন্য সকল সরকারি অফিস কর্তৃক দাখিলকৃত চাহিদাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;
- সকল প্রকার স্ট্যান্ডার্ড ও নন-স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, সরকারি জার্নাল, প্রকাশনী, আইন, বিধি, প্রবিধান, গেজেট ইত্যাদি মুদ্রণ ও সকল সরকারি অফিসে তা সরবরাহকরণ;
- জাতীয় বাজেট, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনি ব্যালোট পেপার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুদ্রণ, জাতীয় সংসদের কার্যাবলি ও সংসদ বিতর্কসহ অন্যান্য মুদ্রণ, কপি স্ট্যাম্প, জাতীয় সঞ্চয়পত্র, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের চেকসহ বিভিন্ন সংস্থার গোপনীয় ও অতিগোপনীয় মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ;
- সরকারি অফিসসমূহে ফর্ম ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি সরবরাহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ উক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে অফিসসমূহ তালিকাভুক্তকরণ;
- বেসরকারি প্রেস তালিকাভুক্তকরণ ও মুদ্রণের সকল কাজ তদারকিকরণ;
- সময়মত সরকারি ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ করা;
- হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স, জাতীয় সংসদের প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর মুদ্রণ; এবং
- জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন উৎসবসমূহ পালন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

অধিদপ্তরাধীন অফিস/ প্রেসসমূহে ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছতা আনয়নে এবং অধিকতর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে দর প্রস্তাব গ্রহণের স্থান হিসেবে অধিদপ্তরাধীন অফিস/প্রেসসমূহ ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে দরপত্র বাক্স রাখা হয়। তাছাড়া ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোডের মাধ্যমে দরপত্রদলিল সংগ্রহের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- DPP store management soft ware তথা ই-ইনভেনটরি সিস্টেম চালুকরণ যা বর্তমানে পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে;
- এ প্রেসের অভ্যন্তরে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক মেশিন শাখা তৈরি করা হয়েছে;
- বিভিন্ন বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং প্রত্যাশী সংস্থা থেকে আগত কর্মকর্তাদের সাময়িক অপেক্ষার জন্য প্রেসের প্রধান গেট সংলগ্ন ১টি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ স্থাপন ও ১টি হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে;

- প্রেসে মুদ্রিত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ১টি লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
- গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের স্টোর শাখায় মালামাল সংরক্ষণের নিমিত্ত অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালুকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের দ্রুত যোগাযোগ করার প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে অফিসের ভিতরে WiFi সুবিধা বিদ্যমান; এবং
- দক্ষতা ও মানউন্নয়নের জন্য ২০১৯-১২০ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :
২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহ জন্য ৩টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য **কার্যক্রম :** ময়মনসিংহ বিভাগে এ অধিদপ্তরের ১টি আঞ্চলিক অফিস চালু করা হয়েছে।

৯.৭ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি

সেবার নাম	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পন্ন
বহিঃবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী	১৯৮৮৬৬
অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী (শয্যা ব্যবহারের হার)	৫৪.৯২%
জরুরি বিভাগে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগী	৬৫০০
অপারেশন সংখ্যা	১৫৭৪
ল্যাবরেটরি পরীক্ষা	৯৮৭৩৯
ইসিজি পরীক্ষা	৭৬৭৪
ইকো পরীক্ষা	১১০৯
এক্স-রে পরীক্ষা **	১৫২৪৫
সিটি স্ক্যান পরীক্ষা	৪৮
আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা	৮৫৫২
এন্ডোসকপি পরীক্ষা	১৪২
কলোনস্কোপি পরীক্ষা	১০২
নরমাল ডেলিভারি	১৫
মৃত্যু	৩০

- সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর মেশিন ক্রয়পূর্বক স্থাপন করে নমুনা পরীক্ষা শুরু;
- সরকারি কর্মচারীদের করোনা চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর;
- করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০টি High Flow oxygen nasal cannula ক্রয়;
- রোগীদের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সম্প্রসারণ;
- ১টি ভিভিআইপি ১টি ভিআইপি কেবিনের জন্য আধুনিক বেডসহ যন্ত্রপাতি ক্রয়;এবং
- বিভিন্ন কেবিন ও ওয়ার্ডের জন্য ২৮টি 3 Function Electric Hospital Bed ক্রয়;

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত সকল সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ১০০ ভাগ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- অন্তর্বিভাগে শয্যা ব্যবহারের হার ৭০ ভাগে উন্নীতকরণ;
- হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে ১,৩৩,০০০ পরীক্ষা সম্পাদন, ৯,০০০ ইসিজি, ১৮০০ ইকো, ১৬,০০০ এক্সরে, ১১,০০০ আলট্রাসনোগ্রাম, ২০০টি এন্ডোসকোপি, ২৫০টি কলোনস্কোপি পরীক্ষা;
- ১,৬০০ অপারেশন সম্পন্নকরণ;
- মঞ্জুরিকৃত সকল পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটিকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান ০৪ তলা ভবনটির ১৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- রোগীদের জন্য ডিজিটাল আইডি কার্ড (মেডিকেল কার্ড) প্রবর্তন;

- ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় মা ও শিশুদেরটিকা দান;
- ডটস সেন্টার হতে যক্ষা রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষুধ প্রদান;
- দুর্যোগকালীন (ডেঙ্গু , করোনা ইত্যাদি) বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; এবং
- পরিবার পরিকল্পনাসংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :
বর্তমান ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৪ তলা ভবনকে ১৬ তলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ১২ মার্চ ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ‘সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সংযোজন ও জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা হবে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

২০১৯-২০ অর্থবছরে হাসপাতালের সার্বিক সেবার মানোন্নয়নের জন্য সেবা গ্রহণকারীদের পরিতুষ্টির লক্ষ্যে একটি সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। ফলে সেবা গ্রহণকারীরা ইমেইলের মাধ্যমে নির্ভুল রিপোর্ট পাবেন। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সহজীকরণের জন্য ইন্টারকম সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ফলে হাসপাতালের কর্মচারীদেরসহ রোগীরা কোনো সার্ভিসের জন্য ইন্টারকম ব্যবহার করে সেবা পাচ্ছে। হাসপাতালে ৬ মাসের নিম্নে শিশুদের জন্য ওয়েল বেবি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ৬ মাসের নিচের শিশুদের যে কোন লুকায়িত রোগের সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : প্রতিবছর এ হাসপাতাল হতে সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের (৩০০০-৩৫০০ জন) বিনা মূল্যে ম্যানিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রদান পূর্বক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা হয়।

১০. মাঠ প্রশাসন

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের পদ সৃজন, জনবল নিয়োগ এবং বাজেট বরাদ্দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীগণ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, দারিদ্র্যবিমোচন, আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা, পতিত/খাস জমি উদ্ধার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, গ্রামীণ অবকাঠমোর উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা, মানব পাচার প্রতিরোধ, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন-যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদক ব্যাবসা ও সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আই.সি.টি. ও কম্পিউটারভিত্তিক সেবা বিকাশ, দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, স্থানীয় সরকারসমূহকে সহায়তা প্রদান, সৃজনশীল উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং নির্বাচনসহ সময়ে সময়ে সরকার আরোপিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে মাঠ প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কাজের বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১০.১ ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়:

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে স্টাফদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেমন : সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, ই-ফাইলিং, গণকর্মচারী শৃঙখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ-১৯৮২, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯, সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, চাকরি রীতিনীতি ও সুশাসন, ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, শিষ্টাচার ও জনসাধারণের সাথে ব্যবহার, বাংলাদেশ ভূমি ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন। এছাড়া ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি করা হয়।
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে ই-নামজারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল রেকর্ড রুমের কাজের গতিশীলতা আনয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (রেকর্ড রুম) এবং রেকর্ড রুম সহকারী কে প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলন আয়োজন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) গণের অংশগ্রহণে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিশেষ রাজস্ব সভা আয়োজন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ঢাকা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান, আন্তঃজেলা ও আন্তঃবিভাগীয় খেয়া ঘাট/লঞ্চ ঘাট ইজারা প্রদান, সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩ (৩) ধারা মোতাবেক জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা প্রদান।
- বিভাগীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ আয়োজন, বিজয় ফুল প্রতিযোগিতার আয়োজন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০১৯-এর বিভাগীয় বাছাই প্রতিযোগিতা, ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা: রূপ বৈচিত্র অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন, এ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০ প্রদান, জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় ৫টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত জয়িতাদের বিভাগীয় পর্যায়ে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন, ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মোট ০৪টি সভার আয়োজন, ঢাকা বিভাগে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে মোট ০২টি সভার আয়োজন, ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)দের নিয়ে শিক্ষা, আইসিটি ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর মোট ০৪টি ভিডিও কনফারেন্স এর আয়োজন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকার নৈতিকতা কমিটির মোট ০৪টি সভার আয়োজন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম কিস্তিতে এবং ২য় কিস্তিতে নন সোলার খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নগদ অর্থ উপবরাদ্দ প্রদান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম কিস্তিতে এবং ২য় কিস্তিতে সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন ও পরিবীক্ষণ ঢাকা বিভাগীয় কমিটির মোট ০৪টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-০৮টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৭টি এবং একটি আবেদন অসম্পূর্ণ হওয়ায় আবেদনকারীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু আবেদনকারী যোগাযোগ করেননি।

- জাতীয় চোরাচালান সভা, সড়ক ও মহাসড়কে দূর্ঘটনা হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, বেগম রোকেয়া পদক মনোনয়নের কার্যক্রম গ্রহন, জনপ্রশাসন পদক মনোনয়নের কার্যক্রম গ্রহণ, ঢাকা বিভাগীয় চোরাচালান নিরোধ আঞ্চলিক টাস্কফোর্স এর সভা আয়োজন, আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা আয়োজন সংক্রান্ত।
- এ কার্যালয়ের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদরকণ, ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজন, ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন ও ঢাকা বিভাগের অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের তথ্যাদি প্রেরণ, ইনোভেশন শোকেসিং ও সেমিনার আয়োজন, ডিজিটাল সেবা চালুকরণ, ঢাকা বিভাগাধীন প্রশাসনে কর্মরত-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাসিক ভিত্তিক সেরা স্টাফ বাছাই ও পুরস্কার প্রদান, নিয়মিত শাখা পরিদর্শন, উত্তম চর্চা বাস্তবায়ন, কল সেন্টার ৩৩৩ বিষয়ক সভার আয়োজন, জাতীয় তথ্য বাতায়নের নতুন ফিচার সমৃদ্ধ রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন, বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক আইসিটি বিষয়ক মেলা/সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন। এছাড়া আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন : ই-নথি এবং ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম, ই-মিউটেশন ডিজিটাল রেকর্ড রুম, আর.এস খতিয়ান এবং ম্যাপ সংক্রান্ত, রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএমএস), সার্কিট হাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস), "বার্তা এপস", দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, ডিলিং লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সফার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি সিস্টেম (আইএমএস), এবানডেন্ড প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এপিএমএস), ডিজিটাল ঢাকা বাস্তবায়ন এ সকল সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- এ কার্যালয়ের ৩য় তলায় কর্মচারীদের ওয়াশ রুম তৈরি করনের কাজ, রেকর্ড রুম এবং সিলিংকরণ ও টাইলস্ করণের কাজ, করিডরে সিলিং স্থাপনের কাজ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) মহোদয়ের রুমে ইনটেরিয়র কাজ, মহিলাদের জন্য নামাজের ঘর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ২য় তলায় দর্শনার্থীদের জন্য ওয়েটিং রুম এ বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ, উন্নয়ন, ও আইসিটি শাখায় কর্পোরেট টেবিল এবং ওয়াল কেবিনেট স্থাপন করা হয়েছে। এনডিসির রুমে ওয়াসরুম সংযোগ করা হয়েছে। কমিশনার মহোদয়ের বাংলোতে ডাইনিং এবং ড্রয়িং রুমে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। অফিসারদের রুমে সোফা প্রদান করা হয়েছে।

জেলা: ঢাকা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

জেলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তৃক গত ২৮-৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা-২০২০ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারের সকল দপ্তরের উন্নয়নমূলক অর্জনসমূহ মেলায় স্থান পেয়েছে

'মুজিব শতবর্ষ'

- মুজিব শতবর্ষ উদযাপন সম্পর্কিত উপস্থাপনা
- মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পোস্টার

ই-সেবা:

- সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক ডিজিটাল সাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উপস্থাপনা
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এনজিও সার্টিফিকেশন সফটওয়্যার সম্পর্কিত উপস্থাপনা
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখার এসিপিএস সফটওয়্যারের ডিজিটাল উপস্থাপনা
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর ডিজিটাল রেকর্ডরুম সম্পর্কিত উপস্থাপনা
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা কতৃক আগ্নেয়াস্ত্র এর ই-লাইসেন্স সম্পর্কিত উপস্থাপনা
- আনসার ও ভিডিপির ডিজিটাল বেতন প্রদান কার্যক্রম

ডিজিটাল সেন্টার, পোস্ট ই-সেন্টার, এজেন্ট ব্যাংকিং, রুরাল ই-কমার্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

- ভার্কুতা ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কিত উপস্থাপনা
- ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কিত উপস্থাপনা

বিভিন্ন স্টার্টআপ ও তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্যোগ প্রদর্শন

- জিজতি স্টার্টআপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপস্থাপনা
- Sigmuid কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপস্থাপনা

- Apps zones কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপস্থাপনা

শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত

- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস কর্তৃক উপস্থাপনা
- কেরানীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপস্থাপনা

কোভিড-১৯

- বিভিন্ন দপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কিত ছবি
- বিভিন্ন দপ্তর, স্টার্টআপ এবং ইউডিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভিডিও

মুজিব কর্ণার স্থাপন : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়, যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়ক বিভিন্ন বই, পত্রিকা, পোস্টার, ভিডিও সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় 'অফিস ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বছরে ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কার্যালয় হতে ইটভাটার লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ১৩টি, ইটভাটার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ১২টি, জুয়েলারি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ৯৮টি, এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ২০টি, বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৮টি, পরিবহন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৪টি, আবাসিক হোটেল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০১টি ও রেস্টুরেন্ট লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৩টি, লৌহজাত দ্রব্যের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০২টি ও খুচরা কাপড়ের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৪টি। এছাড়া ২০১৯ সালে হোটেল নিবন্ধন করা হয়েছে ০৫টি এবং রেস্তোরা নিবন্ধন করা হয়েছে ০৭টি।

জবর দখল হতে উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির তথ্য : ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা জেলায় অবৈধ দখলদার/স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক ১০.৫১৭২ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ কর্মশালা আয়োজন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও জেলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তৃক গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ দিনব্যাপী সেবা সহজীকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে **গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা:**

- পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা।
- সকল সেবা অন-লাইনের আওতায় এনে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- ভূমি ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরি,উপজেলা থেকে জনগণের চাহিত সেবা সহজীকরণ, হয়রানীমুক্ত যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনার উন্নীতকরণ,সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও আন্ত: বিভাগীয় সমন্বয় সাধন করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- দুর্নীতিমুক্ত হয়ে ভূমি সেবা প্রদানে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- "The Tout Act, 1879" প্রয়োগের মাধ্যমে অফিসকে দালালমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নামজারী/জমাভাগ/খারিজ করতে মোট খরচ ১১৭০/- (এক হাজার একশত সত্তর) টাকা লিখিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।
- ই-নামজারীর মাধ্যমে নামজারী ও জমাভাগের আবেদন নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে সেবা গ্রহীতারা হয়রানী ও দুর্নীতিমুক্ত ভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাশিত ভূমি সেবা পাচ্ছেন।
- সেবা নির্দেশিকা সম্বলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে বিশেষভাবে সেবা প্রদানের নিমিত্ত মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার চালু করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- সরকারি অফিসের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে জেলা ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় ইনোভেশন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা সরকারি দপ্তর হতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে সরকারি দপ্তর হতে ২৪টি উদ্ভাবনী আইডিয়া/ ধারনা পাওয়া গিয়েছে।

- জনগণের ভোগান্তি ও হয়রানি নিরসনে অনলাইনে ক্ষতিপূরণ প্রদান ভিত্তিক সফটওয়্যার "স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি-এসিপিএস" সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে , যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় ২৭/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মচারীদের উন্নত চিকিৎসা, কর্মচারীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভ ও যেকোন জটিল সমস্যায় সহযোগিতার নিমিত্ত স্থানীয়ভাবে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে যেখান থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে ১৫ থেকে ৪৫ জন কর্মচারীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ কর্মস্থলের কাছাকাছি যেন বসবাস করতে পারে সে নিমিত্ত ডরমেটরি ভবন ও কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি);

২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য মোট আবেদনের সংখ্যা ৪৮টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৩২টি, তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ০১টি এবং নিস্পত্তির সংখ্যা ০১টি।

জেলা: মানিকগঞ্জ

২০১৯-২০২০- অর্থবছরের কার্যাবলি:

অত্র কার্যালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়মূলক কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন
- জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ
- জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে জন**তা** উদ্বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ
- সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা:

- জেলার অন্ত:বিভাগীয় কর্মকা**ন্ডে**র সমন্বয় এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পসমূহসহ জেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকা**ন্ড** বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন।
- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, কারিগরি এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ন সাধন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর,টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ।
- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয়সাধন।
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা আওতায় অভিযোগ নিস্পত্তি।
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ।
- স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।
- প্রবাসীদের ডাটাবেস প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

- এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধ কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন।
- জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।
- নানাবিধ ট্রেডে ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং/শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে/বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি।

এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

এসডিজি অগ্রাধিকার ৩৯+১ (এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪) সূচকসমূহ :

- এসডিজি এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ দর্শন/পরিদর্শন এবং প্রতিমাসে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক সভায় ও মাসিক জেলা সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান।
- কৃষিজমিতে অবৈধ পুকুর খনন বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালতসহ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফসলি জমি সংরক্ষণের জন্য কৃষক ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জনমত গঠন।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা:

চাকুরি ও শোভন কার্যে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কারিগরি শিক্ষালাভ করে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অভিভাবক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি।
- কারিগরি শিক্ষা প্রাপ্ত দক্ষ মানবশক্তি গঠনের মাধ্যমে প্রবাসে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা হ্রাস।
- মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর ০৬ মাস মেয়াদি মানসম্মত ট্রেড কোর্স চালু করা।
- সিলিন্ডার গ্যাস এবং RAC (রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশন) কারিগরি ব্যবস্থাপনার উপর সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- জনগণকে ই-সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ।
- ভূমি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা। সরকারি পাওনা আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন করা।
- আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীদের শতভাগ এনরোলমেন্ট এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- গণশুনানীর মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- মানিকগঞ্জ জেলাকে মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত রাখার লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

এ কার্যালয় ও অত্র কার্যালয়ের আওতাধীন সকল অফিসে কী কী সেবা প্রদান করা হয় এবং সেবার পদ্ধতি, সময় ও খরচসহ যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার টাঙানো আছে।

- অত্র কার্যালয় ও অত্র কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসে সেবা প্রার্থীগণ সেবা নিতে এসে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে কিংবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ আকারে দাখিল করার জন্য একটি অভিযোগ বাক্স তৈরি করে সকল দপ্তরের সম্মুখে রাখা হয়েছে, যাতে যে কেউ তার অভিযোগটি দাখিল করতে পারে।
- ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতি বুধবার নিয়মিতভাবে গণশুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

- সাধারণ মানুষের সরকারি সেবা গ্রহণে হয়রানি লাঘবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে অত্র জেলা কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে 'নেজারত ডেপুটি কালেক্টর' মানিকগঞ্জকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এ জেলার সকল উপজেলা ও ভূমি অফিসসমূহে ফ্রন্ট-ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- জনগণের সাথে ভাল আচরণে উৎকর্ষ সাধনের জন্য জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা এবং জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত সকলকে সরকারি সেবা পেতে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হয় সে বিষয়ে সর্তক থাকতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- 'আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত' শীর্ষক ঘোষণা অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষর করে দপ্তরের সামনে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।
- প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিচয়পত্র পরিধান বাধ্যতামূলককরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যালয়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র নিয়মিত অনলাইনে এন্ট্রি করা হচ্ছে। নথি খোলা ও পত্র জারি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সহকারী কমিশনার (আইসিটি),মানিকগঞ্জ এবং সহকারী প্রোগ্রামারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল শাখা কর্মকর্তাকে নিজ নিজ শাখায় ই-নথি কার্যক্রম মনিটরিং করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- রেকর্ডরুম ও নকল শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ থেকে অনলাইনে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ ইউডিসি এর মাধ্যমে জনগণকে সরবরাহ করার কাজ চলমান রয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সহ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি বিধানের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

অত্র কার্যালয়ে কর্মরত ৬০ (ষাট) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা=১০টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা= ১০টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা=০।

এস. এ. অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী মানিকগঞ্জ জেলায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে সরকারি ভূ-সম্পত্তি (কৃষি/অকৃষি/অর্পিত) উদ্ধার: ২৫.৫৯৯২ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।]

জেলা: নারায়ণগঞ্জ

২০১৯-২০২০- অর্থবছরের কার্যাবলি অগ্রগতির শতকরা হার:

- জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সকল উন্নয়মূলক কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- স্বচ্ছ ও গতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ
- জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি নীতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ
- সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জেলা আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা:

- জেলার অন্ত:বিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পসমূহসহ জেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন।

- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, কারিগরি এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ন সাধন।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের গৃহীত নীতিমালা, উদ্যোগ এবং কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয় সাধন। জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ।
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন;-
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন-যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রবাসীদের ডাটাবেস প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের সাথে প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কর্মপরিকল্পনা :

- চাহিদা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি তৈরি ও বাস্তবায়ন
- স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে শূণ্যপদ পূরণ
- নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- কার্যকর গণশুনানীর মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান
- উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও গুলোকে সম্পৃক্ত করা
- জেলায় বাস্তবায়নাধীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরি ও অনলাইন মনিটরিং
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেস তৈরি ও অনলাইন মনিটরিং
- কালেক্টরেট স্কুলকে মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা
- এসিড ও আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স অনলাইনে ইস্যু ও নবায়ন করা
- ই-মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন
- এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা নিস্পত্তির হার বাড়ানো
- চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া
- ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ করা
- ডিজিটাল খতিয়ানের ব্যবস্থা করা
- ভূমি সংক্রান্ত সকল রেজিস্টার ডিজিটালাইজড করা
- ভূমিহীনদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন
- ডিজিটাল সায়রাত মহল ও ভিপি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা
- ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ অনলাইনে প্রকাশ
- শতভাগ ই-মিউটেশন চালু করা
- খেলার মাঠ সংরক্ষণ এবং বিদ্যমান মাঠসমূহের আধুনিকায়ন
- পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরে ইটিপি স্থাপন
- ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ
- জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মমৃত্যু নিবন্ধন
- মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন
- সিটিজেন চার্টার স্থাপন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- অনলাইন রেডিও এর উন্নয়ন করে জেলার সকল দপ্তর তার দপ্তর থেকে যে সকল সেবা প্রদান করে থাকে তা নিয়মিত প্রচার করা এবং জেলার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রচার করা।
- ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মাসে ১টি উপজেলা সমন্বয় সভায় যোগদান করা।
- কারাবন্দী মাদকাসক্তদের সংশোধন কার্যক্রম বিভিন্ন পরিসরে আরো বৃদ্ধি করা।
- ভূমি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
- সরকারি পাওনা আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন করা।
- ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে অভিযোগের শুনানী গ্রহণ
- বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তথ্যাদি যেমনঃ মামলার পর্যায়, পরবর্তী ধার্য্য তারিখ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা
- জেলা সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় করে টেলিমেডিসিন সেবার কার্যক্রম চালু করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- অত্র কার্যালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অত্র কার্যালয় ও অত্র কার্যালয়ের আওতাধীন সকল অফিসে কী কী সেবা প্রদান করা হয় এবং সেবার পদ্ধতি, সময় ও খরচসহ যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার টাঙানো আছে এবং তা বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত-
- করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতি বুধবার নিয়মিতভাবে গণশুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- অত্র কার্যালয় ও অত্র কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসে সেবা প্রার্থীগণ সেবা নিতে এসে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে কিংবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ আকারে দাখিল করার জন্য একটি অভিযোগ বাক্স তৈরি করে সকল শাখার সম্মুখে রাখা হয়েছে, যাতে যে কেউ তার অভিযোগটি দাখিল করতে পারে।
- প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিচয়পত্র পরিধান বাধ্যতামূলককরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজে সরেজমিনে জরীপ কাজ, যৌথ তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণের চেক স্পটে বসে বিতরণ করা হয়েছে।
- ভূমি অফিসে তিন বছরের অধিক কর্মরত সকল কর্মচারীগণের বদলী নিশ্চিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যালয়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র নিয়মিত অনলাইনে এন্ট্রি করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলায় শতভাগ অনলাইনে পর্চা প্রদানের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
- শতভাগ ই-নামজারী নিশ্চিত করা হয়েছে।
- জেলার প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে বিদ্যুত বিল প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেলে ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে
- সরকারি দপ্তরের সেবা সমূহ এবং জেলা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর অত্র কার্যালয়ের রেডিও সেন্টার " রেডিও নারায়ণগঞ্জ" থেকে নিয়মিত প্রচার করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- করোনা প্রতিরোধে অত্র কার্যালয়ে এবং এর অধীন সকল ভূমি অফিসের সকল ও কর্মচারীদের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক, গ্লাভস, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
- অস্বচ্ছল করোনা আক্রান্ত কর্মচারীদের অর্থিক সহায়তাসহ জরুরী ত্রাণ বিতরণ করা হয়।
- করোনা আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে কুইক রেসপন্সটিম গঠন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা=১৫টি
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা= ১৫টি
- তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা=০

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপনঃ
- জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যাকয়ের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন:
- দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা; উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান ১০টি উদ্যোগের মধ্যে ০১ নং উদ্যোগ 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প, নারীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষিত যুবকদের বিদেশে গমন, দেশে ফেরৎ অভিবাসী ব্যক্তিদের সহায়তা করা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো কোনও বিষয়:

এস. এ. অ্যাক্ট অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে সরকারি ভূ-সম্পত্তি (কৃষি/ অকৃষি/অর্পিত) উদ্ধার: ৮৭.১ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলা:মাদারীপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের গণপূর্ত অধিদপ্তরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের বিপরীতে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- সার্কিট হাউজের কনফারেন্স রুম রেনোভেশন কাজ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারির মেরামত কাজ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের গাড়ীর র‍্যাম্প নির্মাণ কাজ।
- সার্কিট হাউজের নতুন এসি ও প্যান সরবরাহসহ জেনারেটর ও পাম্পমটরের মেরামতসহ গ্যারেজ কাম ড্রাইভার শেড বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।
- জেলা প্রশাসকের বাসভবন ও পুলিশের ব্যারাকের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের পার্কিং টাইলস স্থাপন কাজ।
- জেলা প্রশাসকের বাসভবনের পুলিশ গার্ডশেড মেরামত ও সংস্কার কাজ।
- সার্কিট হাউজের গ্যারেজ সংস্কারকরণ কাজ।
- সার্কিট হাউজের ড্রাইভারশেড সংস্কারকরণ কাজ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা :

- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের বাসভবনের হাইজেনিক ওয়াশকরণসহ সিভিল স্যানিটারির মেরামত কাজ প্রক্রিয়াধীন
- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারির সাধারণ মেরামত কাজ প্রক্রিয়াধীন
- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ফ্লোর টাইলসকরণ, সংলগ্ন বাথরুমের রেনোভেশনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।
- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এলইডি স্ক্রীন লাগানো, নতুন এসি সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরবরাহকরণ কাজ।
- মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।
- মাদারীপুর সার্কিট হাউজের সিভিল স্যানিটারির মেরামত কাজ।
- মাদারীপুর সার্কিট হাউজের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।

দপ্তর/ সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- কর্মচারীগণকে কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিমাসে শ্রেষ্ঠ শাখা ও শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন এবং পুরস্কার প্রদান।
- ডিজিটাল উপায়ে স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদান।
- শতভাগ অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও পর্চা বিতরণ।
- আধুনিক ও টেকসই ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনে জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করা ।
- জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ।
- শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তিকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- রেকর্ডরুম সেবা প্রত্যাশিদের ভোগান্তি নিরসনে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে দালালমুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিরাপত্তা এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজ ও সময় মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ভূমি হুকুম দখল শাখা দালালমুক্তকরণ সেবা প্রত্যাশিদের যথাযথ সেবা প্রদান ও দালালমুক্তকরণের উদ্দেশ্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং সেবা প্রত্যাশিদের নাম-পরিচয় রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ফ্রন্টডেস্কে সকল নাগরিকের আবেদন গ্রহণসহ তাদের চাহিতমতে বিভিন্ন শাখার অবস্থান এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে । প্রতি বুধবার নির্ধারিত তারিখসহ সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও সাধারণ নাগরিকের গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, যৌতুক, ইভটিজিং এবং বাল্যবিবাহরোধে নির্ধারিত মাসিক সভাসহ জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সচেতনতা এবং উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও এ সকল সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে প্রতিনিয়ত মোবাইলকোর্ট পরিচালিত হচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- অফিসার অভ্ দি মান্থ এবং স্টাফ অভ্ দি মান্থ বোর্ড স্থাপন।
- সকল সরকারি দপ্তরের ওয়েবপোর্টাল শতভাগ হালনাগাদ রাখা।
- প্রস্তাবিত দপ্তরে ই-নথি বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করা যাতে জনসাধারণ দ্রুত সেবা ঝামেলাহীনভাবে সেবা পেতে পারে।
- শতভাগ ই-মোবাআলি কোর্ট বাস্তবায়ন।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।
- জেলা ই পেজ **Public Service Innovation Bangladesh** মাদারীপুর এর ফেসবুক পেজ ব্যবহার করা হয়। জেলা প্রশাসক জনসাধারনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যেমন ফেসবুকের মাধ্যমে অবগত হয়ে বেকার অসহায়, প্রতিবন্ধী, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা , আর্থিক সা প্রদান, লোকদের সেলাই মেশিন প্রদান ইত্যাদি।
- জনসাধারণের জন্য সেবা সহজীকরণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ই-ফরমের ব্যবহার ও উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর এর ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।
- জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে আগত পেনশনাদের পেনশন আবেদন ও মাসিক পেনশন যাতে তিন ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা যায় সে বিষয়ে ব্য গ্রহণ করা।
- অপেক্ষমান পেনশনারদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত টয়লেটযুক্ত অপেক্ষমান কক্ষের ব্যবস্থা করা।

কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বার্ষিক গণকর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত আছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

মোট আবেদনের সংখ্যা-১১০টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-১০২টি এবং ০৮টি আবেদন পেন্ডিং আছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, মাদারীপুর এর নতুন ভবন নির্মাণ।

উল্লেখ্য, ২.২৭৬ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলা:কিশোরগঞ্জ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কার্যাবলি :

সাধারণ কার্যাবলি :

- কার্যকর জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা প্রশাসনকে গড়ে তোলা।
- জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এনজিওসমূহের সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তৃণমূল পর্যায়ে এ **উদ্যোক্তা** সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ
- সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি, খাদ্যে পুষ্টিমান বাড়ানো এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পৃষ্ঠপোষকতা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি
- পরিবেশবান্ধব, নয়নাভিরাম বহুজাতের ফুল ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত ডিসি গার্ডেন গড়ার মাধ্যমে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ এ সৌন্দর্যবর্ধন
- কালেক্টরেট জামে মসজিদের সার্বিক সংস্কারকাজ ও নতুন পরিবেশবান্ধব অযুখানা নির্মাণ
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে ফোয়ারা সংলগ্ন বাগানের সংস্কারকাজ
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অভ্যন্তরভাগের সৌন্দর্যবর্ধন
- ডিসি বাংলোর সার্বিক সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন
- সার্কিট হাউসের তৃতীয় তলা সম্প্রসারণ ও সংস্কার, পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ, সার্বিক সৌন্দর্যবর্ধন
- কিশোরগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের সার্বিক সংস্কারকাজ, নতুন বাউন্ডারি, গার্ড শেড ও শিন্নিঘর নির্মাণ
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে স্থাপিত কিয়স্ক যন্ত্রের শুভ উদ্বোধন
- মুজিববর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা (১৭ মার্চ ২০২০)
- মুজিববর্ষ কর্ণারের শুভ উদ্বোধন
- মুজিববর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা (১৭ মার্চ ২০২০)
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন ক্যাটেল মার্কেট বা গরুর হাট সৃষ্টি
- প্রাপ্ত মিউটেশন যথানিয়মে নিষ্পত্তির মাধ্যমে খতিয়ানসমূহ হালনাগাদকরণ।

ভূমিসংক্রান্ত কার্যাবলি :

- ৯০.৭৭ একর কৃষি জমি ২৩৫টি ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান
- যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯টি গৃহ নির্মাণ
- শতভাগ ই-মিউটেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
- উপজেলা ভূমি অফিস সমূহে রেকর্ডরুম হেল্পডেস্ক ও ওয়েটিং শেড স্থাপন
- উপজেলা ভূমি অফিসে খতিয়ানসমূহ এক্সেল ডাটাবেজে সংরক্ষণ
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় রেকর্ড হালনাগাদকরণ
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২০ একরের উর্ধ্বে ২৮ এবং পূর্বে ইজারাকৃত ১২৪টি সর্বমোট ১৫২টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ইজারা কার্যক্রম চলমান।
- সায়রাত মহাল ইজারা বাবদ ১৬.১২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে
- ২০,৩৮৫টি মিউটেশন কেস নিষ্পত্তিকরণ
- ২০,৩৮৫টি খতিয়ান হালনাগাদকরণ
- ৯.৬৪ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়
- ১,৪৯,২০,৮৯০/- টাকা ব্যয়ে ০১টি উপজেলায় ০৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- ৩৪৪ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- মাদকসেবন ও মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে গঠিত 'মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স' কর্তৃক প্রতি মাসে ২টি করে অভিযান পরিচালনা
- 'নিরাপদ সড়ক ও যানজট নিরসন টাস্কফোর্স' কর্তৃক প্রতি মাসে ৪টি করে অভিযান পরিচালনা
- বরাদ্দ অনুযায়ী জমি আছে ঘর নাই, এমন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ
- বরাদ্দ অনুযায়ী জমিও নাই, ঘরও নাই এমন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ
- জেলার পতিত সকল জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন
- আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রাপ্তদের ডাটাবেইজ তৈরি ও এসএমএস এর মাধ্যমে নবায়নের নোটিশ প্রেরণ
- জেলার সকল ভূমিহীন ব্যক্তিকে একটি ডাটাবেইজ এর অন্তর্ভুক্তকরণ
- কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে কারাবন্দিদের ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কারামুক্তির পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি
- কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত সকল বেসরকারি নাগরিককে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান
- কিশোরগঞ্জ জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- অনলাইন কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশ ফেরত ও বেকার যুবকদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর
- কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল দপ্তরের প্রধান অফিসভবনের সমন্বয়ে একটি কমপ্লেক্স স্থাপন

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং সম্পূর্ণরূপে যানজট নিরসন।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- দক্ষ, স্বচ্ছ, গতিশীল এবং জনবান্ধব প্রশাসনের মাধ্যমে সুশাসন ও উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ
- প্রতিটি দপ্তরের কার্যক্রম ও সেবাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ
- সকল নাগরিককে শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির আওতায় আনা।
- সকল নাগরিককে তার অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবা সহজীকরণ
- টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- সংস্কারাধিন জলাধার/পুকুরপাড়ে তাল গাছ রোপণ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়ন
- ত্রাণ/অনুদান বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়ন
- বজ্রপাত সতর্কতার জন্য লাইটেনিং ডিটেকটিভ সেন্সর স্থাপন
- দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি, প্রশিক্ষণ ও উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতকরণ
- গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের টেকসই উন্নয়ন
- মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় আনয়নের এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষে হটলাইন ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ও সার্বক্ষণিক হেলথ কেয়ার
- শতভাগ স্যানিটেশন বাস্তবায়ন
- উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট প্রস্তুত এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যকর ভাবে চালুকরণ
- জেন্ডার সমতা আনয়নে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এর বাস্তবায়ন
- দারিদ্র বিমোচন শ্রেণি পেশাভিত্তিক সংগঠন তৈরি, পুঁজিগঠন, প্রশিক্ষণ, ঋণবিতরণ, স্বাবলম্বীকরা
- জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- দারিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের শতভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্তকরণ
- ভিক্ষুক মুক্তকরণ
- শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ও মনিটরিং
- উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে কার্যকরীকরণ ও খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের আয়োজন
- টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত কৃষি পণ্য উৎপাদনও বিপণন
- কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ওরেজিঃ প্রদান
- জৈব বালাইনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি ও কীটনাশক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ
- জৈব সার ব্যবহারবৃদ্ধি ও রাসায়নিক সার ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ
- কৃষি জমি রক্ষা করা।

দপ্তর ওসংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে স্বল্প সময়, স্বল্প ব্যয়ে ও কম ভিজিটে (TCV) সেবা প্রদান ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো।
- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে Paper less অফিস ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন।
- সকল উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব মডেল ভূমি অফিস হিসেবে রূপান্তর।
- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১অর্থবছর) প্রণয়ন

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম : অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইগভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- কিশোরগঞ্জ কারাবন্দি সংশোধনাগার কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের বন্দীদের সুস্থধারার জীবনে ফিরিয়ে দিতে এবং মুক্তির পর তাদের সৎপথে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিয়ে দিতেই এই উদ্যোগটি নেয়া হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে কারাবন্দিদের ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কারামুক্তির পর তাদের জন্য কাজের সুযোগ, আর্থিক সহায়তাসহ পুনর্বাসনের সামগ্রিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত অ্যাপসঃ (উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ সদর)

- পরিবার পরিকল্পনা সহায়িকা মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মার্তৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং কিশোর- কিশোরীদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এই কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান রয়েছে। ঘরে বসেই পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা পাবে।
- সোলার মিনিবাস উদ্ভাবন
- পিরিজপুর মডেলঃ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ) এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি পণ্যউৎপাদন, বিপণন এমনকি নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় এনে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রেতার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন প্ল্যাটফর্ম (www.greenbangla.com.bd) তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্লেস্টোর থেকে greenbangla নামে অ্যাপ ডাউনলোড করে ও এখানকার পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। এ প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত কৃষকরা ছাড়াও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফল ও সবজি উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে সংযুক্ত হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০১৯-২০২০ সালে কর্মচারীদের সন্তানদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত ৫ জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ২০১৯-২০২০ সালে কর্মচারীদের সন্তানদের এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থী এমন ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
- ২০১৯-২০২০ সালে কর্মচারীদের সন্তানদের এস, এস, সি পরীক্ষার্থী এমন ৪২ শিক্ষার্থীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
- কিশোরগঞ্জ কালেক্টরেট কর্মচারী ক্লাবের দ্বিতল ভবন নির্মাণে উদ্দীপনা ও আর্থিক সহযাগিতা প্রদান।
- বাংলাদেশ ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, কিশোরগঞ্জ ইউনিট শাখার ভবন নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
- কিশোরগঞ্জ কালেক্টরেট কর্মচারী ক্লাবের সম্মুখস্থ রাস্তা ড্রেনসহ নির্মাণে সহযোগিতা প্রদান এবং কিশোরগঞ্জ কালেক্টরেট ক্লাব ভবনে সোলার প্যানেল বরাদ্দ প্রদান।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হতে ৩১-১২-২০১৯ পর্যন্ত) ৪১টি
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হতে ৩১-১২-২০১৯ পর্যন্ত) ৪১টি
- তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হতে ৩১-১২-২০১৯ পর্যন্ত) ১টি

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জে মুজিববর্ষ **কর্ণার** স্থাপন করা হয়েছে যেখানে জাতির পিতার স্মৃতি সংবলিত বই, ছবি, উক্তি, ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশসহ অন্যান্য স্মৃতিবিজড়িত জিনিস রয়েছে। এছাড়া নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, লিখিত বইসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ ছবি, ভাষণ, উক্তি, ভিডিও সংবলিত 'কিয়স্ক মেশিন' স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা: ফরিদপুর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিমাসে জেলায় Meet the DC ও প্রত্যেক উপজেলায় Meet the UNO শীর্ষক সভা আয়োজন করা হয়।
- জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর মহোদয়ের কার্যালয়ের প্রধান গেইটে করোনা ভাইরাস সংক্রামনরোধে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩য় তলায় মহিলাদের নামাজের স্থান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- সার্কিট হাউজে ৪র্থ তলা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
- ট্রেজারি কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ বিভাগের ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ২৫টি এল,এ কেস রুজু করা হয়।
- রুজুকৃত এল এ কেসসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করত: জমির দখল হস্তান্তর করা হয়।
- বর্ণিত এল, এ কেসে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ পূর্বক এল, এ চেকের মাধ্যেমে পরিশোধ করা হয়।
- সরকারি দাবী আদায়ে ০৪ ধারা অনুসারে সরকারি পাওনার জন্য সার্টিফিকেট মামলা দাখিল।

- ০৫ ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট মামলার জন্য অনুরোধপত্র, ০৬ ধারা অনুসারে অনুরোধপত্র মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা দাখিল, ০৭ ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট দেনাদারের প্রতি নোটিশ এরং সার্টিফিকেটর প্রতিলিপি জারী, ০৮ ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট জারীর ফলাফল, ০৯ ধারার মাধ্যমে দরখাস্ত পেশের মধ্যমে দায় অস্বীকার, ১০ ধারা অনুসারে আপত্তি শ্রবণ, ১৪ ধারা অনুযায়ী সার্টিফিকেট জারীর কার্যকরীকরণ পদ্ধতি।
- স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় এবং সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার করে দেওয়ানী কারাগারের আটকের মাধ্যমে সরকারি দাবী/পাওনা আদায় করা।
- এ জেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জেলা টাস্কফোর্স ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির মাসিক সভা ১২ মাসে ১২টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৫টি পিস্তল/রিভলবার, ০১টি রাইফেল, ১১টি বন্দুক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ৬৫টি পিস্তল/রিভলবার, ৪৬টি রাইফেল, ৪৪৬টি বন্ধক/শটগান এর লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।
- এসিড লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০১টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং ৩৫টি এসিড ব্যবহার, ০৪টি এসিড পরিবহন, ০৬টি এসিড বিক্রয় লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা মাসিক রাজস্ব সভা, জেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, জেলা আশ্রয়ন আর্দশ গ্রাম, জেলা ভূসম্পত্তির জবর দখল কমিটির সভা, কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সভা ১২ মাসে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কমিটির সভা গত ২৬-০১-২০২০ তারিখ হতে এ জুন/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- ফরিদপুর জেলায় মোট ১৫ (পনের)টি আশ্রয়ণ প্রকল্প ও ৪২টি গ্রচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকিসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধান করা হচ্ছে।
- জেলায় ভূমি উন্নয়ন কর, ই-নামজারি, রেন্টা সার্টিফিকেটসহ ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম উপজেলা ভূমি অফিস এর সাথে সমন্বয় করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে অবহিত করা হয়েছে।
- ভূমিহীন বন্দোবস্ত : চলতি অর্থবছরে মোট ৫৫৫টি ভূমিহীন পরিবারকে ৭৭.১৭৬৭ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
- বালুমহাল : ফরিদপুর জেলায় মোট ০৪টি বালুমহাল রয়েছে, যা এ কার্যালয় হতে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত কার্যকর ও সক্রিয় করার জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করে আদালতের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করছেন।
- ফরিদপুর জেলার ৮১টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- শিক্ষার মান উন্নয়নে "আট আনার জীবনের আলো কেনা" এর উপর ভিত্তি করে "ফরিদপুর জ্ঞানের আলো ট্রাস্ট" গঠন করা হবে। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রতিবছর বই মেলা আয়োজন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান এবং জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ও এসিড লাইসেন্স সমূহ ডিজিটালাইজড্ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্পেকট্রাম কোম্পানী ০৯-০৭-২০২০ তারিখ থেকে কাজ শুরু করেছে। অনলাইনে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ছাড়াও জেলার সকল আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সধারীর তথ্য সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হবে। এ পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম সম্পন্ন হলে একদিকে জেলার সকল আগ্নেয়াস্ত্র ও এসিড লাইসেন্সধারীদের ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে পাওয়া যাবে, অন্যদিকে লাইসেন্সধারীদের স্মার্ট লাইসেন্স সরবরাহ করা ও নবায়নসহ আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করতে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে চলমান ১৫টি এল, এ কেসের মাধ্যমে ৮৫.৮৯ একর জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ পূর্বক এল, এ চেকের মাধ্যেমে পরিশোধ করা হবে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে এ শাখার বিগত অর্থবছরের অনিস্পত্তিকৃত দেওয়ানি মামলা, ভিপি মামলা ও ল্যান্ড সার্ভে মামলা নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা। এছাড়া নতুন স্ট্যাম ভেন্ডারলাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, চলতি অর্থবছরে উল্লিখিত নতুন দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে শাখার সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা। সরকারি মামলার কার্যক্রম দুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ জিপি/এজিপিগণের সমন্বয়ে বছরে ১২টি সভা আহবানের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শতভাগ শিক্ষার হার অর্জন। দেশের আর্থ সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাহিদা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে

রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে। এছাড়া, ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ২৪০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুনর্বাসনের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা করা । নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মাল্টিপারপাস সভা কক্ষ স্থাপন করা হবে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থায়ী প্রশিক্ষণ হল স্থাপন করা হবে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন সম্পর্কিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম :

- বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।
- জেলায় করোনা সংক্রান্ত তথ্য এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য www.fcmro.com শীর্ষক ওয়েবসাইট তৈরি।
- ত্রাণ বিতরণে দ্বৈততা পরিহারের জন্য QR কোডযুক্ত মানবিক সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা/ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- ৩৩৩ এর প্রচারণার জন্য সেমিনার, প্রেস ব্রিফিং, পোস্টার, ব্যানার, হ্যান্ডবিল ছাপানো এবং বিতরণ।
- অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজন।
- অনলাইন ভিত্তিক রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনার জন্য faridpurbloodbank.com তৈরি।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্য অনলাইন ভিত্তিক সাংস্কৃতিক (নৃত্য, আবৃত্তি, গান, ছবি আঁকা) প্রতিযোগিতা আয়োজন।
- জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তাদের ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কোভিড-১৯ কালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক করোনা পজিটিভ আক্রান্তদের সরকারি অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন সংখ্যা ১৬৩টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৯০টি এবং কোন আপিল দায়ের হয়নি।

জেলা: শরীয়তপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২১৬৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে ৩৬,৫৫,১৮,০০০/-টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ১৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৬,৯৬,৬০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ১৮ জন মৃত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের মাঝে ১,৪৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত শরীয়তপুর জেলায় বিভিন্ন উপজেলাতে ২৫,৫০,০০০/- বিতরণ করা হয়েছে।
- খুচরা স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ও তৈরির লাইসেন্স নবায়ন-৬৪টি।
- লৌহজাত দ্রব্য, রড/টিন ব্যবসায় নবায়ন-১৭টি।
- সিমেন্ট ব্যবসায় নবায়ন-১১টি।
- সুতী কাপড়/থান কাপড় খুচরা ব্যবসায় লাইসেন্স : নবায়ন-১৯টি।
- দুগ্ধজাত খাদ্য লাইসেন্স : ইস্যু-০১টি, নবায়ন-০৪টি।
- কর্মদক্ষতা উন্নয়নে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ১৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রতিমাসে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্ট্যাম্প ভেন্ডার লাইসেন্স ইস্যুকরণ ০৮টি, নবায়ন-১০৫টি।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫০ জন গ্রাম পুলিশকে পোষাক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৬৫০ জন গ্রাম পুলিশকে করোনাকালীন ১,৩০০ টাকা হারে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- জেলার ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব ও হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরদেরকে হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ জন হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- এসডিজি, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা প্রশাসনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- জেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন;
- সিটিজেন চার্টারের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :
এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা, প্রয়োজনীয় কর্মশালা আয়োজনের স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করতে প্রতিমাসে স্টাফ মিটিং ও রাজস্ব সভায় নীতি, নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়;
- জেলা ও উপজেলার প্রতিটি স্কুল-কলেজে এসেম্বলিতে, ধর্মীয় উপাসনালয় জীবন ও রাষ্ট্রের জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

ই-গভর্নেন্স / ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :
ইনোভেশনটিমের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ বিষয়ে উদ্ভাবন চলমান রয়েছে। উদ্ভাবিত ধারনাসমূহ যাচাইপূর্বক সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে সহজে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি বিষয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান এবং প্রতিটি শাখায় মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটারাইজার বিতরণ করা;
- চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মচারিদের পরিবারবর্গকে আর্থিক অনুদানসহ প্রাপ্য সকল সুবিধাদি দ্রুততম সময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- পিআরএল এ গমনকারী কর্মকর্তাদের প্রাপ্য সকল সুবিধাদি দ্রুততম সময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- কর্মচারীদের কল্যাণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- কালেক্টরেট কিশলয় স্কুল এর জন্য একটি নতুন ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের একটি দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতা ও সাধারণ জনগণের মাঝে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য কার্যালয়ের প্রবেশ পথেই "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" তৈরি করা হয়েছে। এখানে আরও রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি দৃষ্টিনন্দন গ্যালারি এবং একটি বৃহৎ লাইব্রেরি।

জেলা: রাজবাড়ী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন :

- রাজবাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং লোকোশেড বধ্যভূমি স্মৃতি সৌধসহ সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধির সৌন্দর্য বর্ধন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জেলা তথ্য অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, ওজোপাডিকো লিঃ, জেলা ক্রীড়া অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস, বিআরডিবি,জেলা কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, জেলা কারাগার, জেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, জেলা মৎস্য অফিস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ জেলার সকল সরকারি/বেসরকারি দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে এক বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ ২০২০ কে সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দোতলায় ২০৪ নং কক্ষে মুজিববর্ষ কর্ণার স্থাপন।
- গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে মহান বিজয় দিবসে জেলা প্রশাসকের বাংলোয় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে যথাযথ মর্যাদায় জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান। এতে করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ খুব সম্মানিত বোধ করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট জেলা প্রশাসনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতাকালে শিক্ষার্থী/শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যিকার মানুষরূপে নিজেদের গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ।
- রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের জনসেবাধর্মী উদ্ভাবনীমূলক পরিকল্পনায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসুস্থ্যতাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রদানের জন্য জেলার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ০১ (এক) দিনের বেতন দিয়ে ইতোপূর্বে গঠিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার এফডিআরের ''রাজবাড়ী জেলা মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সহায়তা তহবিল'' হতে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর লভ্যাংশ হতে অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- জেলার সকল উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজে মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার স্থাপন।

Rajbari Sustainable Development Goals Club গঠন:

- জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২৪২০.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি প্যাকেজে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের বাস্তবায়ন কাজ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।

এছাড়া জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সড়ক ও জনপথ কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে তদারকি অব্যাহত রেখে ৪টি প্যাকেজে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ কাজ এর গড় অগ্রগতি ৬৬.০৫%।

- অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার জন্য ০৩ জন স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ০২ জন সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ১৬ জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ০৩ জন সার্টিফিকেট সহকারী এবং ০১ জন লাইব্রেরি সহকারী নিয়োগ প্রদান।
- দক্ষতা ও সততার সাথে ভূমি সেবা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে একাধিকবার ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা। এ ছাড়াও জেলার ০৫ (পাঁচ)টি উপজেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একাধিকবার ই-মিউটেশনসহ ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।

ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান :

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে ৯৬জন ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির মালিককে ৯৬টি এলএ চেকের মাধ্যমে ৮,৪৭,৭৫,৫৪১/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা :

রাজবাড়ী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৪টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৬৬টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সফলভাবে স্থাপন এবং সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কয়েকটিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রজেক্টরসহ অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ।

জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃতটিআর প্রকল্পের খাদ্যশস্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃতটিআর প্রকল্পের খাদ্যশস্য দ্বারা ০১ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্পের সংখ্যা: ৬৪টি, টাকার পরিমাণ: ৪৮,৫২,০৬০/-।

রেকর্ডরুমকে ডিজিটাল রেকর্ডরুমে রূপান্তর : ঘরে বসেই যাতে জনসাধারণ অনলাইনে খতিয়ান পর্চা সংগ্রহ করতে পারে তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রেকর্ডরুমকে ডিজিটাল রেকর্ডরুমে রূপান্তর। খতিয়ান এন্ট্রি ও আর্কাইভকরণের কাজ অব্যাহত রেখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১০০০টি খতিয়ান এন্ট্রি ও আর্কাইভ সম্পন্ন করণ।

ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ :

ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন কার্যক্রম, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ জেলার সকল অফিসকে ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে উক্ত অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন, ওয়েব পোর্টাল রিফ্রেসার্স ও ইউজার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সার্বিকভাবে ডিজিটাল কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, জেলা প্রশাসনের কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ স্থাপন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, বিসিসি কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বোপরি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ এলইডি বোর্ড স্থাপনসহ সুসজ্জিত করে আধুনিক দৃষ্টিনন্দন সম্মেলনকক্ষে রূপান্তর।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা :

রাজবাড়ীতে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে অসহায় ও দুঃস্থদের মধ্যে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির ত্রাণ/খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা। মার্চ-জুন পর্যন্ত সময়ে ২,২২,৬০৬টি পরিবারের মধ্যে ২৩০৭ মে:টন চাল, ১,২৩,৪৫,০০০/- টাকা এবং ৩৪,০০,০০০/- টাকার শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমটিরি সভা সিদ্ধান্তের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- রাজবাড়ী জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা;
- অভিবাসন প্রত্যাসীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা;
- আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের অধীনে কমটি গঠন, ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় আদায়ের হার শতভাগে উন্নীতকরণ,
- মুজিববর্ষ, ২০২০ এর পরকিল্পিনা বাস্তবায়ন;
- মাধ্যমিকও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠাসহ এর নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- গনিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- শুদ্ধ বাংলা চর্চা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফল ও ফুলের বাগান স্থাপনসহ সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক ক্লাব প্রতিষ্ঠা;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

- প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনপক্ষে ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে তৈরি করা;
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রম অটোমেশন;
- ই-মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন;
- জেলা থেকে প্রদত্ত সকল লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম অটোমেশন;
- জেলা প্রশাসনের অধীন জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ফ্রি ওয়াই-ফাই স্থাপন;
- ভূমিসেবা গ্রহিতাদের সন্তুষ্টি/কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক/বার্ষিক প্রনোদনা;
- সন্ত্রাস/জঙ্গীবাদ এবং মাদক নির্মূলকল্পে সচেতনতা সভা/সমাবেশ/প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলার ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর করা;
- বাল্যবিবাহ রোধকল্পে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কমিটি গঠন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে নিরাপদ সড়ক কমিটি গঠন;
- ক্রীড়া, শিল্প, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে টেলেন্ট হান্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ ডেটাবেজ তৈরি;
- দৌলতদিয়ার সামাজিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা;
- কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু;
- জেলা ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়ন;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশ সংবেদনশীল ইকোপার্ক স্থাপন;
- জরুরি ও স্থায়ী ভিত্তিতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ;
- দৌলতদিয়া ঘাটের টেকসই উন্নয়ন;
- জেলায় একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- তরুণ সমাজকে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিরাপদ সবজি চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অটিস্টিক শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ;

SDG–এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

“স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)” বিষয়ক জনঅবহতিকরণ সভা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাসিক সভা/সেমিনার করা হয়ছে। রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে Rajbari Sustainable Development Goals Club গঠনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এসডিজি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জেলা ও উপজলো পর্যায়ের সকল দপ্তর হতে বিগত ৫ বছররে জন্য ডাটা সংগ্রহরে কাজ চলছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রতি মাসে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপক প্রচার এবং জনঅবহিতকরণের জন্য মতবিনিময় সভার আয়োজন ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়:
- নিরপেক্ষভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণের ন্যায্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ফেসবুকের মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান।
- এসএমএস-এর মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের ঋতুভিত্তিক অগ্রিম পরামর্শ প্রদান।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, তথ্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাস কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায় ব্লাড গ্রুপের ডাটাবেজ তৈরি।
- পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম গাছের চারা রোপণ (১০০০টি প্রতি ইউনিয়নে)।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন নিস্পত্তি: ০৮টি এবং তথ্য কমিশনের কোন আপিল হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় ১০০% ই-মিউটেশন প্রক্রিয়ার নামজারী নিশ্চিতকরণ।

জেলা: গাজীপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি : গাজীপুর জেলায় ১৭৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।
২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা : জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সকল অফিসসমূহের সিটিজেন চার্টার নিয়ে মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি।
দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহীত কার্যক্রম :

- জেলা কার্যালয়ে ও এর আওতাধীন উপজেলা সমূহে জনসাধারণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৯টি হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে এবং তথ্য প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- অফিসের অফিস প্রধানসহ কর্মচারীগণ জনগণ ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে আচরণ করে থাকেন। তাছাড়াও এ বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।
- দপ্তর প্রধানের সাথে সেবা প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে।
- ইতঃপূর্বে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর নোটিশ বোর্ড প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর-এর সিটিজেন চার্টার ইতোমধ্যে ওয়েব পোর্টালে হালনাগাদ করা হয়েছে। সম্প্রতি উপজেলা পর্যায়ে সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ও সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন তথ্যাবলি নিয়মিত হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রদান করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তথ্য মেলা ও সেবা সপ্তাহের নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে ।
- ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তথ্য মেলা ও সেবা সপ্তাহের নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।
- দালালের হাত হতে সেবাপ্রার্থীদের রক্ষার জন্য দপ্তরের সামনে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম, পদবী,ও মোবাইল নম্বর ও ছবি বিল বোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান ।
- অফিসে সরাসরি জনগণের সাথে কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কোন প্রকার দালালকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না।
- "আমি ও আমার অফিস দুর্নীতি মুক্ত" এ সংক্রান্ত ঘোষণা অফিসে টানানো হয়েছে।
- নির্দেশনামতে কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
- মোবাইল ফোন ও অনলাইন ভিত্তিক নতুন নতুন সেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- অধস্তন অফিসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও অফিস সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

জেলা: মুন্সীগঞ্জ

২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ, সিটিজেন চার্টারের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। জেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখা।জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রাখা; জনবান্ধব, তথ্যসমৃদ্ধ ও দক্ষ প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লার্নিং অফিসার তৈরি করা।এসডিজি,৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা প্রশাসনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। এ জেলায় কোন অফিসার্স ক্লাব না থাকায় সরকারি কর্মচারীদের সুষ্ঠু বিনোদনের লক্ষ্যে একটি উন্নত ও আধুনিক সুবিধাসম্বলিত অফিসার্স ক্লাব নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ডিসি পার্কের পশ্চিম পাশে একটি মনোমুগ্ধকর স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেলেই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা : জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেবা গ্রহীতাদের সাথে আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়া, এসডিজির অন্যান্য অভীষ্ট ও অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করাসহ দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিমাসে স্টাফ মিটিং ও রাজস্ব সভায় নীতি, নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
- জেলা ও উপজেলার প্রতিটি স্কুল-কলেজে এসেম্বলিতে, ধর্মীয় উপাসনালয়ে জীবন ও রাষ্ট্রের জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ইনোভেশনটিমের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ বিষয়ে উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মকর্তাদের ব্রেইন স্টর্মিংয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণা দিতে উৎসাহিত করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের নভেল করোনা ভাইরাস(কোভিড-১৯)বৈশ্বিক মহামারির কারণেস্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে ধারণা প্রদান। এ কার্যালয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনামূল্যে ঔষধ ও খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তাদের বাসভবনের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কর্মচারীদের কল্যাণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- কর্মকর্তাদের বাসভবন সংলগ্ন মাঠে শিশুদের জন্য খেলার বিভিন্ন ছোট রাইড ও বসার আসন (গ্রুপ চেয়ার) স্থাপন।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমঃ কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল "ডিসি পার্ক নির্মাণ"। মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ৪৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪৮ ফুট প্রস্থে প্রায় ৫০ শতাংশ জায়গা অবৈধ দখলে ছিল যেখানে সন্ত্রাসী ও মাদকসেবীদের আস্তানা এবং ময়লার ভাগাড় ও গাড়ির গ্যারেজ হিসেবে বে-আইনীভাবে ব্যবহৃত হতো। প্রশাসনের জোর প্রচেষ্টায় অবৈধ দখলে চলে যাওয়া এ জায়গাটি উদ্ধার করে সেখানে "ডিসি পার্ক'' নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে শহরের একমাত্র মুক্তমঞ্চ। আধুনিক স্থাপত্য নকশায় নির্মিত ডিসি পার্ক সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।
- SDG র ৪ নং goal: Ensure inclusive & equitable quality education. ২০৩০ সালের মধ্যে SDG-এর goal আর লক্ষ্যমাত্রগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত দুটো বিষয় মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সকলকে inclusion খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর লক্ষ্যে জেলা শহরের সন্নিকটে একটি প্রত্যন্ত এলাকায় সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থায়নে এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে জেলা প্রশাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়। চর এলাকার শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা এখন শিক্ষার আওতায় এসেছে। এ বিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তা তৈরিসহ অবকাঠামো উন্নয়ন অব্যাহত আছে।
- জেলা শহরে অবস্থিত কালেক্টরেট কিশলয় স্কুলের নতুন ৩ তলা ভবন নির্মাণ করায় স্কুলটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রবেশপথে নির্মাণ করা হয়েছে সেবা বাতায়ন নামে একটি দৃষ্টিনন্দন গেট।
- বঙ্গাবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাটাখালি থেকে পতাকা একাত্তর পর্যন্ত সড়কের নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গাবন্ধু সড়ক।
- মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে টেনিস কমপ্লেক্স যা এ শহরের টেনিস খেলোয়াড়দের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- সার্কিট হাউজের পাশে অবস্থিত সুইমিং পুলের সংস্কারসহ একটি সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত জিমনেসিয়াম ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতা ও সাধারণ জনগণের মাঝে বঙ্গাবন্ধুর ছায়া ফেলা ও সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলোকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুদৃশ্য "বঙ্গাবন্ধু গ্যালারি" ও "উন্নয়ন গ্যালারি"। এ কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় প্রবেশপথেই এ গ্যালারি দুটি পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে যা সহজেই লক্ষণীয়।
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে "প্রেরণা মুন্সীগঞ্জ" কর্মসূচির আওতায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ অব্যাহত আছে। ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫টির মত বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেকার

নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী ও খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- এ জেলায় যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শহীদ মিনার নেই, সেই সকল বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জেলা: টাঙ্গাইল

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত অনলাইন সেবা সহজীকরণসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমস্ত সরকারি অফিসে পেপারলেস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উচ্চমান সহকারীর শূন্য পদে ১০ (দশ) জন কর্মচারীকে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের অফিস সুপারিনটেনডেন্ট-এর শূন্য পদে ১০জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩-১৬তম গ্রেডের ১৩ জন এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ৪৩ জনকে শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব প্রশাসনে ১৭-২০তম গ্রেডের ৬৩ জনকে শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ০৫জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ০১জন সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ মোট ০৬জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে এ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের মধ্যে ০৩জন ০৬মাস মেয়াদি বুনিয়াদি কোর্স এবং ০৪জন কর্মকর্তা আইন ও প্রশাসন কোর্স সম্পন্ন করেন।
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন গ্রেডের ১৬৫ জন কর্মচারীকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনার আওতায় ০৬টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৪৫জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনার আওতায় ই-নথি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের জন্য On the job training (OJT) এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমে বিগত অর্থবছরে ০৫জন শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারকে On the job training প্রদান করা হয়েছে।
- ই-সেবা কার্যক্রম ও ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক (এনপিএফ) এর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টাল তৈরিক্রমে পোর্টালসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। জেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়েও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে।
- টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করত: সিটিজেন চার্টার অফিসের দর্শনীয় স্থানে (বোর্ডে) স্থাপন/প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করা হচ্ছে।
- ০৪টি উপজেলায় (টাঙ্গাইল সদর/বাসাইল/সখিপুর/ভূঞাপুর) ই-কমিউনিটি সেন্টার চালু করা হয়েছে
- 'জেলা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন্দ্র (ডিআইসিটিসি)' এবং প্রতি উপজেলায় 'উপজেলা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন্দ্র (ইউআইসিটিসি)' চালু রয়েছে।
- ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক (এনপিএফ) এর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সকল সরকারি অফিসের ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল সমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮,৩০৫টি সিএস, এসএ এবং হাল জরিপের পর্চার আবেদন গৃহীত হয়েছে। সিএস ও এসএ ৯,৭৫,৭৭০টি খতিয়ানের মধ্যে এ পর্যন্ত এন্ট্রিকৃত খতিয়ান ৯,৪৫,৫৯৫টি, তন্মধ্যে ৯,২২,৯৫৪টি খতিয়ান আর্কাইভ করা হয়েছে। উল্লেখ্য টাঙ্গাইল জেলার জনসাধারণ স্বল্প সময়ে অনলাইনে আবেদন করে পর্চা পাচ্ছে।
- টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও অধীনস্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ এবং সমাজ সেবা, শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সিভিল সার্জনের কার্যালয়সহ অন্যান্য বিভাগের অফিসসমূহে ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের আওতায় জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে =১,৬৯০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে =৩,৭৯৫টি মামলায় =২,১৭,৪৬,৫৪০/- (দুই কোটি সতের লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাচশত চল্লিশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এর মধ্যে=৩,২৬৯ জনকে অর্থ দন্ড এবং =৫৩৬জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- কর ব্যতীত বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (১) ১৮৫৪-লাইসেন্স ফি খাতে=১৭,৯৭,০০০/- টাকা, (২) ১৮৫৯-আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ফি খাতে =২৮,৩৫,০০০/- টাকা, (৩) ১৯০১-জরিমানা ও দন্ড উপ-খাতে =২,১৭,৪৬,৫৪০/- টাকা, (৪) ২৩১৭-

স্ট্যাম্প বিক্রয় (জুডিশিয়াল) উপ-খাতে =৭৭,৪১,৭৫৪.৫০ টাকা, (৫) ২১১১-ভাড়া (আবাসিক) উপ-খাতে =৫৭,২০৫/- এবং (৬) ২৬৯১-বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি উপ-খাতে =১৮,৪৫০/- টাকাসহ সর্বমোট =৩,৪১,৯৫,৯৪৯.৫০ (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায় করা হয়।

- "টাঙ্গাইল জেলা সদর পানির ট্যাংক সংলগ্ন মহান মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি সংস্কার ও নবরূপে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ"।
- "মির্জাপুর উপজেলার বেদখলকৃত খাসজমি উদ্ধারকরণ এবং ০৫ (পাচ)টি গ্রাম ভূমিহীনমুক্তকরণ ও ১০০৪ জন ভূমিহীনকে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান।"
- উপজেলা ভূমি অফিসের কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলা ভূমি অফিসের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৮টি এবং বর্তমান অর্থবছরে ০৪ (চার)টিসহ মোট ১২ (বার)টি উপজেলা ভূমি অফিসের TO&E-তে ডবল কেবিন পিকআপ সংযোজন (সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে) হয়েছে।
- অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে 'হাতের মুঠোয় পর্চা' কর্মসূচির আওতায় জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।
- সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ জনস্বার্থে গৃহীত কর্মসূচির সমন্বয় ও প্রচারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মিডিয়া সেল স্থাপিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
- সার্কিট হাউজের চলমান সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।
- জেলা রেকর্ড রুম ও ট্রেজারি সম্প্রসারণ।
- টাঙ্গাইল জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ।
- গ্রীন টাঙ্গাইল ও ক্লিন টাঙ্গাইল কর্মসূচির আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বৃক্ষরোপণ।
- ভূঞাপুর উপজেলায় অকৃষি খাস জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।
- মাসব্যাপি খেলাধলা, শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক চিত্রাংকন, রচনা ও দেশাত্ববোধক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।
- ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর দিনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত আকারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া মসজিদ ও মন্দিরসমূহে বিশেষ প্রার্থনা, হাসপাতাল, শিশু পরিবার, এতিমখানা ও জেলখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশনসহ ঐদিন সন্ধ্যার পর আতশবাজী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি বিলসমূহে অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।
- বিষমুক্ত সব্জি উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মাঝে সেক্স ফেরোম্যান্ট ট্রেপ বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- নভেল করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীর হাত হতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন সতর্কতামূলক কার্যক্রম ও অসহায় দু:স্থ মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০২০) :

- জেলা প্রশাসকের সাথে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের,
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সাথে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড মহোদয়ের,
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথে জেলা প্রশাসক এর এবং
- সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের সাথে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর চুক্তিসমূহ যথাসময়ে স্বাক্ষর হয়েছে।

দপ্তর/দপ্তরসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ ই-নথি ব্যবস্থাপনার নেটওয়ার্কে আনয়নের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রমের পাশাপাশি ম্যানুয়ালি চিঠিপত্র নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম সকল সরকারি দপ্তরে সম্প্রসারণ করা হবে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেণি পেশার জনগণের সমন্বয়ে জন-শৃঙ্খলাজনিত দুর্নীতি প্রতিরোধে "জনগণের দোড়গোড়ায় জবাবদিহিতা" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা এবং সকল বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের সমন্বয়ে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন ও নাশকতা প্রতিরোধসহ যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক অপরাধ দমনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে এবং নিয়মিত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

ই-গভর্ণেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা ই-সেবা কার্যক্রম ও ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক (এনপিএফ) এর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টাল তৈরিক্রমে পোর্টালসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের অধীনে কর্মরত কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে উদ্বুদ্ধকরণসহ কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের জেলা প্রশাসক বিশেষ এ্যাওয়ার্ড প্রবর্তনসহ কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সংখ্যা নিম্নরূপ:

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা: ২৫।
- নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা: ২৫।
- তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা: নেই।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- সরকার ঘোষিত ‘জনগণের দোরগোড়ায় সেবা’ বা ‘Service at doorstep’ কর্মসূচির আওতায় জেলা/উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে সরকারি বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের বাসভবন ও সার্কিট হাউস সংলগ্ন ‘ডিসি লেক’ এ পর্যটক/দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:

- টাঙ্গাইল জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূঞাপুর উপজেলায় ৫০২.০২ একর নদীতে জেগে উঠা বালুচর শ্রেণির অকৃষি খাসজমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাঙ্গাইল জেলায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে “মির্জাপুর উপজেলার বেদখলকৃত খাসজমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ০৫ (পাচ)টি গ্রাম ভূমিহীনমুক্তকরণ ও ১০০৪টি ভূমিহীন পরিবারসহ মোট ১৪৮১টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে মোট ১৪০.৪৩৪৯ একর কৃষিখাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাট-বাজারের পেরিফেরীভুক্ত ০.৬১১৯ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করে ১,৩৩,২৫,৫০০/- (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ পচিশ হাজার পাচশত) টাকা মূল্যমানের অকৃষি খাসজমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের মাঝে নীতিমালা অনুযায়ী একসনা বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

জেলা: গোপালগঞ্জ

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

পরিবার পরিচিতি কার্ড : ত্রাণ বিতরণসহ অন্য যে কোন প্রয়োজনে জেলার সকল পরিবার বা খানার তথ্য সংরক্ষিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য গোপালগঞ্জ জেলার সকল পরিবার বা খানা’র তথ্য নিয়ে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে (১. অতিদরিদ্র, ২. দরিদ্র, ৩. নিম্নমধ্যবিত্ত, ৪. মধ্যবিত্ত, ৫. উচ্চবিত্ত) অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে কার্ড দেয়া হচ্ছে। এই কার্ডকে পরিবার পরিচিতি কার্ড নাম দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনা করে এই কার্ডে এন্ট্রি করে ত্রাণ, ওএমএস বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দ্বৈততা পরিহার করে যে কোন সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জে ৩,০১,১০৮টি পরিবারের তথ্য ডাটাবেইজে আপলোড দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান। এই কার্ড প্রদানের ফলে ত্রাণসহ অন্যান্য সহায়তা বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। তাছাড়া সকল প্রকার সরকারি সেবা এ কার্ডের মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ফলে কোন পরিবার ইতোমধ্যে কী কী সাহায্য পেয়েছে তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে।

বিশেষ সার্ভিস ডেলিভারি লাইন:

করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ঝুঁকি প্রতিরোধে জনচলাচল সীমিত করা ও হোম ডেলিভারি সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ২২-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখ হতে (সকাল ৯.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত) মোবাইল ফোন (ফোন নম্বর-০১৭০৫৪০৫৫৬৬) কলের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজন লিপিবদ্ধ করে সেবা প্রদানের পদ্ধতি চালু করেছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ ত্রাণের জন্য জরুরী আবেদনসহ অন্যান্য দাপ্তরিক বিষয়ে সেবা নিতে পারছে। ত্রাণের আবেদন যথাযথভাবে এন্ট্রি করে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে বাড়িতে পৌঁছে হোম ডেলিভারি দেয়া হচ্ছে। অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে সেবা চাহিদা সেবা প্রত্যাশীর মোবাইল নম্বরসহ এন্ট্রি করে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত শাখা হতে সেবা প্রত্যাশীর চাহিদা মতে সেবা প্রদান করা হয়।

আপন আলো জ্বালো’ শিরোনামে গৃহীত বিশেষ প্রোগ্রাম :

সিভি ব্যাংক (Bridging Between employer & employee):

গোপালগঞ্জ জেলায় বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং এসডিজির স্থানীয় সূচক ‘কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ অর্জন নিশ্চিতকল্পে শিক্ষিত তরুণ/তরুণীদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করে সিভি ব্যাংক তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জেলার চাকুরি প্রার্থীদের সাথে চাকুরি প্রদানকারীর সমন্বয়ের কাজ করবে সিভি ব্যাংক। যোগ্যতা সম্পন্ন চাকুরী প্রত্যাশীদের সিভি সংগ্রহ করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাছাই করে

www.cvbank.lagopalganj.gov.bd এ ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং একইসাথে সুদৃশ্য সিভি বুক তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন চাকুরী প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বইয়ের কপি প্রেরণ করা হয়েছে। অভিনব এ উদ্যোগ দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

জব ফেয়ার :

১১ নভেম্বর জাতীয় অভিবাসী দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও সেমিনারের পাশাপাশি জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সার্বিক নির্দেশনায় এবং জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ এর সহযোগিতায় ঘোনাপাড়াস্থটিটিসি-তে আয়োজিত এই জব ফেয়ারে বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ আয়োজনে ৩৩১ জন কর্মী প্রাথমিকভাবে বিদেশ গমনে উপযুক্ত নির্বাচিত হয়, যারা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিরাপদ উপায়ে বিদেশ যেতে সক্ষম হবেন।

স্থানীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (Bridging Between entrepreneur & investor):

জেলা কৃষিঋণ কমিটির সভায় স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিয়ে Pitching Session এর আয়োজন করা হয়। এতে উদ্যোক্তারা তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং বিনিয়োগকারীর (ব্যাংক) ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করে শ্রেণিভেদে কৃষি বা এস.এম.ই. ঋণ প্রদানে সম্মত হন। এ পর্যন্ত ১৬ জনকে ২,৭০,০০,০০০/- টাকা টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্যোগটি কেবিনেট কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এবং কয়েকটি জেলা ইতোমধ্যে রেপ্লিকেট করেছে।

লার্নিং ও আর্নিং প্রোগ্রাম:

গোপালগঞ্জ জেলার শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ''আপন আলো জ্বালো'' শিরোনামে লার্নিং ও আর্নিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রথম ব্যাচের ৪০ জন শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং ওয়েব সাইটগুলোতে বিড করে অর্থ উপার্জন করতে পারে সেটাই এ ট্রেনিংয়ের মূল লক্ষ্য।

সেলফ্ ডিফেন্স ট্রেনিং আয়োজন

সমাজে মেয়েদের চলাচল নির্বিঘ্ন ও তাদের আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সেলফ্ ডিফেন্স ট্রেনিং' এর আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ জেলার স্বর্ণকলি উচ্চ বিদ্যালয় ও শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজসহ মোট পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

বাইসাইকেল বিতরণ :

এ জেলার শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধে ও শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলার দুরবর্তী স্থানে বসবাসকারী দরিদ্র ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং ছাত্রীদের স্কুলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এ জেলার পাঁচটি উপজেলায় মোট ৮৯০টি সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের ১% অর্থ থেকে প্রদেয় এই টাকা থেকে ছাত্রীদের বাই সাইকেল কিনে দেয়ার বিষয়টি দারুনভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

Door Step ভূমি সেবা প্রদান :

ভূমি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ভূমি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমি বিষয়ক জটিলতা নিরসনকল্পে গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখে পাঁচ উপজেলায় একযোগে ভূমি সেবা প্রদান করা হয়। এই ভূমি সেবা ক্যাম্পইনে ই-নামজারির আবেদন গ্রহণ, ভিপি লিজ কেস নবায়ন ও তাৎক্ষণিকভাবে ডিসিআর প্রদান, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্তের আবেদন গ্রহণ, খাসজমির কবুলিয়ত বিতরণসহ মোট ২৫ প্রকার সেবা প্রদান করা হয় এবং ভূমি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG-এর ১৭টি গোলের ৩৯টি সূচক বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। এই ৩৯টি সূচকের পাশাপাশি গোপালগঞ্জ এর জন্য একটি স্থানীয় সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। উক্ত সূচকসহ অন্যান্য বিষয়গুলো অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূচক 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি'র লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ :

One stop service গোপালগঞ্জ মডেল :

নতুন সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রণয়নের প্রেক্ষিতে Service at door step এ ধারণাকে সামনে রেখে গ্রাহকদের বিআরটিএ অফিস থেকে লাইসেন্স গ্রহণে ভোগান্তি দূর করতে One stop service এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন গোপালগঞ্জ এর উদ্যোগে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) লার্নার লাইসেন্স বিতরণ করা হয়েছে। লার্নার গ্রহণকারীদের ধাপে ধাপে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মূল লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উপজেলা পর্যায়ে এ কার্যক্রমে উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরও কাজ করছে। এই কার্যক্রমের ফলে ড্রাইভারদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সিভি ব্যাংক (Bridging Between employer & employee) :

গোপালগঞ্জ জেলায় বেকার সমস্যা দূরীকরণ কর্মসংস্থান সৃজন এবং এসডিজির স্থানীয় সূচক 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি' অর্জন নিশ্চিতকল্পে শিক্ষিত তরুণ/তরুণীদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করে সিভি ব্যাংক তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জেলার চাকুরি প্রার্থীদের সাথে চাকুরি প্রদানকারীর সমন্বয়ের কাজ করবে সিভি ব্যাংক। যোগ্যতা সম্পন্ন চাকুরী প্রত্যাশীদের সিভি সংগ্রহ করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাছাই করে

www.cvbank.lagopalganj.gov.bd এ ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং একইসাথে সুদৃশ্য সিভি বুক তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন চাকুরী প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বইয়ের কপি প্রেরণ করা হয়েছে। অভিনব এ উদ্যোগ দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

স্থানীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসুচি (Bridging Between entrepreneur & investor) :

জেলা কৃষিঋণ কমিটির সভায় স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিয়ে Pitching Session এর আয়োজন করা হয়। এতে উদ্যোক্তারা তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং বিনিয়োগকারীর (ব্যাংক) ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করে শ্রেণিভেদে কৃষি বা এস.এম.ই. ঋণ প্রদানে সম্মত হন। এ পর্যন্ত ১৬ জনকে ২,৭০,০০,০০০/- টাকা টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্যোগটি কেবিনেট কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এবং কয়েকটি জেলা ইতোমধ্যে রেপ্লিকেট করেছে।

SDG-এর ৩য় গোল সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ :

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধ ও হেলথকার্ড বিতরণ, স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যৌথভাবে সমগ্র গোপালগঞ্জ ব্যাপী প্রবীণ জনগোষ্ঠির জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী মানুষ এ সুবিধা ভোগ করেছেন। এ সময় বিভিন্ন রকম চেকআপ (রক্তের গ্রুপ ও সুগার নির্ণয়, চক্ষু পরীক্ষা, চর্মরোগ ও হেপাটাইটিস-বি নির্ণয়সহ গাইনী সংক্রান্ত বিষয়াদি), চিকিৎসা পরামর্শ, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ এবং হেলথকার্ড বিতরণ করা হয়।

কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ :

জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে 'কিশোরী স্বাস্থ্য' সচেতনতা গড়ে তুলতে তাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে।

SDG-এর ৪র্থ গোল মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ :

ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন :

এ জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা মেশিনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রেজাল্ট তৈরি, এ্যাডমিট কার্ড তৈরি, আইডি কার্ড তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাব গঠন:

গোপালগঞ্জ জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারটি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাব গুলোর নাম হৃদয়ে বাংলাদেশ ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, শুদ্ধচিত্ত ক্লাব। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা এ ক্লাবের উদ্দেশ্য।

(মিড-ডে মিল নিশ্চিতকরণেটিফিনবক্স বিতরণ) :

জেলার মোট ৮৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের ৮২,৮৬৯ জন ছাত্র/ছাত্রীর মিড ডে মিল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যটিফিনবক্স বিতরণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন:

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ এর পক্ষ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিযোগিতা, বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

SDG-এর ১১ নম্বর গোল অনুযায়ী নিরাপদ বাসস্থান ও টেকসই শহর গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ :

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং:

গোপালগঞ্জ শহরের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে গোপালগঞ্জ পৌরসভার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে শহরকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে ক্লিনারদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার পাবলিক প্লেসে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরে ১০০টি স্থানান্তরযোগ্য ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি :

গোপালগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মধুমতি লেক পরিষ্কার ও পানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে সংস্কার করায় স্বচ্ছ পানির প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। এই লেককে শহরের সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই লেকে জনসাধারণের আনন্দ ভ্রমণের জন্য দুটো নৌকা দেয়া হয়েছে। নদীর পাড়ে অবস্থিত মঞ্চে নিয়মিত সাংস্কৃতিক আড্ডার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া এ নদী সংলগ্ন গেটপাড়া খালও পরিষ্কার করা হয়েছে।

SDG-এর ১৩ নম্বর গোল অনুযায়ী বাস্তুসংস্থান রক্ষা ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ :

পাঁচুড়িয়া থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌরুট পুনরুজ্জীবন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মৃতি বিজড়িত পাঁচুড়িয়া থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌরুট পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে বর্ণি বাওড় হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য এই নৌপথ ব্যবহার করতেন। এই নৌপথটি পরিস্কার করে চলাচল উপযোগী করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য নৌ-র‍্যালী করা হয়। এটি একটি পর্যটন সম্ভাবনাময় নৌরুট; তাই পাঁচুড়িয়া-বর্ণি বাওড়-টুঙ্গিপাড়া পর্যটন ভ্রমণের জন্য BIWTA এর আর্থিক সহযোগিতায় দুটি পর্যটন বোট (নৌকা) তৈরি করা হয়েছে।

পাঁচুড়িয়া থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌরুট পুনরুজ্জীবন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মৃতি বিজড়িত পাঁচুড়িয়া থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌরুট পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে বর্ণি বাওড় হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য এই নৌপথ ব্যবহার করতেন। এই নৌপথটি পরিস্কার করে চলাচল উপযোগী করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য নৌ-র‍্যালী করা হয়। এটি একটি

পর্যটন সম্ভাবনাময় নৌরুট; তাই পাঁচুড়িয়া-বর্ণি বাওড়-টুঙ্গিপাড়া পর্যটন ভ্রমণের জন্য BIWTA এর আর্থিক সহযোগিতায় দুটি পর্যটন বোট (নৌকা) তৈরি করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

পরিবার পরিচিতি কার্ড :

ত্রাণ বিতরণসহ অন্য যে কোন প্রয়োজনে জেলার সকল পরিবার বা খানার তথ্য সংরক্ষিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য গোপালগঞ্জ জেলার সকল পরিবার বা খানা'র তথ্য নিয়ে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে (১. অতিদরিদ্র, ২. দরিদ্র, ৩. নিম্নমধ্যবিত্ত, ৪. মধ্যবিত্ত, ৫. উচ্চবিত্ত) অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে কার্ড দেয়া হচ্ছে। এই কার্ডকে পরিবার পরিচিতি কার্ড নাম দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনা করে এই কার্ডে এন্ট্রি করে ত্রাণ, ওএমএস বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দ্বৈততা পরিহার করে যে কোন সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জে ৩,০১,১০৮টি পরিবারের তথ্য ডাটাবেইজে আপলোড দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান। এই কার্ড প্রদানের ফলে ত্রাণসহ অন্যান্য সহায়তা বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। তাছাড়া সকল সেবার তথ্য এ কার্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে কোন পরিবার ইতোমধ্যে কী কী সাহায্য পেয়েছে তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন :

এ জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কোঅর্ডিনেশন সফটওয়্যার :

উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর সারা বছরব্যাপি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ডাটাবেজ না থাকায় কোন ব্যক্তি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বা একই ব্যক্তি বার বার প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা অথবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কতজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আয় সংস্থানমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে প্রবেশ করলো এ ধরণের কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যা সমাধানে একটি সমন্বিত সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে যেখানে গোপালগঞ্জ জেলায় সরকারিভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এটি ব্যবহার করে কর্মসৃজন করা সম্ভব হবে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

বার্ষিক আনন্দভ্রমণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একঘেঁয়েমি দূরীকরণে জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারি'২০২০ মাসে আনন্দভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের পরিবারসহ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন।

নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে নারীসেবা প্রদানকারী ও সেবা প্রত্যাশীদের জন্য ব্রেস্টফিডিং কর্নার, কিডসরুম ও প্রার্থনা ঘর তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন'২০০৯ এর অধীনে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইন'২০০৯ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুটি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত আবেদনপত্র দুটি বিধিমতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জেলা: নরসিংদী

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ নরসিংদী জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে একই মডেলের মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রায় শতভাগ কার্যক্রম ই-নথিতে দ্রুততা ও দক্ষতার সহিত করা হচ্ছে এবং দীর্ঘ ২ বছরের অধিককাল যাবৎ "বি" ক্যাটাগরির জেলাসমূহের মধ্যে নরসিংদী অব্যাহতভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে।
- সার্কিট হাউজের দ্বিতল ভবন থেকে তিন তলা ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রাসরণ করা সহ বিভিন্ন কক্ষের আধুনিকীকরণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে নরসিংদী জেলা প্রশাসন তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ও ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে
- বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে ৯৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার বীরগর্ভা মাতাদের জেলা প্রশাসন, নরসিংদী এর পক্ষ হতে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ১২০ জন কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

- চাকুরীরত অবস্থায় মৃত ১০ (দশ) জন কর্মচারীর পরিবারকে ৯০,০০০,০০/-(নব্বই লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩ জন কর্মচারীর জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- নরসিংদী ডায়বেটিক হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৫২টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১৬.২৫৬৫ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- ৭.৬৩ একর ভূ-সম্পত্তির অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে
- সকল উপজেলায় শতভাগ ই-মিউটেশন ব্যবস্থা চালু করা করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেকর্ড রুম (DRR) প্রকল্পের মাধ্যমে সকল খতিয়ানসমূহের ডাটা এন্ট্রির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।
- এলজিএসপি প্রকল্পের অধীনে ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক ছাউনি 'ছায়া পরশ' নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের নিজস্ব উদ্যোগ "কর্মসংস্থান নরসিংদী" এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫০০ বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য জেলা প্রশাসনের অনন্য উদ্যোগ বাধঁনহারা থিয়েটার স্কুলে আধুনিক স্টুডিও থিয়েটার নির্মাণ করা হয়েছে ।
- মেধাবি, দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৫৬৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য 'জেলা প্রশাসক শিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে
- টিআর কাবিখা (সোলার) প্রকল্পে জেলা প্রশাসকের বরাদ্দ হতে রায়পুরা, মনোহরদী ও নরসিংদী সদর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী মোট ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ও অভ্যন্তরীণ সড়কে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সোলার লাইট স্থাপন।
- হযরত কাবুল শাহ কালেক্টরেট পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কক্ষের সমস্যা সমাধান এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এছাড়াও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য মিনি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে
- জেলার ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে এডিস মশা (ডেঙ্গু) এর বিস্তার রোধে ঔষধসহ ফগার মেশিন প্রদান করা হয়েছে ।
- ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রদানকৃত সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে সকল সেবা একস্থান হতে প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, নরসিংদী কর্তৃক http://www.narsingdilg.gov.bd নামে ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত নরসিংদী জেলায় ১৩টি গুচ্ছগ্রামে ২৮০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ০৩ (তিন)টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৮০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শিবপুর উপজেলার চক্রধা ইউনিয়নে প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে "আড়ালি'আবাসন প্রকল্প" এর আওতায় ২৮টি পরিবারের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে
- ২০ একরের উর্ধ্বে ৪টি জলমহাল ও ২০ একরের নিচে ১০০টি জলমহাল এবং ৫টি বালুমহাল প্রতি বছরের ন্যায় ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- জেলায় ত্রাণকার্য বরাদ্দের ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ২৪৫০ মে. টন চাউল ও শিশু খাদ্যের নগদ ৩৪ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণরূপে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বাস্তবায়িত কর্মকান্ড :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে পৃথক সেল স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষ উপলক্ষে "জয় বাংলা চত্বর" স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত চত্বরে জাতির পিতার ম্যুরাল "জাগ্রত জাতিসত্তা" নির্মাণ করা হয়েছে ।
- ৫টি উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল "চিরঞ্জীব মুজিব" স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রত্যেক স্কুলের সামনে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ফুলের বাগান "পুষ্প কানন" স্থাপন করা হয়েছে ।
- তরুণ প্রজন্মকে জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত করতে জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নরসিংদী চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উদ্যোগে ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বিতরণ করা হয়েছে ।
- ফুটবল খেলাকে আরো পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে জেলা প্রশাসন, নরসিংদী "জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০" এর আয়োজন করে।

- ১০ জানুয়ারি ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ সরকারি নির্দেশনার আলোকে বঙ্গাবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- নরসিংদীর সবগুলো স্যুপারশপকে একই অনলাইন প্লাটফর্মে নিয়ে আসাব জন্য "GO BAZAR" নামক ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে নরসিংদী কালেক্টরেট সুপারশপে ব্যবহার করা হয়েছে।
- নরসিংদী জেলার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল সমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ই-হাসপাতাল নামক ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপস চালু করা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে নরসিংদী ডায়াবেটিক হাসপাতালে চালু করা হবে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কর্মশালা আয়োজন ও হাইজিন বুথ (অজয়া) নির্মাণ। প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত (চরাঞ্চল) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য হাইজিন বুথ নির্মাণ।
- নরসিংদী জেলা একটি শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হওয়ায় কারখানাসমূহে নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাইজিন বুথ স্থাপন।
- নরসিংদী জেলাকে শতভাগ স্কাউটিং জেলা হিসেবে ঘোষণা করা ।
- নরসিংদী রেল স্টেশনকে আদর্শ রেল স্টেশন হিসেবে ঘোষণা ও ঢাকা-নরসিংদী ডেডিকেটেড ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ
- সুইড বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য বানিয়াছল মৌজার ২০ শতাংশ জায়গায় একটি প্রতিবন্ধী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- নরসিংদী জেলাকে 'এ' ক্যাটাগরির জেলায় রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নরসিংদী জেলার আর এস খতিয়ান ও আর এস নকশাসমূহ অনলাইনে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা চলছে। সেক্ষেত্রে বিকাশ, রকেট, শিউর ক্যাশ, এম ক্যাশের মাধ্যমে ঘরে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে কোর্ট ফি প্রদান করে পর্চা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত বিশেষ উদ্যোগ :

- নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মজিদ মোল্লা ফাউন্ডেশন, নরসিংদী এর অর্থায়নে আইসিইউ ও কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন।
- পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক উপজেলায় কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন।

SDG –এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিক সবজি উৎপাদন এলাকা নারায়নপুর ও চর উজিলাব ইউনিয়নের আটটি গ্রামে নিরাপদ সবজি উৎপাদন জোন (Bio-Village Zone) স্থাপন করে নিরাপদ ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্মনিবন্ধনের হার শতভাগে উন্নীত করা এবং বজায় রাখা।
- প্রাথমিক সমাপনীতে পাশের হার শতভাগ নিশ্চিত করা।
- নরসিংদী প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করতে ওয়েস্ট-বিন বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক দেয়ালিকা উপস্থাপন এবং মোটিভেশনাল সেশন পরিচালনা।
- মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি) পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই মূলত মাদক, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এ সময়ে শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন থাকে। তাই এ সকল সামাজিক ব্যাধি ও অপরাধ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা দিতে ১০টি ইন্ডিকেটরের আওতায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহিত সকল কর্মসূচী সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। দরিদ্র্য জনগোষ্টিকে স্বাবলম্বী করার জন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে ৪২২৮.৫৭ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও নিশ্চিত করণের মাধ্যমে জনসেবা প্রাপ্তি সুলভ ও গতিশীল করার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সকল) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ট্যাগ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দূর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- নরসিংদী জেলার ৬টি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৭২টি 'সততা সংঘ' ক্লাব গঠন এবং ১৭৩টি 'সততা স্টোর' স্থাপন করা করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩৭ দিন গনশুনানী গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে ২৪৪ জন সেবাপ্রার্থী তাঁদের অভিযোগ উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ১৫৮টি অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে।
- প্রতিটি শাখায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে অভিযোগ গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিকার করা হচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- নরসিংদী জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১১৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মননে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে গ্রোথিত করার লক্ষ্যে একযোগে একই মডেলের মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদীতে স্থাপন করা হয়েছে ৭১ শেকড়ের মূর্ছনা নামে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর।
- ভূমি অধিগ্রহণ শাখার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য www.adhigrahannarsingdi.gov.bd নামে ওয়েব সাইটের পরীক্ষামূলক ব্যবহার চালু করা হয়েছে
- কর্মসংস্থান নরসিংদী উদ্যোগটিকে টেকসই করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই 'কর্মসংস্থান নরসিংদী' নামে ওয়েবসাইট, অ্যাপস এবং ডাটাবেজ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে চাকুরি প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে
- সার্ভেয়ার ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্মার্ট ফোনে ভিডিও কলের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে সমস্যা সমূহ দেখাচ্ছেন এবং বাদী, বিবাদী ও উপস্থিত জনগণের সাথে কথা বলে সমস্যা অবলোকন ও শুনানী শেষে দুর্নীতি ও পক্ষপাতমুক্তভাবে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারছেন। এতে দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, সময় ও ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে।
- গণশুনানী কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য "আপনার জেলা প্রশাসক" নামক মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- বর্তমানে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিই প্রদান করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শারীরিকভাবে অসুস্থ্য কর্মচারীদের অফিসে আসার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
- করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত অস্বচ্ছল কর্মচারীদের নগদ অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসার লক্ষ্যে সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- অবসরপ্রাপ্ত ও বদলিজনিত কারণে বিদায়ী কর্মচারীদের নিয়ে বিদায় অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইনে ৩৯টি আবেদন পাওয়া যায়। আবেদন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। কোন আপিল করা হয় নাই।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের ধুপিরটেক এবং যোশর ইউনিয়নে টংগীরটেক প্রাপ্ত প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা
- ইউনিয়ন পরিষদের জনগণকে দ্রুত ঢাকা গমনের কিংবা জেলা হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসার জন্য স্বল্প খরচে এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ১০টি ইউনিয়নে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- শিবপুর উপজেলার চিনার্দী বিলে পর্যটন কেন্দ্র এবং বেলাব উপজেলায় আঁড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে টুরিষ্ট স্পট "অবকাশ" নির্মাণ করা হয়েছে।
- এস এ এ্যান্ডটি এ্যাক্ট অনুযায়ী মোট কৃষি ০.৫০ একর এবং অকৃষি ০.৯৯৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয়:

- নরসিংদী জেলার বেকার তরুণদের কল্যাণার্থে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "কর্মসংস্থান নরসিংদী" নামক বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনন্য অবদানের জন্য ব্যক্তিগত ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ অর্জন
- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এবং আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী ও পুরুষের যুগপৎ অবদান ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নরসিংদী সার্কিট হাউজে স্থাপিত হয় ভাস্কর্য "যূথবদ্ধঃ সংগ্রামে-শান্তিতে-সৃষ্টিতে"। এই নামকরণের একটি গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে, যেখানে সংগ্রাম অতীত, শান্তি বর্তমান আর সৃষ্টি ভবিষ্যতকে উপস্থাপন করে।
- এলজিএসপি প্রকল্পের আওতায় ২টি নৌ এ্যাম্বুলেন্সসহ মোট ৯টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে যা বর্তমানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের পরিবহন ও স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

১০.২ চট্টগ্রাম বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জনসাধারণের সেবা প্রদানের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিতকরণ।
- কার্যালয়ে CCTV স্থাপন।
- বিভাগীয় বিজ্ঞান মেলা এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- নাগরিক সেবা উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার ও প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান।
- মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" সেমিনার আয়োজন ও সংবর্ধনা প্রদান।
- টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে দুর্যোগ বিষয়ক জ্ঞান মেলা আয়োজন।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা :

দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে "এডমিনিস্ট্রেটিভ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার" স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা বর্তমানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

- কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের (IOM, MSS) অর্থায়নে নির্মিত হাসপাতাল পরিদর্শন এবং জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা IOM, দেশি-বিদেশী এনজিও সংস্থার সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়।
- কক্সবাজারের রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন অফিসের কর্মপরিধি নির্ধারণ ও প্রণয়ন এবং সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তা ন্যস্তকরণ।
- বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ক যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

২০১৯-২০ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা থেকে মোট ৪৬টি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী প্রকল্প বাছাই করে ০২ (দুই) দিনব্যাপী চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ১৬-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী এ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণপূর্বক প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ০২টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- বিজ্ঞান মেলা আয়োজন
- ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য One stop service এর ব্যবস্থা
- ভূমি সেবাকে যুগোপযুগী ব্যবস্থাপনায় উন্নীতকরণ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ
- মিড-ডে মিল চালুকরণ
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন
- ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গণশুনানি নিশ্চিতকরণ
- বিভাগাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মসম্পাদন মূলায়নে পুরস্কৃতকরণ।

জেলা: চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, পাহাড় ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচীসহ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ ও ভিক্ষুক মুক্তকরণ এবং হিজড়াদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন;
- জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন;সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি;
- পাহাড় হতে অবৈধ অধিবাসীদের উচ্ছেদ এবং দূর্যোগকালীন সময়ে জনগণের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- চট্টগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা :

- SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে চট্টগ্রাম জেলা এবং জেলাধীন উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয়ভাবে নিম্ন বর্ণিত অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে।
- পাহাড়সহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বসবাসকারী জনসাধারণের পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ফটিকছড়ি টেকসই বন ব্যবস্থাপার মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- রাউজান মানসম্মত শিক্ষা।
- সীতাকুন্ড পরিকল্পিত জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।
- মীরসরাই জলাবদ্ধতা নিরসন।
- সন্দ্বীপ মূল ভূ-খন্ডের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- কর্ণফুলী নিরাপদ খাবার পানি ও পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা।
- আনোয়ারা উপকূলীয় অঞ্চলে সকলের জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয় :

চট্টগ্রামবাসীর স্বাস্থ্যসেবার পথ সুগম করতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু হয়েছে হাসপাতাল তথ্য বাতায়ন (www.hospitalfinder.info)। “হাসপাতাল তথ্য বাতায়ন” হলো সকল হাসপাতাল ও জরুরী স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক তথ্য ভান্ডারের অনলাইন ভিত্তিক একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম।এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি করোনা ভাইরাস মহাদুর্যোগে জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় স্বস্তি নিশ্চিতকরণে তাদের প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত হাসপাতাল বা ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কিত তথ্য সঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়া এবং হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোর সেবা প্রাপ্তির একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবে।

জেলা: কক্সবাজার

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এ জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৯৯৫০টি পরিবারকে ২৬৫৬,৭৫,৫২,৯৭০/- (দুই হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত সত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে দৃষ্টিনন্দন গেইট নির্মাণ এবং হিলডাউন সার্কিট হাউজের বাউন্ডারি ওয়ালসহ অভ্যন্তরীন সাজ সজ্জা করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান ও মানবিক বিপর্যয় রোধে স্থানীয় নাগরিক ও সরকারি সংস্থাসমূহকে সাথে নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা সমূহের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে জেলা প্রশাসন। যার

ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। বাংলাদেশ মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আখ্যায়িত হয়েছেন ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ হিসেবে।

- সমাজের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিগৃহীত অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার আক্রান্ত শিশুদের (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু) শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সে আলোকে সরকারের নির্দেশনা ও এসডিজি অর্জনে কক্সবাজার জেলার সকল শ্রেণির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কক্সবাজার জেলার প্রথম বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'অরুণোদয়'।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা :

পরিকল্পিত টেকসই পর্যটন শিল্পের বিকাশে পর্যটন ভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ

জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে UNHCR কক্সবাজার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ICU ও HDU সংস্থাপন করে করোনা আক্রান্তদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করছে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে এবং ক্যাম্পে আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে করোনা ঝুকি থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য প্রাপ্তির জন্য ০৫টি আবেদন পাওয়া যায় এবং সবগুলো আবদেনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয়

- কক্সবাজার ডিসি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর অনন্য উদ্যোগ- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের স্কুল ‘অরুণোদয়’

জেলা: নোয়াখালী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত সার্কিট হাউস, নোয়াখালী ৩য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ, সার্কিট হাউসের চারপাশে নতুন করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সম্মেলন কক্ষ আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সার্কিট হাউসে জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলায় বর্তমানে ডিজিটাল সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট রেজিস্টার চালু করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮টি জেনারেলা সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে, ২৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে (আদায়কৃত টাকার পরিমাণ-৭৫,০২,২৪৪.৫০ টাকা। অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা-১৪১টি।
- স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম।
- গণশুনানিসংক্রান্ত তথ্য।

'মুজিব চত্বর' স্থাপন ১৭ মার্চ ২০২০

স্থান: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীর সম্মুখস্থ পার্কজেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীর সম্মুখে জাতির পিতার ম্যুরাল/আবক্ষসহ একটি দৃষ্টিনন্দন 'মুজিব চত্বর' স্থাপন করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ই-গভর্নেন্সসংক্রান্ত তথ্য

- জেলা ই-সেবা কেন্দ্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন যৌথভাবে ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর একযোগে দেশের সকল জেলায় ই-সেবাকেন্দ্র কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী'তে স্থাপিত জেলা ই-সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা অনলাইনে সেবার আবেদন করতে পারছে। এর ফলে সেবার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে সেবা নেয়া বা দেয়া যাচ্ছে। আবেদন করা হলে আবেদনকারীকে একটি গ্রহণ রশিদ দেয়া হচ্ছে, ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ফেসবুক পেজ ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদান ও প্রচার: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এ DC Office, Noakhali (Link: https://www.facebook.com/www.noakhali.gov.bd/) ফেসবুক পেজ ব্যবহারের মাধমে জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মকান্ডের সকল তথ্যাদি জনগণকে অবহিত করা হয় এবং জনগণ হতে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামতের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক সেবা প্রদান করা হয়।
- এস.এ এ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ: ৪৫.৬৬৩ একর।

জেলা: ফেনী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা প্রশাসন, ফেনীর উদ্যোগে জেলা প্রশাসনসহ জেলার অন্যান্য বিভাগে কর্মরত ল্যাকটেটিং মাদারসহ মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ছোট বাচ্চা রাখার জন্য এ কার্যালয়ের নিচ তলায় মাতৃছায়া নামে একটি "মাদার্স কর্নার" নির্মাণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সম্মুখে ক্ষণগননার জন্য ডিজিটাল ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে দৃষ্টিনন্দন জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু কর্নারে' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা সকল বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মচারীদের কল্যাণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- এছাড়াও দুর্নীতিসংক্রান্ত অভিযোগ জনগণের দাখিলের সুবিধার্থে জেলা প্রশাসকের অধীন কার্যালয়সমূহে অভিযোগ গ্রহণ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক, রচনা ও পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।
- দুর্নীতি প্রতিরোধে দালাল দৌরাত্ম্য দমনের লক্ষ্যে এবং সেবা প্রদানে অনিয়ম প্রতিরোধে প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে সি.সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-০৭টি,
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৪টি,

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ৫৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার সচল রয়েছে।
- ৫৫৮টি বিদ্যালয়ে ধূমপানমুক্ত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।

- ২৭০টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু রয়েছে।
- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, ফেনী কিছু ব্যতিক্রমী ও দৃষ্টিনন্দন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- অফিসের প্রবেশ মুখে স্থাপন করা হয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন বঙ্গাবন্ধু কর্নার, যেখানে রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের কিছু দূর্লভ ছবি, বঙ্গাবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের দুর্লভ ছবি ও তথ্য, বঙ্গাবন্ধুর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ, বঙ্গাবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা লেখকদের সকল গ্রন্থ এবং বঙ্গাবন্ধু সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি ও কবি-সাহিত্যিকদের উক্তি, কবিতা ইত্যাদির এক দূর্লভ সংগ্রহ।
- জেলা প্রশাসনের অফিস প্রাঙ্গণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গাবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের স্থিরচিত্র এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সাতটি পর্যায়ের ফলক দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয়:

- “District Development Hub Cumilla: তিনটি শিল্প বিপ্লবের পালা শেষ করে এখন পৃথিবী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করেছে। আর এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূলে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার। এর ফলে অগণিত মানুষের বেকার হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে তরুণ জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কুমিল্লা জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের “District Development Hub Cumilla থেকে যুবক-যুবতীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই জেলার অনেক অনার্স-মাস্টার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থী নিয়মিত এই প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে ফ্রিল্যান্সিংকোর্স, কোরিয়ান, আরবি, জাপানিজ ভাষা শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আর সে সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ অনেক বেকার তরুণ-তরুণীর মনে আশা সঞ্চার করেছে। ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আরও বিভিন্ন রকমের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে অন-লাইন পশুর হাট স্থাপন: বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও করোনায় বিপর্যস্ত। আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বর্তমান সরকার প্রচলিত পশুর হাটের পাশাপাশি অনলাইনে পশু বিক্রির বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করছে।

এস.এ এ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ: ৮.১৮০

জেলা: কুমিল্লা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- Hub Cumilla নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্থানে দ্রুত গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগসহ সকল ডিজিটাল যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য পরিবেশন/ বিক্রির জন্য কুমিল্লা
- শহরের প্রাণ কেন্দ্র কান্দিরপাড়ে অবস্থিত কুমিল্লা সিটি মার্কেটের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর বিনা ভাড়ায় ব্যবহারও
- তাদের পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- হিজড়াদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার প্রায় ৩০০ হিজড়ার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ জন হিজড়াকে সেলাই
- প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিজড়াদেরকে কুমিল্লা ইপিজেডসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।
- কুমিল্লা শহরের ঋষি পাড়ার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুবিধা, বাসস্থান ও জীবন মান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২৮ প্রজাতির বিভিন্ন বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে " জেলা প্রশাসক উদ্যান" প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।
- মুমূর্ষু রোগীর জন্য নির্ধারিত গ্রুপের রক্ত সহজে প্রাপ্তির লক্ষে জেলাপ্রশাসনের উদ্যোগে কুমিল্লা জেলার দেড় লক্ষ মানুষের
- রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে এবং ডাটা বেইজের মাধ্যমে ব্লাড লিংক, কুমিল্লা নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে।
- অফিস সময়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে “ কালেক্টরেট
- হেলথ কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সপ্তাহে দু’দিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী “ মুজিব বর্ষ” উদযাপনে বিশেষ কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে অন-লাইন ভিত্তিক কোরবানীর পশুর হাট আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

অফিস সময়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে "কালেক্টরেট হেলথ কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সপ্তাহে দু'দিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা -০৪টি
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা -০২টি

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- কুমিল্লা জেলায় ফ্রি-ল্যান্সিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের জন্য জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের নীচ তলায় একটি বড় কক্ষে "District Development Hub Cumilla" স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্থানে দ্রুত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগসহ সকল ডিজিটাল যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য পরিবেশন/ বিক্রির জন্য কুমিল্লা শহরের প্রাণ কেন্দ্র কান্দিরপাড়ে অবস্থিত কুমিল্লা সিটি মার্কেটের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর বিনা ভাড়ায় ব্যবহার ও বাজারজাত করার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- হিজড়াদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার প্রায় ৩০০ হিজড়ার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ জন হিজড়াকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিজড়াদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
- জরুরী সময়ে নির্ধারিত গ্রুপের রক্ত সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কুমিল্লা জেলার দেড় লক্ষ মানুষের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং রক্তের গ্রুপ নির্ণয়কৃত ব্যক্তিদের তথ্যাদি নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে Blood Link Cumilla নামক মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- অফিস সময়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে " কালেক্টরেট হেলথ কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সপ্তাহে দু'দিন সেবা।

জেলা: লক্ষ্মীপুর

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে অভিযোগ বক্স স্থাপন।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসকের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- লক্ষ্মীপুর জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং কম্পিউটার ল্যাবসমূহে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে কারিগরী সহায়তা প্রদান।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা- =০৪টি।
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা -০৪টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জমি আছে ঘর নাই প্রকল্পের অধীন ১,৪০৭টি গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ।
- খোয়াসাগর দিঘীর পাড়ে পর্যটকদের আকষর্ণের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন।
- রামগতির আলেকজান্ডার বেড়িবাঁধে পর্যটকদের জন্য আমব্রেলা শেড নির্মাণ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে মুক্তমঞ্চ স্থাপন, মিনি পার্ক নির্মাণ ও সেবাগ্রহিতাদের জন্য বসার স্থান নির্মাণ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয় :

- জেলা পর্যায়ে জাতীয় নজরুল সম্মেলন-২০১৯ আয়োজন।

- দালাল বাজার জমিদার বাড়িটি ভূমিদস্যুদের হাত থেকে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধার করে এর অভ্যন্তরে পর্যটকদের জন্য ইকো পার্ক প্রতিষ্ঠা করণ।

জেলা: চাঁদপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- চাঁদপুর জেলাকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে ''মাদকমুক্ত চাঁদপুর'' (madokmuktochandpur) নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এটি গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। মাদক নির্মূলে ৫৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ০৫ জন আসামীকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৭৫ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রদান করা হয়েছে।
- ০৯টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪২০টি পরিবারকে এবং ১৬টি গুচ্ছগ্রামে ১৮৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে ৬৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ১০৮৫টি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ রোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকল নিকাহ রেজিস্ট্রার, স্কুল-মাদ্রাসার প্রধান এবং ইউপি চেয়াম্যানদেরকে নিয়ে বাল্যবিবাহ রোধকল্পে দিনব্যাপী সেমিনারসহ ১৫৫টি প্রচারণা করা হয়েছে

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ

- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন : সকল মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসসমুহে কর্মরত কর্মচারীদের ত্রৈমাসিক ই-ফাইল কার্যক্রমের তথ্যের আলোকে একজনকে ত্রৈমাসিক সেরা কর্মচারী হিসেবে পুরষ্কার প্রদান করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যতীত);

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয়

- বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে ডিজিটাল মূল্য তালিকা স্থাপন করা হয়েছে : চাঁদপুর জেলার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন বাজারে এলইডি ডিজিটাল মূল্যতালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গণশুনানীর কার্যক্রম
- দেওয়ানী ও সার্ভে ট্রাইব্যুনাল মামলায় সরকারী স্বার্থ রক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ
- জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১১৬ জন ভিক্ষুককে পূর্নবাসন

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা (দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি): প্রতিটি ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীন রাজনীতিবিদ সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ন উক্তি/ বানী সমূহে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিস্তারণ ঘটানোর জন্য দেয়াল লিখন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের বাছাই করে উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ।দেওয়ানী মামলা, আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স, সার্টিফিকেট মামলা ও ফৌজাদারী মামলা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ক ডিজিটাল ওয়েববেইজড্ ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ ও রেকর্ডরুম ডিজিটালাইজ করণ ও প্রণয়ন।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে গণশুনানী করা হয়ে থাকে

- দেওয়ানী ও সার্ভে ট্রাইব্যুনাল মামলায় সরকারী স্বার্থ রক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা- ০৫

জেলা: রাঙ্গামাটি

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- অনলাইনে স্থায়ী বাসিন্দা সনদের আবেদন গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদান সিস্টেম চালুকরণ।
- অনলাইনে বিদেশী নাগরিকদের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ভ্রমণের আবেদন গ্রহণ ও অনুমতি প্রদান।
- কাপ্তাই লেকে মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে জেলেদের কর্ম সৃজন।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- বিদেশী পর্যটকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান সহজীকরণের নিমিত্তে Foreign Visitors Online Permission System for Rangamati তৈরি;
- নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র অনলাইন সিস্টেম তৈরি।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিতভাবে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে; যেমন- চিকিৎসা সহায়তা, কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রণোদনা পুরস্কার প্রদান।
- জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবলিক কলেজের নিজস্ব জায়গায় ভবন নির্মাণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি):

০৮ (আট)টি আবেদন গৃহীত হয়, ০৮ (আট)টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ০।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যতীত) :

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস বিতরণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৌ-পথে যাতায়াতের সুবিধার্থে ইঞ্জিন চালিত নৌকা/বোট বিতরণ।

জেলা: বান্দরবান

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- নীলাচল, মেঘলা, প্রান্তিক লেক, বনপ্রপাত, জীবননগর ও চিম্বুক পর্যটন কেন্দ্রের নতুন অবকাঠামো তৈরি, সংস্কার এবং পর্যটকদের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও টয়লেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটন স্পটসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপন করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর নারীদের (বম সম্প্রদায়) তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পর্যটন কেন্দ্র নীলাচলে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- জেলার বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ স্থান, পর্যটন এলাকা, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কার্যালয় প্রাঙ্গণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার)টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে।
- কালেক্টরেট স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে। কলেজ পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। কলেজের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- বান্দরবান ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়নে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- কালেক্টরেটের মহিলা কর্মকর্তা, কর্মচারীর এবং আগত মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত অনাথ, প্রতিবন্ধী ও এতিম শিশু/ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা :

- লক্ষ্যমাত্রা নং-১: দারিদ্র্য বিমোচন: ভিক্ষুকমুক্ত জেলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ভিক্ষুক জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ভিক্ষুকমুক্ত জেলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে খাস জমি চিহ্নিত করে বন্দোবস্ত প্রদান করা, এনজিওদের মাধ্যমে তাদের চাহিদা সংগ্রহ এবং পর্যটন স্পটে দোকান স্থাপনের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা নং-৪: মানসম্মত শিক্ষা: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের কার্যক্রম তদারকি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব স্থাপন এবং জেলা প্রশাসক শিক্ষা বৃত্তি ও সহায়তা ফাউন্ডেশন ও বঙ্গাবন্ধু বৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে দুঃস্থ, অনাথ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা নং-৫: লিঙ্গ সমতা: লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেলা প্রশাসক শিক্ষা বৃত্তি ও সহায়তা ফাউন্ডেশন ও বঙ্গাবন্ধু বৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেয়া। এছাড়াও বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, জয়িতা কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং নারী উন্নয়ন ফোরাম কার্যকর করা।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত মোবাইল অ্যাপস তৈরি
- বান্দরবান জেলার তথ্য সমৃদ্ধ Brochure প্রকাশ ও প্রচার ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি);

- বান্দরবান পার্বত্য জেলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে “অপরূপা বান্দরবান” নামক প্রামান্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- পর্যটকদের সুবিধার্থে "Explore Bandarban" নামক মোবাইল অ্যাপস্ এবং ‘অপরূপা বান্দরবান’ নামে একটি Brochure তৈরি করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত মেঘলা, নীলাচল, চিম্বুক, শৈলপ্রপাত, প্রান্তিক লেক, নীল দিগন্ত, ডিম পাহাড়, মিরিঞ্জা, উপবন লেকসহ আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে।

জেলা: খাগড়াছড়ি

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- ডিজিটাইজ পদ্ধতিতে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান : জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের ডিজিটাইজ পদ্ধতিতে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মহিলাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আগত মহিলাদের জন্য আলাদা প্রাক্ষলন কক্ষ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের আবেদনের সংখ্যা – ৫১
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা – ৫১

১০.৩ রাজশাহী বিভাগ

জেলা-রাজশাহী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- দারিদ্রতা নির্মূলের লখ্যে ২১৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- করোনাকালের সর্বশেষ অবস্থা কর্তৃপক্ষকে জানানো,স্বাস্থ্যবিধি উদ্বুদ্ধকরণ ও সরকারের সহযোগিতা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।
- বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ৮৮টি আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিপুল উৎসাহর মাধ্যমে আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা ২০১৯ আয়োজিত হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের অনুকূলে ২১৪ টি চেক বিতরণ করা হয়।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনসহ বিভিন্ন সভা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯৭ জন উপকারভোগী ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৩.১৭৮৪ একর কৃষি খাস জমি এবং ০১ জন উপকারভোগীর মাঝে ০.০৫ একর অকৃতি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি খাস জমি ০.৮৮ একর অবৈধ দখলদার হতে উদ্ধার করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা ই-সেবার মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকলের আবেদন, ইনফরমেশন, কোর্ট মামলার জাবেদা কপি প্রাপ্তির আবেদন বিগত অর্থবছর মোতাবেক সর্বমোট ৬০,০০০টি আবেদন পাওয়া যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনানুগভাবে সকল আবেদন নিষ্পত্তি করে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হবে।
- প্রান্তকি পর্যায়ে আরও অধিক সমিতি গঠন ও আয়বর্ধক প্রতিক্ষা প্রদান ও ঋন বিতরন পরবর্তী মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ

নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানীঃ এ লক্ষ্যের মূল উদ্দেশ্য সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সহজলভ্য করা। সকলকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ করাসহ জ্বালানি সহজলভ্যকরণ এবং টেকসই করার কাজে জেলা প্রশাসন, রাজশাহী সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

কর্মসংস্হান ও অর্থনীতিঃ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসূযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে জেলা প্রশাসন, রাজশাহী বিভিন্ন ধরনের সভা, সেমিনারসহ নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করেছে। দেশে চাকরি প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্তিকরণ, প্রার্থী উপস্থাপন, বিদেশে গমেনেচ্ছু প্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্তিকরণ, বিদেশে গমেনেচ্ছু প্রার্থীদের ফিংগার প্রিন্ট, প্রার্থী উপস্থাপন, আত্ন-কর্মসংস্থান, মাইক্রোএন্টার প্রাইজ প্রকল্প, শ্রম বাজার তথ্য, কর্মখালী বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ, বিজ্ঞপ্তিত পদে শ্রেণিবিভাগ, পেশা নির্দেশনা, নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ, বিদেশে কর্মরত মৃত্যুজণিত ক্ষতিপূরণ, চেক বিতরণ, বিদেশে গমেনেচ্ছু সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিবরণ, এবং ডিইএমও এর কার্যাবলিকে আরো গতিশীল ও গণমূখী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম: অনলাইনের মাধ্যমে ইজারা কার্যক্রম পরিচালনা
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম: তথ্য সরবরাহের জন্য অত্র কার্যালয়ে মোট আবেদনের সংখ্যা : ২০টি
সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা : ২০টি

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয়:

- করোনা ভাইরাস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসক, রাজশাহী'র তত্ত্বাবধানে স্থানীয়ভাবে একটি ফান্ড গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে দু:স্থ লোকদের মাঝে খাদ্য সহায়তা, ঔষধ সামগ্রী ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন করা হয়।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলায় মিনি কনফারেন্স কাম- লাইব্রেরি করা হয়েছে। এখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

জেলা-বগুড়া

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলায় Free wifi সহ 'মুজিব কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাচ্চাদের জন্য পৃথক নিচতলায় 'ব্রেস্ট ফিডিং স্থাপন করা হয়েছে।
- অতি সংক্রামক করোনাকালে জনসচেতনতা বৃদ্ধি,সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনে কার্যকরীভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৫৬৭৭ টি মামলা ১০৯৬১,৫৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- সরকারি ০.৭৫ একর খাস জমি হতে অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে যার আনুমানিক মূল্য ১০৯৬৬২০০ টাকা
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্ত:উপজেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ঠদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-নথি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আর্থিক প্রনোদনা দেয়া হয়েছে।
- পর্যটন শিল্পকে নিরাপদ,সাশ্রয়ী ও সহজ করতে জেলার ১২ টি উপজেলার প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও স্থানগুলোর ডকুমেন্টারী এবং টুরিষ্ঠ জোন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ভিক্ষুক পুর্ণবাসনের অংশ হিসেবে ১.৫৭ জনকে ৪০,০০০০০/= টাকা দিয়ে উপকরণসহায়কা করা হয়েছে।
- শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরতে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মনিবন্ধন করতে আসলে মা ও বাচ্চাদের জন্য ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রতিবেশ উন্নয়নের জন্য দুটি উপজেলা ৭৮.৯১ একর সরকারি খাস জায়গায় পাখির অভয়ারণ্য স্থাপণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর এ বগুড়া জেলায় ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন
- বগুড়ার প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা মোড় এলাকায় ' মুজিব মঞ্চ'স্থাপন
- ২৫০০ বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ 'পুন্ডনগরীর খনন কাজ সম্পন্ন পর্যঠকদের জন্য দক্ষ ট্যুর গাইড দল তৈরি ও প্রশিক্ষন প্রদান কৃষিনির্ভর
- শিবগঞ্জ উপজেলায় শতভাগ (Mechanised Agriculture) কৃষি যাত্রীকিকরণ নিশ্চিতকরণ।
- শতভাগ স্কাউটিং জেলা ঘোষণার নিমিত্ত অবশিষ্ঠ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রহণ।
- প্রতিবছর ১ লা বৈশাখ হতে মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক মাস উদযাপন করা হবে।
- কাজী ও কাজী ব্যতিত যারা বিবাহ পড়ান তাদের ডাটাবেজ তৈরি

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

- পৃথক ব্রেস্ট ফিডিং কক্ষ স্থাপন
- করোনায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী,পিপিই ও মাস্ক ও প্রত্যেক শাখায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আলোকে গ্রহীত কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার আইনে ৩৮ টি আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩০ টি তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ০২টির

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- গৃহহীনদের জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে ২৮৯ টি দূর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ,গুচ্ছগ্রাম এ আশ্রয় প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।
- দারিদ্র্যতা নিরসনে ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন,জেলা জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মিত পরামর্শ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
- নদনদী কৃষি জমি এ পরিবেশ সুরক্ষায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- চাঁপাইনবাবগঞ্জজেলায়বিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেস্কাউটসওকাবপোশাকবিতরণ, বাল্যবিবাহপ্রতিরোধউদ্বুদ্ধকরণেগরীবছাত্রীদেরমাঝেবাইসাইকেলবিতরণ, করোনাভাইরাসপ্রতিরোধেমাস্ক, সাবান, হ্যান্ডস্যানিটাইজারওব্লিচিংপাউডারবিতরণএবংএলজিএসপি-৩এরআওতায়জেলাপর্যায়েইউপিচেয়ারম্যানওসচিবএবংপাইলটপৌরসভারসচিবওপ্রকৌশলীরঅংশগ্রহণেপরিবেশওসামাজিকসুরক্ষাবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা
- এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং এপিএ অনলাইনে সম্পাদন
- ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- চাঁপাইনবাবগঞ্জের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার লক্ষ্যে নামক এ্যাপস এবং ব্রশিয়র তৈরি করা হয়েছে।
- নতুন ০৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- অনলাইনে ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজন

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ:

- গত০৬.১২.২০২০খ্রি. তারিখ জেলাপ্রশাসক ও জেলাম্যাজিস্ট্রেট (ডিসি-ডিএম) পর্যায়ে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সম্মেলনে
- যৌথ নদীর তীর রক্ষা
- মাহাদিপুর শুল্কস্থলবন্দর দিয়ে পাথর রপ্তানি
- মাদকদ্রব্য প্রাচার
- পশুপাচার
- সীমান্ত পিলার ও সীমান্ত বেড়া নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্নির্ধারণ
- অমিমাংসিত ও তফসিলভুক্ত ভূমির বিষয়ে
- উভয় দেশের কারাগারে আটক নাগরিকদের হস্তান্তর
- বাংলাদেশের মৌসুমী ফসল উত্তোলন
- পুনর্বাসিত/প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশির বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- মাদকের আগ্রাসন থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে ৩ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা
- অভিযোগ/পরামর্শ বক্স স্থাপন :
- সাধারণ মানুষের অভিযোগ সহজে নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে অফিসের প্রবেশমুখে অভিযোগ বক্স-স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত নিস্পত্তি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তি করা হচ্ছে।
- গণশুনানির আয়োজন ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয় সাধন :

- জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানিতে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধানদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হচ্ছে যা সেবা প্রত্যাশী মানুষেন জন্য আশাব্যাঞ্জক।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সনদপত্র প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জে পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এবং এই জেলার ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে "দুরে কোথাও" নামক মোবাইল এ্যাপস এবং ব্রশিয়ার তৈরি করা হয়েছে।
- ম্যাংগো টুরিজমকে উৎসাহিত করে এই জেলায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করার মাধ্যকে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার লক্ষ্যে চলো বেড়াই "চাঁপাই'' নামক ভ্রমণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ডিলিং লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টোকেন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

করোনায় সুরক্ষাসেবা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তার জন্য কাপড়ে তৈরি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পি.পি.ই. ও মাস্ক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য এ কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সম্মুখে। জীবানু হতে সুরক্ষার জন্য ভবনের প্রবেশ পথে জীবানু মুক্ত চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তির তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিদিন

এছাড়া অফিসের কাজ শেষে রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জেরার মুখে পড়তে হয়। এ কারণে

কর্মচারী এবং কর্মচারীদের সন্তান যারা লেখাপড়ায় ভালো ফলাফল করছে তাদেরকে জেলাপ্রশাসনের পক্ষ হতে বৃত্তি বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের বেতন অর্ধেক মওকুফ: এ কার্যালয়ের কর্মরত কর্মচারীদের সন্তান যারা জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রীণভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাদের অর্ধেক বেতন জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে পরিশোধ করা হয়েছে।

ই-নথি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ: ই-নথি কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য প্রতিমাসে মোট ৫টি ক্যাটাগরিতে (১) মোট পত্র জারীতে নিষ্পন্নকারী, (২) মোট নোটে নিষ্পন্নকারী, (৩) মোট নিষ্পন্নকারী, (৪) মোট ডাক থেকে নোট সৃজনকারী এবং

সারা বছর অফিসে কাজ করতে করতে অনেকেরই বিনোদনের অভাব অনুভূত হয়। একটানা কাজের অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে একটু বিনোদন প্রয়োজন। একটি আনন্দময় দিন শুধু যে মনকে চাঙা করে এমন নয়, শরীরের ওপরও এর প্রভাব পরে। একারণে "একসাথে..... একদিন, স্মৃতিতে অমলিন" এই স্লোগানকে ধারণ করে জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের বাবা-মা-সন্তানসহ প্রায় ৫০০ জনকে নিয়ে কল্যাণপুর হর্টি কালচার সেন্টারে সারাদিনে আনন্দ উদ্দীপনার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন ফ্যামিলিডে উদযাপন করে। জেলা প্রশাসন ফ্যামিলিডেতে সকালে নাস্তার পর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খেলাধুলা পর্ব শুরু হয়। এরপর মধ্যাহ্নভোজ। মধ্যাহ্নভোজের পর খেলাধুলার পুরস্কার বিতরণ এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সবশেষে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের কাছে এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চোখে-মুখে ছিল মুগ্ধতার ছোঁয়া। জেলা প্রশাসন থেকে প্রতি বছর এ রূপ ফ্যামিলিডে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

প্রাপ্ত ১৫টি আবেদনের ১৫টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয়:

- পতাকা র‍্যালি:জেলার সর্বস্তরের মানুষের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সকল সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্ত শাসিত ও শিক্ষক/শিক্ষিকা/ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে পতাকা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
- দেয়ালিকা উৎসব:জেলার সকল শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেপ্রায় ১০০(একশত)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে জেলা প্রশাসক দেয়ালিকা উৎসব ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ০৭.০৩.২০২০ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫১টি স্থানে একযোগে ও একই সময়ে প্রায় ১স (এক) লক্ষ লোকের সমাগমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মাদক বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এস.এ.অ্যান্ড টি.অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ: ৪৬.৩৩২৫ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এবং করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক প্রচার পচারণা চালানো, সভা সেমিনার আয়োজন, স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলাফেরাসহ ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- জেলার সকল উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে স্বচ্ছ, হয়রানীমুক্ত, দালালমুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। ই-মিউটেশন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্নকরণ।
- জেলা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, স্বাভাবিক ও জননিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ জঙ্গীবাদ ও মাদকদ্রব্য নির্মূলকল্পে সচেতনতামূলক সভা/সমাবেশ/প্রচারণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণ, জিআর, টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারকরণ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।
- মানসম্মত, সুষ্ঠু,কর্মমূখি শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নপরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন ,তত্ত্বাবধান ,সহ শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইভটিজিং ও যৌনহয়রানীমুক্তকরণ।
- জেলা/উপজেলা পর্যায়সহ সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিব কর্ণার স্থাপন;
- শিশু, নারী, প্রবীণ, ৩য় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ডাটাবেজ তৈরি;
- জেলার সকল ভিক্ষুককে পুনর্বাসন।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন।
- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি নিশ্চিত করণ;
- প্রবাসীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি হতে রক্ষা এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- শুদ্ধাচার চর্চা এবং হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দূর্নীতিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন।

  আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান।

- স্থানীয় অর্থায়নে দারিদ্র দূরীকরণে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ।

- অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন
- ২০২০ সালের মধ্যে জেলার বাল্য এবং ২০২১ সালের মধ্যে জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জেলার দরিদ্র জনগণের ক্ষুধা নিবারণসহ সঠিক পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণে Crop diversification and Integrated crop management system চালু করা।
- মা ও শিশু মৃত্যু নিরসনে ১০০% দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর/অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ।
- জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, সুপেয় পানি ও হাইজিন কর্ণার নিশ্চিতকরণ।
- ২০২১ সালের মধ্যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় School Management System Software এর আওতায় আনা।
- ২০২১ সালের মধ্যে জয়পুরহাট জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা ঘোষণা করা।
- জেলার সকল দপ্তরের সাথে অনলাইনে দাপ্তরিক কার্যসম্পাদনে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত ফ্রিল্যান্সার্স প্লাটফর্মকে একটি ইন্সটিটিউট-এ রূপান্তর করা।
- জেলার সকল সরকারি দপ্তরের সাথে e-Filing System চালু করা ।
- জেলার সকল সরকারি দপ্তরের সাথে Zoom Cloud Meeting Apps এর মাধ্যমে অনলাইনে সভা সমাবেশ চালু করা ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

- নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন। নৈতিকতা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনকরণ ।
- জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সেবার গুনগত মান উন্নয়ন, অফিসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য নিশ্চিতকরণ এবং ভূমি অফিস কেন্দ্রিক দালালচক্রের দৌরাত্ম ও জনহয়রানি বন্ধ করে দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

নিরাপদ জয়পুরহাটঃ

জয়পুরহাট জেলাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট সদর কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে “নিরাপদ জয়পুরহাট” নামক মোবাইল ও ইন্টারনেট ভিত্তিক এ্যাপসটির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, মাদক, যৌতুকসহ অপরাপর সামাজিক অপরাধ তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাহায্যে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্ভাবনটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভূমি পাঠশালাঃ

সেবাগ্রহীতাদের ভূমি বিষয়ক মৌলিক আইন, বিধি, সেবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান, জিজ্ঞাসা ও অভিযোগ শুনানী ও ভূমি সেবা প্রক্রিয়া অবহিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারনার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম

- শারীরিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারণের উঠানামার সুবিধার্থে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তৈরী করা হয়েছে।
- মাতৃদুগ্ধ দানকারী মহিলাদের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচ তলার পূর্বপার্শ্বে পৃথক কক্ষ স্থাপন করা হয়।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পার্শ্বে মহিলা কর্মচারী ও সেবা গ্রহণকারী মহিলাদের জন্য স্থাপন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে এ জেলায় ২০১৯ সালে মোট ০২ টি আবেদন পাওয়া যায়, তৎপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী বরাবর চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, তথ্য কমিশন বরাবর এ জেলা হতে কোন আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জেলার ০২ টি বধ্যভূমিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৫২ টি বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।
- জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি দপ্তরের সামনে বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ছে।
- জেলা প্রশাসকের দপ্তরে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা-পাবনা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শতকরা উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- গ্রামাঞ্চলে ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিস্ঠাকরণ
- জেলা ও উপজেলা পর্য়ায়ে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- জেলা ও উপজেলা পর্য়ায়ে গণিত ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- গণিত, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলদ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ওয়াশ কর্ণার স্থাপন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ (ছয়) টি ঋতুভিত্তিক দিবস উদযাপন
- আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মোপলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকা পাবনা জেলার মেধাবীদের সম্মিলিত আয়োজনকরণ
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান

SDG : ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট সারের ৫০% জৈব সার ব্যবহার নিশ্চিত করা

ই-গর্ভনেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে:

বিল চাপড়ী আর্দশ গ্রাম একটি সমন্বিত ‘প্রয়াস’ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা প্রকল্প

০১ টি গ্রামের ০১ টি বাড়িতে আর্দশ খামারবাড়িতে রুপান্তর করা

বিটুমিনের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে :

- কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সেবা প্রদানে আচরনগত উৎকর্ষসহ কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান চর্চার সাপ্তাহিক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের উপযোগী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- পাবনা জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- পাবনা সদর উপজেলায় কোমলমতি শিশুদের পড়াশুনার বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে বীজ বিতরন করা হয়েছে।

- প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো কোন বিষয় (যদি থাকে); পাবনা জেলায় ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রম চলমান জরিপকৃত মোট ভিক্ষুক সংখ্যা ২৩৬৫জন। ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত হয়েছে ৪৬৬ জন।

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা:

গৃহীত পদক্ষেপ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্জন
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শতকরা উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	৯৮%	৯৭%
গ্রামাঞ্চলে ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিস্ঠাকরণ	মোট ছাত্রের ১০%	মোট ছাত্রের ৫%
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ	৪টি	০
জেলা ও উপজেলা পর্য্যায়ে গণিত ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ	৪টি	০
গণিত, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন	১০টি	১০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলদ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন	৬০%	৫০%, কার্যক্রম চলমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ	৬০%	৫০%, কার্যক্রম চলমান রয়েছে
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ওয়াশ কর্ণার	৬০%	২০%, স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

স্থাপন		
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ (ছয়) টি ঋতুভিত্তিক দিবস উদযাপন	৬০%	এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকগণকে ও অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে
আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মোপলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকা পাবনা জেলার মেধাবীদের সম্মলেন আয়োজনকরণ	৪টি	২টি
সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান	৭০%	৭০% কার্যক্রম চলমান

শৃঙ্খলাজনিত ও দুনীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মোট ৯ মামলার ১ জন দন্ড ও ৮ টি মামলার কার্যক্রম চলমান

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

১২ টি তথ্যের প্রাপ্তরি আবেদনের প্রেক্ষিতে ১২ টি সরবরাহ করা হয়েছে কোন আপীল হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ,দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যতীত);

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার বওসা ঘাটে আগত ব্যক্তিদের বসার স্থান ও শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প- ২৬,০১,২০৩/-

- পাবনা জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- পাবনা সদর উপজেলায় কোমলমতি শিশুদের পড়াশোনার বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে ফুলের টব ও ফুলের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো কোন বিষয় (যদি থাকে);

পাবনা জেলায় ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রম চলমান জরিপকৃত মোট ভিক্ষুক সংখ্যা ২৩৬৫জন। ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত হয়েছে ৪৬৬ জন।

জেলা: সিরাজগঞ্জ

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন;
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও গণশুনানী গ্রহনের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ;
- জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমে জনউদ্বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।
- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারে উল্লিখিত জনগুরুত্বপূর্ন বিষয় সমূহ বাস্তবায়ন
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

One Stop Service এর মাধ্যমে এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা। জেলা ওয়েব পোর্টাল থেকে ভূমি রেকর্ডের জাবেদা নকল (পর্চা) ডাউনলোড করার সুযোগ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া wmivRMÄ †Rjv‡K evj¨weevn gy³ Kiv র পাশাপশি ধূমপান, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গী বিরোধী অভিযান অব্যাহত।

জেলা প্রশাসনের সকল কর্মচারিকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ই ফাইলিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। দিয়ে আসা হবে। দূর্যোগ ও ত্রাণ অধিদপ্তরের আওতায় দূর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ করা হবে। জমি আছে ঘর নেই এর আওতায় ঘর নির্মাণ করে দুঃস্থদের আবসনের ব্যবস্থা করা হবে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

জমি আছে ঘর নেই এর আওতায় ২১৩৩ টি ঘর নির্মাণের মাধ্যেমে জনগণের মোকাবিলায় ২০০ টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ। সকল স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু এবং প্রতিবন্ধিদের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সকলের জন্য ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং মিস কেস ও রেন্ট সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্তির পথ সুগম করা হচ্ছে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- One Stop Service এর মাধ্যমে (ডিজিটাল পদ্ধতিতে) সকল সেবা প্রদান
- জেলা প্রশাসনের সকল কর্মচারিকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ই ফাইলিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- ই-নথি, ই-মোবাইল কোর্টসহ অন্যান্য ই-সেবার জন্য দ্রুত গতির ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা
- দক্ষ মানবসম্পদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার, ই-ফাইলিং ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আসয়নের জন্য ই-সেবার মাধ্যমে শতভাগ সেবা প্রদান

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

সৎ ও দক্ষ কর্মচারী মূল্যায়নের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মচারী মনোনয়ন, ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা, বিভাগীয় মামলা চালুর মাধ্যমে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা

জেলা-নাটোর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলার অন্যান্য দপ্তরের গৃহীতব্য কর্মসূচি নিয়ে ‘মুজিববর্ষে নাটোর’ শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি, আইন ও প্রশাসন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল, মোবাইল কোর্ট, বাৎসরিক ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

- জেলার আন্তঃ বিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বয় করা হয়েছে।
- ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় অফিসের সকল কার্যক্রম On Line এ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জেলা রেকর্ড রুমের মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকল, ফৌজদারী, ভ্রাম্যমান ও বিবিধ মামলার জাবেদা নকল, তথ্য প্রদান এবং নকসা বিক্রয়ের হিসাব হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল হাজিরা প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসী সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন-এসিডের অপব্যবহার, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম।
- জাতীয় ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।
- প্রাণঘাতি অতি সংক্রামক করোনাকালে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সার্বক্ষনিক উদ্বুদ্ধ কার্যক্রম এবং দূর্যোগকালে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা

- সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণ।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- দারিদ্র নির্মূলকরণ।
- ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েব পোর্টালে প্রদান নিশ্চিাকরণ।
- স্থানীয় পর্যটনের উপর ওয়েবসাইট তৈরী ও প্রচার কার্যক্রম।
- দূযোর্গ ব্যবস্থপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
- জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ।
- নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গাসমতা ও শিশুকল্যাণ।
- তরুণ সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাকরণ।
- নাটোর জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ।
- নাটোর মডেল এর আওতায় প্রত্যেক পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদ ভিত্তিক পৃথক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- করোনাকালীন জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সার্বক্ষনিক উদ্বুদ্ধ কার্যক্রম, সেবাদান এবং জনসাধারণের মাঝে দূর্যোগকালীন বিভিন্ন প্রকার সরকারি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

প্রণয়নকৃত নাটোর মডেল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নাটোর জেলা প্রশাসন কর্তৃক একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ নাটোর জেলায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া SDG এর অন্যান্য কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কৃষি জমি রক্ষার জন্য জোনিং, চলনবিল/হালতিবিলের ফসল/জীববৈচিত্র রক্ষা, খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার তৈরী, শস্য মাড়াইয়ের স্থান নির্দিষ্টকরণ, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির অভাব মোচনের খাল-বিল, খনন ও ওয়াটার রিজার্ভার তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলার যুবকদের অংশগ্রহণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৫ খুলনা বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলী	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সাথে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের অগ্রগতির হার
চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্স সভা আয়োজন।	১২	১২	১০০%
চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন।	১২	১২	১০০%
নিরাপত্তা সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জানমালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সভা আয়োজন।	০৬	০৩	৫০%
বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান।	০৬	০৬	১০০%
বিভাগীয় কোর কমিটির সভা আয়োজন।	০৫	০২	৪০%
সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার।	১০০%	-	১০০%
বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলন।	১২	১২	১০০%
আশ্রয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত।	১২	১২	১০০%
কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন।	০৪	০৩	৭৫%

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

২০১৯-২০২১ অর্থবছরের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্স সভা আয়োজন।	১২
চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তিসংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন।	১২

SDG- এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা :

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত এ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতঃপর সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরিত হচ্ছে। অনুরুপভাবে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ মনিটরিং করা হচ্ছে। এসডিজির ১০টি জেলার ১০টি এবং ৫৯টি উপজেলার ৫৯টি সূচক নিধারণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত এ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে শিশু কল্যাণ পরিষদ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত এ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতঃপর বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত এ কমিটিসমূহের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, ই-নথি বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ

অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সভা ও মেলার আয়োজন ।

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি ।
- সরকারী নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান ও অগ্রগতি তদারকিকরণ ।

শৃঙ্খলাজর্নিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ কার্যালয় হতে এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্রালাপ করা হয়েছে এবং বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে । এছাড়া, দুর্নীতি প্রতিরোধে মানব-বন্ধন, আলোচনা সভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক চাকরি আপিল মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে

ই-গর্ভনেন্স/ নোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভিন্ন জেলায় ইনোভেশন প্রকল্পগুলো চালু রাখার জন্য প্রতিমাসে যে কোন জেলায় ইনোভেশন প্রকল্প পরিদর্শন করেন । ইনোভেশন প্রকল্পের আওতায় অগ্রগতির জন্য প্রতি ০২(দুই) মাস পর পর বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে বিভাগীয় ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
- বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় চলমান ইনোভেশন প্রকল্পগুলো জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ তদারকি করেন। জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন প্রকল্পগুলো চালু রাখার জন্য নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সভা করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য অন্যান্য কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। খুলনা বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উদ্ভাবকদের ইনোভেশন সম্পর্কে সক্রিয় থাকার জন্য বিভিন্ন কাযক্রম গ্রহণ করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কাযক্রম :

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে ।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে ।
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বছরে ৬০ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কার্যালয়ে আবেদনের সংখ্যা ০৩(তিন)টি। তথ্য প্রদান করা হয়েছে ০২(দুই)টি। একটি আবেদনে চাহিত তথ্য এ কার্যালয় বা কার্যালয়ের অধিনস্থ কার্যালয়সমূহে সংরক্ষিত নেই, তাই দেয়া সম্ভব হয়নি।
- এ কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইনে আপিল এ সংখ্যা ০২(দুই)টি। নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০২(দুই)টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম:

- ভিক্ষুক মুক্তকরণ ।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয়:

- এ কার্যালয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন।
- বিভাগীয় পরিবহণ পুল নির্মাণ ।

এস এ অ্যান্ডটি অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ :

খুলনা বিভাগে মোট ২৫৭.০১৭৬ (কৃষি ও অকৃষি) একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে ।

জেলা: খুলনা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ৭৪১টি ও মোট মামলা রুজু করা হয়েছে ১৯৯৫টি। ১৭৬৫ জনকে ৪২,৫১,০৭২/-টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে এবং ২৩০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৯৮টি মামলায় আপিল হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনায় ই-গভর্নেন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে www.nothi.gov.bd এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসের উপস্থিতি/প্রস্থান ডিজিটাল হাজিরা মেশিনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। অফিসের নিরাপত্তাকল্পে সমগ্র অফিসকে সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে। পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন সভার নোটিশ প্রেরণে SMS এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন। নাগরিক সেবা সহজীকরণ। জেলা প্রশাসনের সকল স্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সেবা কার্য মনিটরিং ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন। ডিজিটাল রেকর্ডরুম স্থাপন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি প্রবর্তন। নারী উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। বাল্যবিবাহ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ। শিশুদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ। দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের আধুনিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- নদী তীরবর্তী বাঁধ ভাঙ্গান রোধ ও সুপেয় পানির নিরাপত্তা প্রদান। বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত ফল ও সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ। গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়া। বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ফ্রি ল্যান্সিং ও বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। খুলনা জেলার মহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরী পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ১৯২০০ জন শিশু বঙ্গবন্ধুর নিজ কণ্ঠে মুখোস্ত ‘৭ই মার্চের ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ’ সম্প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া গৃহীত কাযক্রমসমূহ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড ১৯ এর কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

SDG -এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- ভিক্ষুক পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ কার্যক্রম চলমান।
- জেন্ডার সতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৫ বছরের নীচে ব্যাল্যবিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনা, ১৮ বছরের নীচে ব্যা বিবাহের হার ১০% এ নামিয়ে আনা এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা। এজন্য জেলা অ্যাকশন প্লান গ্রহণ।
- আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য গৃহহীনদের (ভাসমান, বস্তিবাসী ও ভেড়িবাঁধে বসবাসকারী) জন্য আরও ঘর তৈরী করে দেয়া।
- সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতের জন্য উপকূলীয় লবণাক্তএলাকায় সুপেয় পানির পুকুর, খাল খনন ও পানি সংরক্ষণ, পানি শোধনাগার স্থাপন করে সুবিধাভোগী সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক বাজার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নবজাতকের মৃত্যুহার, ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার এবং মাতৃমৃত্যুর হার এবং সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর হার আরও কমিয়ে আনার কার্যক্রম গ্রহণ।
- নাগরিক সমস্যা সমাধানে মোবাইল ফোন ও ফেসবুকের সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারিত্বে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- উপকূলীয় নদী ভাঙ্গান এলাকায় টেকসই বেড়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

২০১৯-২০ বছরে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৩টি এবং ০২টি মামলায় অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং ০১টি মামলায় ০১টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ০১ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক খুলনা জেলায় ‘ইনোভেশনটিম’ গঠন করা হয়েছে। ইনোভেশনটিমের সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে মনিটরিং করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন খুলনা এর DC Khulna ফেসবুক পেজের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যা/অভিযোগের বিষয়ে সমাধান করা হচ্ছে। এ কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ফেসবুকে আপলোড করা হয়। এর ফলে জনগণ জেলা প্রশাসনের সেবা সম্পর্কে জানতে পারছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ জন কর্মকর্তাকে এবং ২৯০ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যা তাদের কর্মজীবনের দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে। এছাড়া কর্মকর্তাগণের জন্য সাপ্তাহিক ‘আইন-চর্চা কর্মসূচী’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ভিক্ষুক মুক্তকরণ;
- শেখ রাসেল ইকো পার্ক (৪৩ একর খাস জমিতে বাস্তবায়নাধীন)।
- ইলেকট্রোনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন সরাসরি স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা:

- বর্তমান সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য রূপকল্প-২০২১, ভিশন-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন বাগেরহাট কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের উপর ভিত্তি করে বাগেরহাট জেলাকে একটি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত, জনবান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করতে সরকারী সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্যে গৃহীত কার্যক্রমের অধিকাংশই ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জেলার ৭৮টি ডিজিটাল সেন্টার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে ই-সেবা প্রদানসহ নিয়মিত ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। সকল সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের সেবাভিত্তিক সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত কল্পে এবং নাগরিক সেবাকে আরও গতিশীল করার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে খতিয়ান প্রদান করা হচ্ছে। জেলার মানবসম্পদকে দক্ষ ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ইনহাউজ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মিত আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। জেলায় সরকারের অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পের বিপরীতে অধিগ্রহনকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের অর্থ বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেক প্রদান করা হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যেকোন জায়গা হতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে পারছে। সে আলোকে আবেদনে প্রদত্ত মোবাইল নাম্বারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এস.এম.এস এর মাধ্যমে শুনানী ও চেক প্রাপ্তির তারিখ সম্পর্কে জানতে পারছে। ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াত পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অধিকন্তু যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে লগইন করে যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর আবেদনের হালনাগাদ অবস্থা ট্রাক করতে পারছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ' অনলাইনে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রম ' সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেবা গ্রহীতাকে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। জেলার প্রাকৃতিক এবং ঐতিহ্যগত পর্যটন স্থানসমূহের ছবি বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শণের মাধ্যমে আগত দর্শনার্থীদের সামনে জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটন কে তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়াও নিম্নরূপ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হবে:
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতর স্বচ্ছতার সাথে জনগণের প্রাপ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- জেলার জীব বৈচিত্র্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং লবনাক্ততা প্রবণ উপজেলাসমূহে সুপেয় পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেক বিতরণ নিশ্চিতকরণ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ' মুজিববর্ষ' কে সামনে রেখে গৃহহীনদের গৃহ এবং আশ্রয়ন প্রকল্পের পুনবার্সন নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত বিশেষ কর্মপরিকল্পনা :

- SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য সেমিনার কর্মশালার আয়োজন ।
- ভিক্ষুক মুক্তকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় 'জমি আছে ঘর নেই' ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণ করে দেয়া।
- স্যানিটেশন কার্যক্রম ও টিকাদান কর্মসূচি মনিটরিং।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ কার্যক্রম চলমান আছে। সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির নিয়মিত সভার মাধ্যমে শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে উপজেলা

পর্যায়ে সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেক বিতরণ নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া এল এ চেক শতভাগ অনলাইনে মাধ্যমে প্রদানের গৃহীত হয়েছে ।
- মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে এবং এসডিজি এর অভিষ্ট-৪ অর্জনে জেলা প্রশাসন, বাগেরহাটের ইনোভেশন হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘স্বপ্নচারী’ পুস্তিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন, সর্বসাধারণের বিনোদনের জন্য ডিসি ইকো-পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাগেরহাট জেলাকে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্তকরণ এবং দুস্থ, অসহায়, বয়:বৃদ্ধ ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য সদর উপজেলার গোটাপাড়া ইউনিয়নে ০.৭৪ একর জায়গা জুড়ে ‘শান্তিনিবাস’ নামে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাগেরহাট জেলার ভিক্ষুককে ভিক্ষাবৃত্তি হতে মুক্ত করে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিভিন্ন উপকরণাদি বিতরণ করে তাদের কর্মক্ষম এবং পেশাজীবি হিসেবে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা ও ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে স্টাফ সভার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাক্তিগত সমস্যা শোনা এবং সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করা। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে পি আর এল ছুটি মঞ্জুর ও পেনশন প্রক্রিয়া দ্রুত নিশ্চিত করা।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৫ মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন নয়টি উপজেলার ৩৫ জন কর্মকর্তা ও ৪৫০ জন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

আবেদনের সংখ্যা - ০৮টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা- ০৬টি এবং দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা- নাই।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ ও হযরত পীর খানজাহান আলী (র) এর মাজার সংলগ্ন এলাকায় ১,৫০,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে বিশ্রামাগার ও আধুনিক সৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ষাটগম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন ঘোড়া দিঘীর পাড়ে ওয়াক ওয়েসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য ৯২,০৩,৭৭২/- টাকার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বাগেরহাট সদর উপজেলায় জীববৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষা এবং জনগণের বিনোদনের জন্য ডিসি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ‘মুজীবর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন ‘জমি আছে ঘর নেই’ এমন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাগেরহাট সদর উপজেলায় ০১ গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূর্বক ৩০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং জেলার ০৯ উপজেলায় ৪,১৯৫টি ঘর নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া গেছে, ইতোমধ্যে ৩,৮৪৪টি ঘরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৩১৫টি ঘরের কাজ দ্রুত নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান ।
- রামপাল উপজেলায় খাস জমিতে নির্মিত ইকোপার্ক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং তা আরও সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বাগেরহাটের উল্লেখযোগ্য পূরাকীর্তিসমূহের সংরক্ষণ এবং সংস্কার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, এ লক্ষ্যে সুন্দরবন কেন্দ্রিক ইকোট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শরণখোলা উপজেলায় ইকোপার্ক নির্মাণের কাজ চলমান

জেলা: সাতক্ষীরা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলার আন্তঃবিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ জেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন;
- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর,টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি,বনায়ন,বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, আমার বাড়ী আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয় সাধন;
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি :
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, দুর্নীতি ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- **স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত কার্যক্রম :**
- প্রবাসীদের ডাটাবেস প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন;
- জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা পদ্ধিত সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

- বিগত ০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত-এ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে ক্লাস্টার-১ এর যৌথ সীমান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সাতক্ষীরা জেলার প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

  উক্ত বৈঠকে নিম্নবর্ণিত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :
- Preparation of Standard Operating Procedure for immersion of idol of Godness Durga over river Ichchamoti
- Border issue at Panitor village
- Prevention of women and child trafficking
- Prevention of smuggling of narcotics and psychotropic substances
- Handing over the citizens of both countries(Bangladesh and India) under detention and waiting for release at jail custody after completion of imprisonment
- Reconstruction, repairing and maintanance of Border Pilllars
- Joint reconnaissance, survey, mapping and demarcation of river Ichamati, Betna and other rivers on bith sides and renovation/repair of the embankment of the Ichamati rever
- Review of development Works within 150 yards of international boundry
- Issue related to Benapole and Petrapole Land Ports
- Miscellaneous issues

১ শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা মোট-১০টি।
- মোবাইল কোর্টের সংখ্যা-১৫১৬, মামলার সংখ্যা-৩৩১৬, দন্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা-৩৪৫৬, কারাদন্ড-১৭৫, জরিমানা-৮৮,৬৯,০১৩/-টাকা।
- সাতক্ষীরা জেলায় দুর্নীতি বিরোধী সভা, কর্মকর্তা – কর্মচারীদের দুর্নীতি বিরোধী শপথ এবং স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী থেকে সুরক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ৩টি ওয়াসব্লক স্থাপন করা হয়েছে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিব বর্ষে ১৪০০ আইটি দক্ষ জনবল গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- জেলায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ময়লা ফেলার ঝুড়ি স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিব বর্ষে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন ক্যাম্পাস গ্রিন ক্যাম্পাস কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।
- মুজিব বর্ষে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়াল পত্রিকা এবং বঙ্গবন্ধু স্মরণিকা (সামর্থ্য অনুযায়ী) প্রকাশের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়।
- প্রতি বুধবার জেলা প্রশাসকের সঞ্চালনায় 'মুজিব বর্ষ তারুন্যের ভাবনা' শীর্ষক অনুষ্ঠান চলমান রয়েছে যা তরুনদের মাঝে মুজিববর্ষের বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহের

সাতক্ষীরা জেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্ধারকৃত খাস জমি :

- মোট খাস জমি উদ্ধার =৭৮.৩৬ একর, অকৃষি খাস জমি = ৫.৭৮ একর এবং কৃষি খাস জমি = ৭২.৫৮ একর।

জেলা: নড়াইল

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- অসহায় ও আশ্রয়হীনদের জন্য শান্তি নিবাস নির্মাণ;
- নড়াইল চিত্রা নদীর পাড়ে হাটবাড়িয়া জমিদার বাড়িতে ''হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি ডিসি পার্ক নির্মাণ''
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন;
- "তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি" এ স্লোগানকে সামনে রেখে যুব সমাজকে ক্যাপাসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে রুপান্তর;
- "আমার গ্রাম আমার শহর" এ স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ অগ্রগতি : ৮০% প্রাপ্ত ডাক শতভাগ ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ; অগ্রগতি : ১০০% ভিক্ষুকমুক্ত কার্যক্রম টেকসইকরণ;
- জেলার সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন;
- জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জেলার অন্তর্গত খাস পুকুরসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও সংস্কার;
- নড়াইল সদর উপজেলা ভূমি অফিসের মিউটেশনসহ অন্যান্য আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি;
- নড়াইল জেলাকে গৃহহীনমুক্তকরণ :
- শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম চালুকরণ/বৃদ্ধিকরণ।

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নতকরণ;
- জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নতকরণ;
- নড়াইল জেলাকে মাদক ও বাল্যবিবাহ মুক্তকরণ;

- নড়াইলকে পর্যটন সম্ভাবনাময় জেলায় পরিণতকরণ;
- যুবসমাজকে তথ্য প্রযুক্তি ও আইসিটিতে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরকরণ;
- বিষমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূলের প্রদর্শনী প্লট তৈরী, উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকরণ;
- কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- গৃহহীনমুক্ত নড়াইল জেলা গঠন;
- ভিক্ষুক পূনর্বাসন কার্যক্রম টেকসইকরণ;
- সরকার নির্ধারিত "আমার গ্রাম আমার শহর"কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণকরণ;
- উদ্ভাবন ও আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন;
- ই-ফাইলিং কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন;
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- মহাসড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ মহাসড়ক যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তুলে পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলো সংরক্ষণ; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা/সেমিনার অনুষ্ঠান,
- জেলার প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন,
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান,
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ,
- জেলা ও উপজেলায় নারী উন্নয়ন ফোরামের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া ও নির্যাতিতা নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন,
- 'ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল' কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন;
- নদী দখল ও দূষণরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- স্থানীয় কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ ও উদ্বৃত্ত কৃষিজ পণ্যের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ;
- কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং
- প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ সংরক্ষণ করে পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সমন্বয়সাধন;
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন;
- জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সুসংহতকরণ;
- আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- নড়াইলকে পর্যটন সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে গড়ে তোলা;
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং মুজিববর্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- ইনোভেশনের মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস সহজীকরণ এবং
- সিটিজেন জার্নালিজম ও সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও নাগরিক সেবা প্রদান।

শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন বাল্যবিবাহ, মাদক, ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তপসিলভূক্ত অন্যান্য সকল আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন;
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন;
- অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
- (কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ও মাদ্রাসার শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, মসজিদের ইমাম এবং স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক সভার আয়োজন;
- ভূমি মেলার আয়োজন;
- ইনোভেশনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পাবলিক সার্ভিসসমূহ সহজীকরণ;
- সিটিজেন জার্নালিজম ও সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান;
- মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এবং ই-মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ সহকারীদের অংশগ্রহণে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ভূমি প্রশাসনের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (ভূমি), শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং শ্রেষ্ঠ সার্ভেয়ারকে সম্মননা প্রদান;
- জেলা ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভূমি বার্তা প্রকাশ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ;
- Online Complainn Management System চালুকরণ;
- সেবা গ্রহীতাদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ এবং
- ডিজিটাল রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা।

ই-গভর্নেন্স /ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে ই-নাগরিক সেবা প্রদান অর্থ্যাৎ অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিক সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র, ওয়ারিশ সনদপত্র এবং ট্রেডলাইসেন্স প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- উদ্ভাবনী ও আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে জেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
- গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান ও নারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ;
- নড়াইল জেলাকে পর্যটন সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে গড়ে তোলা ;
- জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক মাপ ও রং এর জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন;
- উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তরকরণ;
- জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি প্রাথমিকবিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণতকরণ;
- অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ পরিবেশ সৃজন করে বৈশ্বিক তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলা;
- তালগাছ রোপনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা;
- নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে কচুরিপানা পরিষ্কার অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বৃদ্ধি করা, পানি দূষণমুক্ত করা, মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধি করা এবং নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন করা;
- অপসারিত কচুরিপানা দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরীর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং
- সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং নিজ বাড়িতে ছাদ বাগান তৈরী।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কর্মভিত্তিক সেবা বিভাজন চার্ট প্রণয়ন।
- সেবা সহজীকরণ (ডিজিটাল হাজিরা, পরিচয়পত্র তৈরি, ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন)

- প্রতিমাসে মাসসেরা কর্মচারী নির্বাচন, সনদ ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মে উৎসাহিতকরণ।
- কালেক্টরেট স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

মোট আবেদনের সংখ্যা: ১৯টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা: ১৯টি এবং তথ্যকমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা : নাই।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয় :

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ;
- 'ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল' কর্মসূচির মাধ্যমে নড়াইল জেলাকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য
- জেলার বিভিন্ন স্থানে ১০ (দশ) লক্ষাধিক বৃক্ষের চারা রোপণ এবং জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ডাস্টবিন স্থাপন,
- সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকল বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা;
- কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামদের জন্য সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দায়িত্ব ওকর্তব্য বিষয়ক সভা আয়োজন এবং
- গৃহহীন পূনর্বাসিত ব্যক্তিদের (প্রাক্তন ভিক্ষুক) গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থাকরণ।
- এ জেলায় এস.এ. অ্যান্ডটি অ্যাক্ট অনুযায়ী উদ্ধারকৃত খাস জমির মোট পরিমাণ- ০.১৯১৫ একর।

জেলা: ঝিনাইদহ

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

ভূমি উন্নয়ন কর: ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৭,৫২,৫৯,৭৮০/-টাকা আদায় হয়েছে। বিগত বছরে আদায় হয়েছিল ৭,৯২,২৭,৮১১/-টাকা। কোভিড-১৯ এর কারণে ২ মাস অফিস বন্ধ থাকায় প্রায় ৫% কম আদায় হয়েছে।
নামজারী মামলা নিষ্পত্তি: নামজারী মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ১৪,০৬৯টি। পূর্ববর্তী বছরে নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৫,৯৪২টি। কোভিড-১৯ এর কারণে ২ মাস অফিস বন্ধ থাকায় ১২.৭৪% কম হয়েছে।
ভিপি আদায় হয়েছে ভিপি আদায় হয়েছে ১১,২৯,৭৫৬/- টাকা। বিগত বছরে আদায় হয়েছিল ৯৮৬৮২২/- টাকা। বিগত বছরের তুলনায় ১২.৬৫% বেশি আদায় হয়েছে।
সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করে আদায় ৫৯টি সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করে আদায় হয়েছে ১,৫৪,০৭,২৭২/- টাকা। বিগত বছরে ১,৮৬,৭০,৩০৩/- টাকায় ইজারা হয়। এবছর ০২টি সায়রাত মহাল ইজারা প্রদানের কার্যক্রম চলমান বিধায় ১৭% কম আদায়। ইজারা সম্পন্ন হলে আদায় বেশী হবে।
বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা।
লাইব্রেরী স্থাপন প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে লাইব্রেরী স্থাপন করা।
ওয়াশকর্ণার স্থাপন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশকর্ণার স্থাপন করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালুকরণ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালুকরণ এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ এবং আগমন ও প্রস্থান বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে অভিভাবকদের অবহিতকরণ।
কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তকরণ কে পি আই অনুযায়ী কৃষি খাস জমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান করা।
ভিক্ষুকদের পূনর্বাসন ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনপূর্বক ভিক্ষুকমুক্ত করা হবে। পূনর্বাসন কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে।
ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আদিবাসিদের জীবণযাত্রার মানউন্নয়নের জন্য শিক্ষা বৃত্তি ও আয়বর্ধনমূলক উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে।
শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে।
গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ 'জমি আছে ঘর নেই' ব্যক্তিদের জন্য ঘর নির্মাণ এবং 'জমি নেই ঘর নেই' এমন পরিবারের জন্য গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হচ্ছে।
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস টাইমে শিশুর যত্ন নেয়ার জন্য কালেক্টরেট সহ প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- কর্মচারীদের কল্যাণে কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট চালু আছে।
- অফিসার্স ক্লাব, লেডিস ক্লাব ও কর্মচারী ক্লাব নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান এ কালেক্টরেটে রয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে প্রতি বছর শিক্ষামূলক ভ্রমণ/বনভোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : আবেদনের সংখ্যা-২৪টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ২৪টি এবং কোন আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি-পত্রের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য দপ্তর যেমন- জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ই নথির মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করে ইতোমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলায় ৬৭টি ইউডিসি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭৪টি ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনসেবায় প্রশাসন-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নাগরিকদের সাথে প্রশাসনের মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক এ একটি পেইজ খোলা হয়েছে। District Administration Jhenaidah এই পেইজ এ জেলা প্রশাসনের নানামুখী কর্মকান্ড ও সেবা সম্পর্কিত পোস্ট দেয়া হয়। জনগণ এতে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করতে পারেন। ই-মোবাইল কোর্ট সফলভাবে পরিচালনার জন্য ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রশংসাপত্র অর্জন করেছে ।ভূমিসেবা সহজ ও আধুনিকায়ন করতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। বর্তমানে ঘরে বসেই করা যায় ভূমির পর্চার আবেদন। ভূমিসেবা উন্নয়নে জমির পর্চাসমূহ ডিজিটালি আর্কাইভ করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা ও জেলাবাসীর উন্নয়নে জেলা প্রশাসন ঝিনাইদহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনলাইনে নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকান্ড দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকটি ভূমি অফিসে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের জন্য ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয় :
জেলা প্রশাসনের কাজের পরিধি ও ব্যাপকতা অপেক্ষা জনবল খুবই অপ্রতুল। জনবল নিয়োগের বিষয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও কম্পিউটারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদিরও সংকট রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের নানাবিধ সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

জেলা: মাগুরা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ৯৩৬টি
- ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৪হাজার টাকা
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (mmc) ২৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করা হচ্ছ
- সায়রাত মহাল বন্দোবস্ত প্রদান ৫২ লক্ষ ১০ হাজারটাকা
- কম্পিউটার ল্যাব ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্টানে কম্পিউটার ল্যাব এবং ৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপিত করা হয়েছে
- ভূমি রেকর্ড হালনাগাদকরণ ২০৫৮৫টি
- প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৯০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ফ্রন্ট ডেস্ক ফ্রন্ট ডেস্ক আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সকল সরকারিফরম বিনামূল্যে এখানে পাওয়া যায়
- ই-নথি কার্যক্রমই-নথির মাধ্যমে অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

- সিটিজেন চার্টার সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার উন্মুক্ত স্থানে টানানো হয়েছে এবং জেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছেগ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন কাবিখা প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কি.মি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে
- গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কাবিটা প্রকল্প বাস্তবায়ন ১২৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে
- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ২৫০০০ জন
- ওয়েব পোর্টাল মাগুরা জেলায় ০৫টি পোর্টাল রয়েছে। এসব পোর্টালে ২১১টি সরকারি অফিসের তথ্য রয়েছে
- ই-মেইল ব্যবহার বিভিন্ন দপ্তরে ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।প্রতিমাসে গড়ে প্রাপ্ত মেইলের সংখ্যা প্রায় ১৮৫টি এবং প্রেরিত মেইলের সংখ্যা প্রায় ১২৫টি।
- জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৫৩,৪৬৩জন
- ফেসবুকের ব্যবহার ফেসবুক ব্যবহারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকান্ড জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যা/অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে
- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২০টি
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার(ইউডিসি) মাগুরা জেলার ৩৬টি ইউনিয়ন ডিজিটালসেন্টারে সেবার তালিকা ঝুলানো হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে দৈনিক তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। ইউডিসিসমূহে ৭২ জন নারী-পুরুষ উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান হয়েছে
- ভিডিও কনফারেন্স ৩১টি
- জিআর প্রদান ১৩২৫.৯৫০ মে.টন
- ভিজিএফ প্রদান ৩৬৬.৪০ মে.টন
- টেস্ট রিলিফ প্রদান ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা
- আইসিটি বিষয়ক সভা ১২টি।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- জেলার আন্তঃবিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহসহজেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন;
- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর,টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, আমার বাড়ী আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয় সাধন;
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি :
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায় আওতায় অভিযোগ নিষ্পিত্তি;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রবাসীদের ডাটাবেস প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন;
- জাতীয় ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা পদ্ধিত সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সকল স্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- জেলা প্রশাসনের সকল দপ্তরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন
- ডিজিটাল রেকর্ডরুম স্থাপন
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ই-নামজারী চালুকরণ
- টি আর প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ
- আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ

শৃঙ্খলাজনিতওদুর্নীতিপ্রতিরোধেগৃহীতকার্যক্রম : শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ০২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :
মাগুরা কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও মানবিক বিবেচনায় কর্মচারীদের আবেদন সাপেক্ষে স্থানীয়ভাবেও বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।
তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ –এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০৭টি, আবেদন নিষ্পত্তি ০৭টি, তথ্য কমিশন বরাবর আপিল দায়ের- নেই।

জেলা: কুষ্টিয়া

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপন।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ নির্মাণ ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নীচ তলায় বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন।
- প্রশাসকের কার্যালয় এবং বাসভবনের গার্ডেন লাইট স্থাপন।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনের দুটি পুকুর (জোড়া পুকুর) কে কেন্দ্র করে সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম তথা ডিসি পার্ক নির্মাণ।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১.১৪ একর অবৈধ দখলীয় সরকারি জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান কেপিআই অর্জন।
- লালনের মিউজিয়াম সংস্কার।
- ডিসি বাংলোর ছাতা স্থাপন, সৌন্দর্যবর্ধন সভাকক্ষ, অফিসকক্ষের ইন্টেরিওর সজ্জিতকরণ ও কনফারেন্স রুমের সংস্কার।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- গেজেটেড কর্মকর্তাদের ডরমেটরি ভবন নির্মাণ।
- কুষ্টিয়া জেলায় ননগেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি ভবন নির্মাণ।
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের বাস ভবনে গ্যারেজ কাম পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ।
- ইউ,ডি,সির মাধ্যমে শতভাগ জমির মালিককে জমির পর্চা প্রদান এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমির সকল রেকর্ড আর্কাইভকরণ।
- উপজেলা ভিত্তিক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নাগরিক শুনানি ও সেবা প্রদান।
- ফেসবুক তথা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়াসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ।
- ই- নামজারীর মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান ও ক্যাশ লেনদেন মুক্ত ভূমি সেবা প্রদান ।

- সেবা প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১৮১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ই-নথির ব্যবস্থাপনা, **e-Mobile Court**, এবং ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ, সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনা সহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ভূমি মেলার আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বৈষয়িক জ্ঞানদান।
- বাংলাদেশ সরকার-ইউনিসেফ যৌথ কার্যক্রমের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার বাল্যবিবাহ নিরোধে শিশুদের সংলাপ সংক্রান্ত সভার আয়োজন।
- সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ২২৭৩ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ। কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী ও খোকসা উপজেলায় অতিদরিদ্র ভিক্ষুকদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন।
- পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়াই নদীর তীরে গড়াই রিসোর্ট নির্মাণ।
- সকল উপজেলায় জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধেদূর্নীতির কারণে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় । বর্তমানে ০১ জন সার্ভেয়ারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান আছে ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা প্রশাসন হতে বেসামরিক প্রশাসনের চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে ৮৫,০০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ) টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে । এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১৪৫ জনের মাঝে ৬৫,৯০,০০০/-(পঁয়ষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে । জেলা প্রশাসনের ২২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণসহ ই-নথি ও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা: মেহেরপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২০,৫৭,৮০০.০০ (কুড়ি লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত) টাকা।
- ০২(দুই) জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।
- কালেক্টরেটের লাইব্রেরীর জন্য ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে।
- ৩৫ (পয়ত্রিশ) জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রশিক্ষণ, ১৬ জন কর্মকর্তা এবং ৪০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারীকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ প্রশাসন ও ই-মোবাইল কোর্টে নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ০৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ই-সার্ভিস এবং কম্পিউটার বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সকল কর্মচারীকে ০৩(তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অনলাইন ভিত্তিক নথি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম।
- ই-সার্ভিসের মাধ্যমে শতভাগ নথি নিষ্পত্তিকরণ।
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- দারিদ্র দূরীকরণ এ জেলায় ভূমিহীনদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদেরকে পর্যায়ক্রমে খাস জমি বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।
- দারিদ্র বিমোচনে ভিক্ষুক পুনর্বাসন : এ জেলায় ইতোমধ্যে ৬৮৩ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৭,৫৩,৪৪২/- (সাত লক্ষ তিপান্ন হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) টাকারআর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে দারিদ্র বিমোচনে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান আছে।
- গুণগত শিক্ষাদান এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭২টি এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ১৫০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট এর মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠদান চলছে। এছাড়া এ জেলার সদর উপজেলায় ১০৮টি, গাংনী উপজেলায় ১৬২টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এ জেলার৮০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড-ডে মিল চালু রয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- কার্যালয়ের নিরাপত্তা প্রাচীর ও গেট তৈরি।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতিতদন্ত কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

- মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দন্ড প্রদান।
- নিজ কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরার স্থাপন করা হয়েছে।
- অযাচিত আগন্তকদের আগমন এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে রেজিস্টার বই রাখা হয়েছে।
- জেলা দুর্নীতি দমন কমিটির সদস্যদের কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০১৯ সালে ৫২টি ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম পচালিত হয়েছে।
- NESS-এর মাধ্যমে শতভাগ পত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তির আওতায় এনে তাদের পড়াশুনার ব্যয়ভার লাঘব করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- খননকৃত ভৈরব নদীর উভয় তীরে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম।
- মুক্ত জলাশয়গুলোতে ও ভৈরব নদীতে মৎস্য অবমুক্তকরণ ও অভয়াশ্রম ঘোষণা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে তাদেরকে সেলাই মেশিন, কাপড় বুননের সুতা, ছাগল ও ভেড়া এবং গবাদি পশু প্রদান।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।
- ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও তাদের কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মেহেরপুর সদর উপজেলায় আমঝুপি ও গাংনী উপজেলায় ভাটপাড়া নীলকুঠিতে ডিসি ইকোপার্ক স্থাপন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয় :

- ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর কার্যক্রম হিসেবে জেলা রেকর্ডরুম হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমির সার্টিফাইড কপি (পর্চা) সরবরাহকরণ।
- ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সকল প্রকার আবেদনপত্র/পত্র গ্রহণ ও নথি ব্যবস্থা কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।
- ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রদান।
- তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহকরণ।
- জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ।
- মোবাইল ভূমি সেবা প্রদান।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসংক্রান্ত কার্যক্রম।

জেলা: চুয়াডাঙ্গা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন এবং ‘শান্তির দূত’ নামক স্মরণিকা প্রকাশ;
- জীবননগর উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিতে জাইকার অর্থায়নে ভিক্ষুক পুর্নবাসন মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিক্ষুকদের জন্য ২০টি দোকনঘর দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে পুজি দেয়া হয়েছে; উল্লেখ্য, খুলনা বিভাগকে ভিক্ষুকমুক্ত করার ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ জেলায় ১৫৯৫ (এক হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) জন ভিক্ষুককে পুর্নবাসন করা হয়েছে;
- পল্লী এম্বুলেন্স চালুকরণ : উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর এর উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ০২ (দুই)টি ইউনিয়নে পল্লী এম্বুলেন্সচালু করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক সময়ে যাত্রী পরিবহন করবে এবং দরকার মত সিট কনভারসনের মাধ্যমে এম্বুলেন্স হিসেবে কাজ করবে। পল্লী এম্বুলেন্স চালুকরণ এ জেলার সাধারণ মানুষের জন্য আর্শীবাদস্বরুপ। এই এম্বুলেন্সের মাধ্যমে অল্প খরচে রোগীকে যে কোন সময় হাসপাতালে নেওয়া যাবে পল্লী অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্প সাধারণ মানুষের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে (পল্লী অ্যাম্বুলেন্স) গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে গর্ভবর্তী মায়েরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন;

- "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ("দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স") বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসন, চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং ব্যাডমিন্টন খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে;(চিত্র-৬)
- এ জেলায় ডে-কেয়ার সেন্টার, পাখির অভয়ারণ্য, বৃক্ষরোপন, কৃষি খাস জমিতে সাইনবোর্ড লিখন এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;
- ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ; ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০০জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে;
- বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের কাজ চলমান আছে;
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইড লাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রতিটি ইউনিয়নে ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত সবজি, কার্বাইডমুক্ত কলা ও ফরমালিনমুক্ত আম উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- আলমডাঙ্গা উপজেলায় শেখ হাসিনা শান্তি নিবাসের কাজ চলমান;
- চুয়াডাঙ্গা জেলার জনসাধারণের সমস্যাসমূহ দূরীকরণে অভিযোগের ভিত্তিতে সপ্তাহে ০১ (এক) দিন (বুধবার) নিয়মিত গনশুনানী গ্রহন করা হচ্ছে;
- জেলার নাগরিকদের চিত্তবিনোদন এবং আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ধারায় বিকশিত করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার শিবনগর নামক স্থানে ডিসি ইকো পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।"ডিসি ইকোপার্ক" নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে একটি বিল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ মোট ১২৩.২৩ একর এলাকা নিয়ে ইকোপার্কটি চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার নাগরিকদের চিত্তবিনোদনের স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে।উক্ত ডিসি ইকো পার্কে ১০৬ প্রজাতির ১২,১৫৮ (বার হাজার একশত আটান্ন)টি প্রসিদ্ধ ও বিলুপ্তপ্রায় ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছ রোপন করা হয়েছে। ইকোপার্কে ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদন , মাস্টার প্লান প্রণয়ন, ২টি কটেজ নির্মাণ, ২টি Eco-friendly বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ৪টি রাইড নির্মাণের জন্য সিভিল ওয়ার্ক সম্পাদন, ২৫০০ ফিট ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং ৪টি পিকনিক স্পটের নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে;

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ;
- ডিসি ইকো পার্ককে আধুনিকীকরণ ও উন্নতমানের পর্যটন ও নির্মল বিনোদন কেন্দ্রে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন;
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর সংরক্ষণ ও নজরুল স্মৃতি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন;
- সেবাপ্রার্থীদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য সমগ্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-কে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) এর আওতায় নিয়ে আসা এবং সমগ্র জেলায় ই-ইলাইন স্থাপন;
- নাগরিকরা ঘরে বসে যাতে পর্চা পেতে পারে সেজন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ১০০% ভাগ পর্চা সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- জেলার নাগরিকদের চিত্তবিনোদন এবং আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ধারায় বিকশিত করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার শিবনগর নামক স্থানে ডিসি ইকো পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।"ডিসি ইকোপার্ক" নির্মাণের কাজ অনেকদূর অগ্রসর

হয়েছে। একটি বিল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ মোট ১২৩.২৩ একর এলাকা নিয়ে ইকোপার্কটি চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার নাগরিকদের চিত্তবিনোদনের স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে।উক্ত ডিসি ইকো পার্কে ১০৬ প্রজাতির ১২,১৫৮ (বার হাজার একশত আটান্ন)টি প্রসিদ্ধ ও বিলুপ্তপ্রায় ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছ রোপন করা হয়েছে। ইকোপার্কে ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদন, মাস্টার প্লান প্রণয়ন, ২টি কটেজ নির্মাণ, ২টি ইকোফ্রেন্ডলি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ৪টি রাইড নির্মানের জন্য সিভিল ওয়ার্ক সম্পাদন, ২৫০০ ফিট ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং ৪টি পিকনিক স্পটের নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে;

- জীবননগর উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিতে জাইকার অর্থায়নে ভিক্ষুক পুনর্বাসন মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিক্ষুকদের জন্য ২০ (বিশ)টি দোকানঘর দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে পুজি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, খুলনা বিভাগকে ভিক্ষুকমুক্ত করার ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ জেলায় ১৫৯৫ (এক হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ জেলায় গরীব, দু:স্থ ও অসহায়দের আত্ম কর্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; BIDA'র উদ্দ্যোগে ২০০(দুইশত)জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মাল্টি মিডিয়া ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠন ও শিক্ষার মানন্নোয়নে নিবিড় তদারকিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যক্রমকে গতিশীল করাসহ নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া পিছিয়ে পড়া শিশুদের উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার পরিকল্পনাসহ লিঙ্গ সমতাকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :
দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে এ জেলায় মানববন্ধন, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সততা সংঘ ও পরামর্শ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।
ই-গভর্নেন্স/ ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ইনোভেশন বিষয়ে এ জেলায় ৫৭টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে হতে প্রতি মাসে ই-ফাইলিং-এ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরষ্কৃত করা হয়।

১০.৪ সিলেট বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বিজয় ফুল তৈরি, গল্পরচনা, কবিতা রচনা, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয় এবং দলগত দেশাত্মবোধক ও জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও সচেতনতা' শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রচার, প্রেস ব্রিফিং এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সেমিনারের আয়োজন করে এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনাসহ হজ্জ যাত্রী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে হজ্জ যাত্রী এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন এর সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়।

স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম জোরদারকরণে স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়েটিআর বরাদ্দ ৫২,১২,৫০০ টাকার বাস্তবায়ন করা হয়। রাজস্ব আপিল মামলা ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহের ১০০% নিষ্পত্তি করা হয় এবং ২টি আন্ত:জেলা খেয়াঘাট ইজারা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পসহ সিলেট বিভাগের অন্যান্য উন্নয়নমূলক ৩০টি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ের একজন একজন অফিস প্রধানসহ মোট ০৩ জন কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উপজেলা ভূমি অফিসের ১৬০ জন, স্থানীয় সরকার শাখার ০৯ জন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সকল কর্মচারীকে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩৫ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে বদলি করা হয়। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, মোবাইল কোর্ট মনিটরিং এবং ২০টি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিদর্শন করা হয়।

সিলেট বিভাগে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদককে প্রতিহত করতে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদক ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ৪টি সমাবেশ, সন্ত্রাস ও নাশকতা সংক্রান্ত কোর কমিটির ৩টি সভা, জাতীয় চোরাচালান প্রতিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির ৫টি সভা, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের জন্য ৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং বিভাগকে বাল্যবিবাহমুক্ত বিভাগ হিসেবে অব্যাহত রাখার জন্য ১২টি সভার আয়োজন করা হয়।

সিলেট বিভাগ ২৫টি ইনোভেশেন আইডিয়া নিয়ে বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ডিজিটাল বিভাগ পুরস্কার গ্রহণ করে। ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত পত্রসংখ্যা শতভাগ এবং মার্চ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত পরপর ০৪ মাস ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদনে সিলেট বিভাগ প্রথম স্থান অর্জন করে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সমতা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূলে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা। অনলাইনে পর্চার আবেদন গ্রহণ ও বিতরণ, ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে শতভাগ নথি নিষ্পত্তিকরণ, অনলাইন ভিত্তিক সব ধরণের সেবা প্রদান করা এবং অন্যান্য সকল ধরণের সেবা Citizen Charter-এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে দ্রুত দেয়ার ব্যবস্থা করা। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করা, দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন, নাগরিক সেবা সহজীকরণ, নারী উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, বাল্যবিবাহ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। উন্নয়ন ও জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিমাসে প্রমাপ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী/ক্ষুদ্রঋণ কার্য়ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা মুক্তির জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম যেমন বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিদর্শন ও কার্যক্রমসমূহ মনিটরিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণ ও নতুন নতুন সেবা প্রদানের জন্য ইনোভেশনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

দাপ্তরিক সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা আনয়নসহ ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দ্রুত সেবা প্রদান এবং শতভাগ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

প্রতি মাসে বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলার সভা এবং বিভাগীয় কোর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সভা প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ সকল পত্রাদি ই-ফাইলিং-এ মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৮৪৭৯টি ডাক গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত সময়েরসহ ৮৫৮৪টি ডাক নিষ্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে নোটে নিষ্পন্ন হয়েছে ৫৫১০টি। পত্রজারী হয়েছে ১৬৮১টি। সিলেট বিভাগের সকল বিভাগীয় দপ্তরসমূহে ই-নথি চালু করার জন্য ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত সঠিক সময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থানের জন্য ডিজিটাল হাজিরা (বায়োমেট্রিক মেশিন) স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কর্মচারীগণ বায়োমেট্রিকের পরিবর্তে আই কন্টাক্টে হাজিরা প্রদান করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের সাফল্য ও অগ্রযাত্রা গণমাধ্যমের পাশাপাশি প্রচারণামূলক কার্যক্রমকে মাঠপর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সব শ্রেণির মানুষের মাঝে সরকারি সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ‘সরকারি তথ্য ও সেবা সব সময়’ স্লোগান নিয়ে ৩৩৩ নম্বর চালু করা হয়েছে। সংকটকালীন বর্তমান পরিস্থিতিতে মাত্র একটি ফোন কলেই মিলছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ও ত্রাণ সামগ্রী।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) প্রাদুর্ভাবকালীন সরকার ঘোষিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ডিজিটালভাবে সরকারি কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে Zoom ভিডিও কনফারেন্স এ্যাপ ব্যবহার করে এ কার্যালয়ের সকল সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোভিড ১৯ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের তরল হাত ধোয়ার সাবান, জীবানুনাশক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অফিসে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অফিস ভবনে প্রবেশ করার পূর্বে সকলের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

সিলেট বিভাগের চারটি জেলায় ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জমির পর্চা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে এবং ইউডিসি-র মাধ্যমে প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সহকারী প্রোগ্রামারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও কল সেন্টার ৩৩৩ মাধ্যমে যে কোন নাগরিক পর্চার আবেদন দাখিল করতে পারবে। এ ছাড়াও গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে সিলেট বিভাগের ৪০টি উপজেলায় ই-মিউটেশন চালু করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে রিপোর্ট/রিটার্ণ প্রেরণ করতে হয়। এ কার্যক্রমকে সহজিকরণ করার জন্য রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি এ কার্যালয়ে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিস সরাসরি এই প্ল্যাটফরমে ডাটাএন্ট্রি করবে এবং সিস্টেম হতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে রিপোর্ট তৈরি হবে। যার ইউআরএল rms.gov.bd. এ ছাড়াও সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলার সার্কিট হাউজের ডিজিটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য সার্কিট হাউজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। সিলেট সার্কিট হাউজে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের উদ্যোগে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২০ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত শোকেসিং এ সিলেট বিভাগের সকল জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে শ্রেষ্ঠ ইনোভশন উদ্যোগসমূহকে স্থান দেয়া হয়েছে। শোকেসিং এ বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ০৩টি উদ্যোগকে পুরস্কৃত করা হয়। বিভাগের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবা ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে পৌরসভার সকল মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সচিবদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি প্রতিষ্ঠান দাপ্তরিক কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথা ফেসবুকে সরকারী নীতিমালা অনুসারে দৈনন্দিন যোগাযোগসহ নাগরিক সেবা প্রদান, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও নাগরিক সমস্যা সমাধান করে আসছে। যার লিংক http://www.facebook.com/divisionalcommissioner.sylhet

এ কার্যালয় থেকে রাজস্ব আপীল মামলার নকল প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদেশের কপি হলে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে এবং পরিপূর্ণ নকল হলে ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তির অভিযোগ পরামর্শ গ্রহণের জন্য এ কার্যালয়ে স্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ভূমি অফিসসমূহের সেবা সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে 'সেবাকুঞ্জ' বা ভিন্ন ভিন্ন নামে হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

এ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষসহ কর্মকর্তগণের কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ কক্ষ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। দাপ্তরিক সার্বক্ষণিক যোগাযোগের স্বার্থে প্রতি শাখায় ইন্টারকমের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকিং সিষ্টেমের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বছরে ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ হতে প্রতিরোধের জন্য এ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য উন্মুক্তস্থানে বেসিন, জীবাণুনাশক এবং তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিবছর বিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রাপ্ত আবেদন ০৬টি, সরবরাহকৃত তথ্য সংখ্যা ০৬টি এবং তথ্য কমিশন বরাবরে দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ০৩টি।

জেলা : সিলেট

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। ভূমি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ৩টি ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। রাজস্ব অফিসসমূহের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৩৮ দিন দর্শন/পরিদর্শন করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে ৬,৯০,৯০৫টি সিএস ও এসএ খতিয়ান মৌজা ভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

‘জমি আছে ঘর নাই প্রকল্প’ বাস্তবায়ন এ জেলায় মোট ২০৮২টি ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ০১টি ঘরের কার্যক্রম চলমান আছে। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৪০,০০০/- টাকা এ জেলায় বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম ১০ দিন দর্শন/পরিদর্শন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ১০টি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক তদারকির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যথাযথ মর্যাদায় মোট ২৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও সচেতনতা’ শীর্ষক সেমিনার করা হয়েছে। স্কুল ছাত্রীদের জন্য এ জেলায় ৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গালর্স ফ্যাসিলিটিশ রুম তৈরি করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

ভূমি উন্নয়ন করের **দাবি** সঠিকভাবে নির্ধারণ করে ভূমি মালিকদের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ, এসএ ও সিএস খতিয়ানসমূহ স্ক্যানিং করে মৌজাভিত্তিক সংরক্ষণ করা, পাহাড়/টিলার পাদদেশে ঝুকিঁপূর্ণ স্থানে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া, অননুমোদিতভাবে যন্ত্রপাতি দিয়ে অবধৈভাবে পাথরকোয়ারী থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি কর্মসূচীর আওতায় এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুক্তিযোদ্ধা ই-ভাতা সিস্টেম বাস্তবায়ন করা, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর নিবন্ধন ও তাদের দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রতিবন্ধীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, ভূমিকম্পের বিষয়ে সর্তকতামূলক ক্যাম্পেইন ও ফেস্টুন বিতরণ, উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ অবৈধ দখলমুক্ত করা।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ৩৯+১ সূচক নির্ধারণক্রমে এটুআই প্রোগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিমাসে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে ৪২টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া Zoom App ও সিস্টেমের মাধ্যমে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৩৯টি ভিডিও কনফারেন্স সম্পাদিত হয়েছে। এটুআই প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট এ ই-ফাইলিং সিস্টেমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুয়ারি-জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত ১৯১৫৪টি ডাক গ্রহণ করা হয়েছে এবং পত্র জারি করা হয়েছে ৪১০৯টি। জুন ২০২০ মাসে এ ক্যাটাগরির জেলার মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেটের অবস্থান ৫ম।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “জেলা প্রশাসন, সিলেট” নামে সিলেট জেলার একটি ফেইসবুক পেইজ আছে যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৭,৮০০ জন। ফলে জেলা প্রশাসনের সাথে জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সিলেট জেলায় গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জেলা ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জেলা ইনোভেশন শোকেসিং এ ১৯ জন উদ্ভাবক তাদের প্রজেক্ট/উদ্ভাবন প্রদর্শন করেন এবং শ্রেষ্ঠ ৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিভাগীয় পর্যায়ে শোকেসিং এ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ও এর অধীনস্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ এবং উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিমাসে ০৫ ঘন্টা করে মোট ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউল মোতাবেক অত্যন্ত সফলভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয় এবং এতে ৩৭ জন কর্মকর্তা ও ১৭১ জন কর্মচারী যথারীতি উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা ৭৪ এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৫৪।

এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ :

এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ ১১.১৯ একর।

জেলা : হবিগঞ্জ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

হবিগঞ্জ জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলায় পর্যটন শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রিক জেলা ব্র্যান্ডিং লোগো প্রস্তুতসহ জেলা ব্যান্ড বুক এবং বিভিন্ন স্যুভেনির প্রস্তুত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পর্যটন স্পটে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং জেলা ওয়েবসাইটে পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন হচ্ছে। জেলায় বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিত করে তথ্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি পর্যটন আকর্ষণী স্থান (১) পানছড়ি ইকো রিসোর্ট, চুনারুঘাট, (২) উচাইল (শংকরপাশা) শাহী মসজিদ ও (৩) বিতঙ্গাল আখড়া, বানিয়াচং এর ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ট্যুরিজম বোর্ডে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পানছড়ি ইকো রিসোর্টের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ১,০০,৩০,১২৫/- (এক কোটি ত্রিশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকা, মাধবপুর উপজেলাধীন মাধবপুর বাজার পুকুর (পার্ক), বাহুবল উপজেলাধীন সনাতন ধর্মালম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান শচী অঞ্জন ও বানিয়াচং উপজেলাধীন বিথঙ্গাল বড় আখড়ায় পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০,০০,০০০/= (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলার জগদীশপুর মোড় হতে চুনারুঘাট উপজেলা পর্যন্ত ২৪ কি.মি. রাস্তাকে গ্রিন ড্রাইভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বহসড়কে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের অফিস ও সম্মেলন কক্ষকে আধুনিকায়ন করাসহ সার্কিট হাউজের প্রতিটি কক্ষ ও ওয়াশরুম টাইলস ফিটিংসহ সংস্কার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ও বাসভবনের অভ্যন্তরে রাস্তা সংস্কার, প্রবেশ পথ, পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণসহ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগণের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচির কাজ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১১,৩৬,৩৫,২৭১/- টাকার বিপরীতে ১৩৩৯১ জন শ্রমিকের মাধ্যমে ২৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বি করার মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আনয়ন ও দরিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলায় এ পর্যন্ত ১৮১৯টি সমিতির ৭৮০৫০ জন সদস্যকে ১০৭২৬.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ বাবদ ৫০৪১.৯৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

জনউদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এর লক্ষে শান্তি-শৃংখলা বজায়, ইভটিজিং মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য ২৪৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ১০ (দশ) জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৭,৪০,৬৩০/- (সতের লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয় ত্রিশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

মাদক ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, ভিক্ষুকমুক্তকরণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল, দারিদ্র বিমোচন, অনাবাদি জমি চাষের আওতাভূক্তকরণ, শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ নিরোধ, শতভাগ ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন, পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ব্র্যান্ডিং ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউজ আধুনিকায়ন করা হবে।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী/ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা মুক্তির জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম যেমন বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিদর্শন করা হবে। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তদারকিসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু রাখার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।টিআর/কাবিটা/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

দাপ্তরিক সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দ্রুত সেবা প্রদান করা হয়েছে। জেলার সকল ভূমি অফিসে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য One Stop Service প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে এ জেলার সকল প্রতিবন্ধী/ঝুঁকিতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে আর্থিক, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১,৪২,৫০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সকল সরকারি বিনামূল্যের ফরম এখানে পাওয়া যায়। সকল নাগরিক আবেদন ফ্রন্ট ডেস্ক শাখায় গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫৮৬৩টি পত্র ফ্রন্ট ডেস্ক শাখায় গ্রহণ করা হয়।

ই-নথির মাধ্যমে অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নথির মাধ্যমে ১৫৫৩৯টি পত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে, আসামঞ্জস্যতা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রতিদিন ০৪ জন কর্মচারী অফিস চলাকালীন সময়ে সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। প্রতিদিন গড়ে ১০০/১৫০ জনকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ জেলায় ২০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ চলমান আছে। “Online Land Development Tax Assessment & Collection System” প্রকল্পটির কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ডাটাবেজে ইনপুট দেয়া হয়েছে। যে সকল ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর ম্যানুয়্যালি পরিশোধ করেছেন তাদের তথ্য আপডেট করা এবং মিউটেশনের মাধ্যমে যে সমস্ত নতুন খতিয়ান সৃজন করা হয়েছে সেগুলোর সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া Case Information and Management System (CIMS) পাইলটিং প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জের এডিএম কোর্টের তথ্য নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে ইনপুট দেয়ার ফলে সেবা প্রত্যাশীগণ মামলার সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পারছেন।

জানুয়ারী’ ২০১৮ থেকে সকল উদ্যোক্তা ‘‘একসেবা’’ সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য আপলোড করছে। ইউডিসি সমূহে ১৩৯ জন নারী পুরুষ উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিটি ইউডিসির মাসিক গড় আয় প্রায় ৬,৩৯০/= টাকা। দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ হতে ১৫০টি খতিয়ানের জাবেদা নকল ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য “জেলা পর্যায়ে ই-ফাইল (নথি) ব্যবহার” বিষয়ক, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বছরে ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:
তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা ১০ এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৯।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ এর বিশেষ উদ্যোগে হবিগঞ্জ কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে ১৫ আগস্ট ২০১৯ এ জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে সুচিকিৎসা ও রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ৫০ জন ডাক্তার ও ১০০ জন নার্সসহ দেড়শর বেশী স্বাস্থ্যকর্মী এ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় ৫,০০০ সেবাগ্রাহীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান, ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, ফিজিওথেরাপি, সুন্নতে খৎনা ও প্রায় লক্ষাধিক টাকার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

হবিগঞ্জ জেলায় ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ০২ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তারিখ পর্যন্ত জাতীয় নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার প্রায় সকল প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ আলোচনা অংশগ্রহণ করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ০৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বই মেলা উৎসব উদযাপন করা হয়েছে।

এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ :
এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ ৬৭.৫৯৬৫ একর।

জেলা : সুনামগঞ্জ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

সুনামগঞ্জ জেলায় পর্যটন শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রিক জেলা ব্র্যান্ডিং লোগো প্রস্তুতসহ জেলা ব্যান্ড বুক প্রণয়ন এবং বিভিন্ন স্যুভেনির প্রস্তুত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পর্যটন স্পটে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া জেলা ওয়েবসাইটে পর্যটনসংক্রান্ত তথ্য সংকলন হচ্ছে। জেলায় বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিত করে সেগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। নীলাদ্রি লেকের চার পাশে দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওর বর্তমানে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য একটি অন্যতম স্পটে পরিনত হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নৌকা, স্পিডবোট ইত্যাদির মাধ্যমে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অভ্যন্তরে রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছে এবং জনসাধারণের বসার জন্য টাইলস করে গোলচত্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং সার্কিট হাউজের প্রতিটি কক্ষ ও বাথরুম টাইলস ফিটিংসহ সংস্কার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের বাসভবনের প্রবেশ পথ, পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

জনউদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এর লক্ষে শান্তি-শৃংখলা বজায়, ইভটিজিং মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য ৬৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ০২ (দুই) জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ৯,০৫,৩৯০/- (নয় লক্ষ পাচ হাজার তিনশত নব্বই) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

মাদক ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, ভিক্ষুকমুক্তকরণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল, দারিদ্র বিমোচন, অনাবাদি জমি চাষের আওতাভূক্তকরণ, শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ নিরোধ, শতভাগ ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন, পয©টন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ব্র্যান্ডিং ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন কাযক্রম চলমান আছে।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী/ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা মুক্তির জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম যেমন বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি পরিদর্শন করা হবে। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তদারকিসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু রাখার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।টিআর/কাবিটা/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

দাপ্তরিক সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দ্রুত সেবা প্রদান করা হয়েছে। জেলার সকল ভূমি অফিসে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য One Stop Service প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভার কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) সংক্রমন প্রতিরোধে এ জেলার সকল প্রতিবন্ধী/ঝুঁকিতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে আর্থিক, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৪,২০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সকল সরকারি বিনামূল্যের ফরম এখানে পাওয়া যায়। সকল নাগরিক আবেদন ফ্রন্ট ডেস্ক শাখায় গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৩২১৮টি পত্র ফ্রন্ট ডেস্ক শাখায় গ্রহণ করা হয়। ই-নথির মাধ্যমে অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র উপস্থাপন ও নিস্পত্তি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নথির মাধ্যমে ৬৭৫১৭টি পত্র নিস্পত্তি করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরে ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রতিদিন ০৪ জন কর্মচারী অফিস চলাকালীন সময়ে সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। প্রতিদিন গড়ে ২০০/২৫০ জনকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার ও মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। Climate Volunteer Group ও পর্যটনে আর্কষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, মাদার এম্বুল্যান্স চালুকরণ, English Language Club গঠন করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশ প্রেম ও স্বাধীনতার চেতনাকে সদা সমুন্নত রাখতে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের স্মারক জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে উত্তোলন ও অবনমনের বিধানাবলী জানা আবশ্যক। তাছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্তরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকাটি বিবর্ণ কিংবা যে

খুঁটিটি পতাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হতো তা যথাযথ ছিলো না। জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জের উদ্যোগে জেলার প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কওমি মাদ্রাসা, মাদ্রাসা), কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে সঠিক মাপ ও রঙ্গের জাতীয় পতাকা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি স্ট্যান্ডসহ প্রদান করা হয়।

জানুয়ারী' ২০১৮ থেকে সকল উদ্যোক্তা ''একসেবা'' সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য আপলোড করছে। ইউডিসি সমূহে ১৭৬ জন নারী পুরুষ উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিটি ইউডিসির মাসিক গড় আয় প্রায় ৭,০০০/= টাকা। দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ হতে ১৫০টি খতিয়ানের জাবেদা নকল ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বছরে ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "জেলা পর্যায়ে ই-ফাইল (নথি) ব্যবহার" বিষয়ক ও বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২জন কর্মকর্তা ও ১জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ হতে প্রতিরোধের জন্য এ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াশ, পিপিই প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:
তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা ১০৮ এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৯৭।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:
দরিদ্র অসহায় জনসাধারণের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিজস্ব তহবিল হতে চিকিৎসা সহায়তা, ত্রাণ সহায়তা, শিক্ষা সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ:
এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ ৬.৪২২৪ একর।

জেলা : মৌলভীবাজার

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

প্রবাসী অধ্যুষিত এ জেলায় বৈদেশিক রেমিটেন্সের প্রবাহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলার সকল উপজেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করে জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত এবং জুড়ী উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা সদরে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শহীদ মিনারের পাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে জেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬৫টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম চলমান আছে। এ জেলার সকল উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ ও জুড়ী উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। মুজিববর্ষ উদযাপনের জন্য জেলার প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে মোট ১,৪২,২৭৫টি গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া এবং ১ লক্ষ বৃক্ষের চারা রোপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ জেলায় আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৬০টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২৯৩০টি মামলায় ৭৮,৭৫,৬১০/-(আটাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শত দশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ) ৪,৮৪,৪৫,৭৭৫/- টাকা ও ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা) ৩,৭০,৯১,১৩৩/- টাকা এবং চা-বাগানের দাবি ৪,১১,৫৪,৫০৪/- টাকা আদায় করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে drr.land.gov.bd সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করে রেকর্ডরুম শাখা হতে ৪৫৩২টি এসএ খতিয়ান সেবা গ্রহীতা বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

নাগরিকদের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আইনের শাসন, সমতা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূলে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা। বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত মা-সমাবেশ এবং শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সমাবেশ আয়োজন, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান করা হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলের চর্চা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

অনলাইনে পর্চার আবেদন গ্রহণ ও বিতরণ, ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে শতভাগ নথি নিষ্পত্তিকরণ, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ভিত্তিক সব ধরণের সেবা প্রদান, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন, নাগরিক সেবা সহজীকরণ, নারী উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, বাল্যবিবাহ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ, বেকার ও যুব মহিলাদের ফ্রিল্যান্সিং ও বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করা। বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। অনাবাদী চাষযোগ্য জমি চাষের আওতায় আনয়ন করা, কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলার সকল উপজেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করে জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার নিমিত্ত ভিক্ষুক জরিপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। জরিপ অনুযায়ী জেলায় মোট ভিক্ষুকের সংখ্যা হচ্ছে ২,০৫২ জন। এর মধ্যে ৫০৫ জনকে ইতোমধ্যে পূনর্বাসন করা হয়েছে এবং ১,৫৪৭ জনকে পূনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভিক্ষুকদের পূনর্বাসন করা হচ্ছে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

মৌলভীবাজার জেলার 'শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, ভূমিকম্প ও বজ্রপাত রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, ই-ফাইলিং কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন এবং ফেইসবুক/ওয়েবসাইট যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের জন্য এ কার্যালয়সহ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বরাবর বার্তাটি পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

বি-ক্যাটাগরির জেলা সমূহের মধ্যে সারাদেশে মৌলভীবাজার জেলা ই-নথি কার্যক্রমে সেপ্টেম্বর-২০১৯ হতে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত একাধারে ১ম স্থান অর্জন করেছে। ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স চালু করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ভূ-সম্পত্তির খতিয়ান প্রদান করা, ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতকরণ। অনলাইনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সনদ প্রদান করা। অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স চালুকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

ব্যাংকিং সিষ্টেমের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান, গাড়িচালকদের জন্য উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বিশ্রামাগার তৈরি, মহিলা সেবা প্রার্থী ও মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত, নামাজের স্থান ও পৃথক শৌচাগার নির্মাণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রাপ্ত আবেদন ০৭টি, সরবরাহকৃত তথ্য সংখ্যা ০২টি, বিধি মোতাবেক ০৫টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশন বরাবর কোন আপিল দায়ের করা হয়নি।

এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ:
এস.এ.অ্যান্ডটি. অ্যাক্ট অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ ৭.৪৮ একর।

১০.৬ রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়:

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বিভাগীয় পর্যায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন-১২টি, আইন শৃংখলা কমিটির সভা-৬টি, চোরাচালান প্রতিরোধ টাক্সফোর্স কমিটির সভা-১২টি, উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা-৪টি, রাজস্ব সভা-১১টি সম্পন্ন হয়েছে (করোনা ভাইরাসের জন্য ০১ টি সভা স্থগিত)। বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জন হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ে চাহিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট রির্টান/সভার কার্যবিবরণীর অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক পত্র নিষ্পত্তি পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় কমিশনার অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্ধকৃত ৫০০ মে: টন টিআর রংপুর বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প সমূহে উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সেবার মান উন্নয়নে নান উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র/ কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, রাজস্ব সহকারী, পেশকার, সার্টিফিকেট সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মচারীদের ৪০ জনের ০৩টি ব্যাচে ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণকর্মচারিদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী এ কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ৩২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৮ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ই-ফাইলিং বিষয় ও এমপ্যাথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ও সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজন করা হয়েছে।
- KPI এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
- অবৈধ দখলদার হতে কৃষি ও অকৃষি জমি উদ্ধার করা হয়েছে।
- অডিট আপত্তি ও আপীল/রিভিশন মামলা নিষ্পত্তিসহ ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।
- ০৫ টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে. ৪০ ইঞ্চি LED T.V ক্রয় করা হয়েছে.১০ টি স্টিলের আলমারী ও ০৫ স্টিলের র‌্যাক ক্রয় করা হয়েছে, IP ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে,10 প্রভিশনাল সফ্‌ট ওয়ার ক্রয় করা হয়েছে, ৪ সেট সোফা ও সোফার টেবিলসহ ক্রয় করা হয়েছে, 6KVA IPS ক্রয় করা হয়েছে,০২ টি ২ টন A.C ক্রয় করা হয়েছে,০১ টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- RFQ No: ০৭ এর মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা এর ১৬ টি, কুড়িগ্রাম এর ১৮ টি এবং পঞ্চগড় এর ০৫ টি এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পঞ্চগড় এর ০৪ টি সহ মোট =৪৩ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সম্মেলন-১২টি, বিভাগীয় আইন শৃংখলা কমিটির সভা-৬টি, চোরাচালান প্রতিরোধ টাক্সফোর্স কমিটির সভা-১২টি,বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা-৪টি, জরুরী প্রয়োজনে কোর কমিটির সভা আহবান, বিভাগীয় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সভা-০৬ টি, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সুপারভিশন কমিটির সভা -০৬ টি, কারাগারে থাকা শিশু কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটির সভা-০৪ টি, নির্ধারিত সময়ে চাহিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট রির্টান/সভার কার্যবিবরণীর অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ। নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত পত্রের সংখ্যা আরো বৃদ্ধিকরণ। দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক (২০১৯-২০) কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (বন্যা, ভূমিকম্প ও অগ্নিসংযোগসহ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ)।
- বিভাগীয় কমিশনার অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে টিআর কার্যক্রম যথাসময়ে উপ-বরাদ্দ প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন।
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন।
- নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাহিত প্রতিবেদন (অপরাধ চিত্র, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সরকারি দপ্তরে গণশুনানী গ্রহণ, যৌন হয়রানি, চোরাচালান সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন, বিদ্যালয়

পরিদর্শন/দর্শন, মানসম্মত শিক্ষা, জনসেবা এবং দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মোবাইল কোর্টের আওতায় দায়েরকৃত আপীল মামলা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ফৌজদারি কার্যবিধি, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও)-দের সম্পর্কের তথ্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মশালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

- প্রমাপ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দপ্তর দর্শন/পরিদর্শন।
- মাসিক বিভাগীয় রাজস্ব সভা-১২টি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন করা হবে।
- ইনোভেশন সার্কেলে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা ০৮ জনকে পুরস্কৃত করা হবে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণকর্মচারিদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী এ কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ৩৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৯ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- এ বিভাগে কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সহকারী কমিশনারগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (বন্যা, ভূমিকম্প ও অগ্নিসংযোগসহ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ)।
- ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবী শতভাগ আদায়করণ, KPI অনুযায়ী প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান, অবৈধ দখলদার হতে কৃষি ও অকৃষি জমি উদ্ধার জোরদারকরণ, স্বচ্ছ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে) এবং আপীল/রিভিশন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার শাখার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বাজেট পাওয়া গেলে দ্রুত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর এর ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার-মুদ্রাক্ষরিক পদে-১১ টি, ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক পদে- ০১ টি নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এর ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর এর ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, দিনাজপুর এর ৩য় শ্রেণির সিভিল স্টাফ নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর ৩য় শ্রেণির সিভিল স্টাফ নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ওয়েব পোর্টালে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত আপলোড করা হবে।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

SDG-বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। SDG-অভীষ্ট ১৬ অর্জনে হেল্প ডেস্ক চালুকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, অফিস চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আগত বাদী-বিবাদী পক্ষের লোকজনের বসার সুব্যবস্থাসহ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ।
- শাখার কর্মকর্তা/উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সরকারি কাজের মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
- শাখার আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স মালামাল, ব্যবহৃত স্টেশনারী দ্রব্যাদির অপচয়রোধকরণ, ফাইল বিন্যস্তকরণ, বিভিন্ন রেজিস্টার হালনাগাদকরণ সেবার মান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল দপ্তর, সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- বিভাগীয় পর্যায়ে মে, ২০১৯ মাসে রংপুর বিভাগ ৩য় স্থানে রয়েছে।
- প্রতি মাসে বিভাগীয় ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে রংপুর বিভাগীয় ইনোভেশন টিম নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যম সমূহকে অবহিত করা হয়েছে। একই সাথে Public Service Innovation, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টল ফ্রেমওয়ার্ক সহ অন্যান্য ফেইসবুক পেইজ এর পরামর্শ বিভাগীয় ইনোভেশন টিম বাস্তবায়ন করে চলেছে।
- ই- ফাইলিং, ই-নামজারি ও ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা । ওয়েব পোর্টালে তথ্য প্রদান করণ ও ফিডব্যাক সুবিধা যোগ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- রংপুর বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন অফিসের সিভিল স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন বাছাই পূর্বে জেলা বাছাই কমিটির মাধ্যমে করা হত। যার ফলে ছাড়পত্রের নির্ধারিত ০১ বছরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আবেদন বাছাইয়ের কারণে ছাড়পত্রের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগের (ছয়) কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রতি মাসের প্রথম কর্মদিবসে পরিশোধ করা হয়।
- টিএ, ডিএ এর আবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদন করা হয়।
- মহিলা কর্মচারীদের জন্য পৃথক টয়লেট ও নামাজখানা তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ দূর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের

*** বি.দ্র.: এস.এ.অ্যান্ড টি, অ্যাক্ট অনুযায়ী এ বিভাগের মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস ভূসম্পত্তির জমির পরিমাণ:**

কৃষি- ৪৫৩.২২৫ একর, অকৃষি -৩২২.৫৪৯৮৭ একর, অর্পিত -১৯.১৪৫ একর।

জেলা : রংপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে কর্মকালিন প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৫ জন কর্মচারীকে আরপিএটিসি রাজশাহীতে প্রশিক্ষণে প্রেরণসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংস্থাপন বিষয়ক সকল কার্যাবলী সম্পাদন। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সার্কিট হাউসে আবাসনের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রাচার অনুযায়ী ভিভিআইপিগণের প্রটোকল প্রদান, গাড়ি অধিযাচন ও জ্বালানী তেল সরবরাহ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭ টি নতুন ভেন্ডর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩৮ টি ভেন্ডর লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত ভেন্ডর লাইসেন্স ফি ও ভেন্ডার নবায়ন ফি আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩১ ডিসেম্বর ও ৩০ জুন জেলা প্রশাসক কর্তৃক ট্রেজারি ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষাসহ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বোর্ড ও দপ্তর এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসমূহের হেফাজত এবং পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থানীয় বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি ট্রেজারিতে হেফাজত করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫টি এলএ কেস সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি এলএ কেসের ৭ ধারা নোটিশ জারি হয়েছে। ০১টি এলএ কেসের এওয়ার্ড প্রস্তুত হয়েছে। ০১টি এলএ কেসের ৭ ধারা নোটিশ প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান।

- রেকর্ডরুম শাখায় ELRS সিস্টেমের মাধ্যমে সি.এস ৩৩৭২ টি খতিয়ান, এস.এ ৬০০১টি খতিয়ান এবং আরএস ৫৯১৩টি খতিয়ান এন্ট্রি করে হালনাগাদপূর্বক জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৮/১০০/১০৭/১৪৪/১৪৫ ও মোবাইল কোর্টের আওতায় ৬০৫টি, মিস কেস-১০টি, মিস আপীল-২৭টি, সিএ রোল-২২টি, এলএ কেস-০৫টি, ভিপি কেস-১০টি, সার্টিফিকেট কেস-০৮টি, উচ্ছেদ কেস-০১টি, বিনিময় কেস-০৩ টি, আপীল কেস-১০টি এবং আপত্তি কেস-৩০টি এর জাবেদা প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, রংপুর হতে প্রাপ্ত স্টেশনারি দ্রব্যাদি বিভাজন মোতাবেক সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারেরর কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে বিতরণ এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত স্টেশনারি দ্রব্যাদি, সরকারি ফরমস এবং নির্ধারিত ১৬ প্রকার রেজিস্টার মুদ্রণ, বাঁধাই এবং বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিজ্ঞ দেওয়ানি আদালত হতে ৮৩৯ টি নোটিশ ও আরজির কপি পাওয়া গেছে। ৭৪৯ টি তথ্য বিবরণী বিজ্ঞ সরকারি কৌঁসুলির নিকট প্রেরণ ৩ টি উচ্ছেদ কেস রুজু এবং ৭টি কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। অবমুল্যায়ন মামলার পুরানো ফাইলের ডাটাবেইজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে ২৫৩৭৬ টি মিউটেশন কেস নিষ্পত্তির মাধ্যমে ২১২৭১টি খতিয়ান হালনাগাদ হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ সাধারণ=৭,০৫,৯২,৯০৯/- টাকা এবং সংস্থার ১,৭৭,১০,৭৩৩/-টাকা আদায় হয়েছে। কর বহির্ভুত রাজস্ব ১,৭০,৪৩,৭২৩/-টাকা আদায় হয়েছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৪০টি পরিবারকে এবং ০৯টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনের মাধ্যমে ৮৩৫ জন ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ২৪.০১৫ একর কৃষি খাস জমি ১৪৮ জন ভূমিহীনকে বন্দোবস্ত প্রদান এবং অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি বাবদ ৪৭৩০৬১৫/-টাকা আদায় হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- সার্কিট হাউসের কক্ষসমূহ আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, একটি অত্যাধুনিক ও মানসম্মত সার্কিট হাউস নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ, সার্কিট হাউসে একটি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবনে বিভিন্ন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভেন্ডর লাইসেন্সগুলো সম্পূর্ণ অনলাইনে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পুরাতন আদলে নির্মিত অতি পুরাতন ট্রেজারি ভবনটির স্থলে একটি আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এবং প্রশস্ত নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং ইত্যাদি পরীক্ষাসমূহ অনলাইনে অনুষ্ঠানের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অর্থবছরে ২৫টি এলএ কেস সৃজনের সম্ভাবনা রয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রেকর্ডরুম শাখাকে একটি আধুনিক রেকর্ডরুমে পরিণত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং
- নোটিশ ও আরজির কপি প্রাপ্তি সাপেক্ষে তথ্য বিবরণী/ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্য কোন সরকারি স্বার্থ নেই মর্মে প্রতিবেদন বিজ্ঞ সরকারি কৌঁসুলির নিকট প্রেরণ নিশ্চিতকরণ, সরকারের পক্ষে রায় প্রদানকৃত মামলায় নালিশী সম্পত্তির দখল গ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারের বিরুদ্ধে রায় প্রদানকৃত মামলায় যথাসময়ে উচ্চ আদালতে আপিল/রিভিশন/রিট পিটিশন দায়ের নিশ্চিতকরণ, সরকারি ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ নিশ্চিতকরণ, ১২ বছরের মামলাসমূহের তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
- জনভোগান্তি হ্রাসে জেলা ও উপজেলা সকল পর্যায়ে One Stop সার্ভিস চালু, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা, অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায় বৃদ্ধিকরণ, পরিত্যক্ত বাড়ি চিহ্নিতকরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জমি বিক্রির অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা;

SDG-অভীষ্ট ১ অর্জনে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন। মাদক বিরোধী সমাবেশ ও সাইকেল র‌্যালি আয়োজন। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ ও সাইকেল র‌্যালি আয়োজন। জঙ্গীবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। নিরাপদ সড়ক এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। নিরাপদ সড়ক বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা মূলক সভা আয়োজন। SDG-অভীষ্ট ১৬ অর্জনে হেল্প ডেস্ক চালুকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, অফিস চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আগত বাদী-বিবাদী পক্ষের লোকজনের বসার

সুব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। অভিষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ অর্জনে গৃহহীন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে জমি আছে ঘর নেই প্রকল্পের আওতায় ২৩০৪১ জন 'ক' শ্রেণি এবং 'খ' শ্রেণির ভূমিহীনকে পুনর্বাসিত করা হবে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

শাখায় রক্ষিত পুরাতন নথিপত্র শ্রেণিবিন্যাস করে সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সকল রেজিস্টার নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- ELRS এর মাধ্যমে ROR এর জাবেদা নকল সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতি হ্রাস সম্ভব হয়েছে।
- সাধারণ প্রশাসন খাতের অধীনে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সরকারি কার্মচারীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করা।
- দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে ০১)এক (জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং ০৪)চার (জন ইউনিয়ন ভূমি উ-সহকারী কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্তপূর্বক বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান।

ই-গভর্নেন্স/ ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনলাইন সেবা: রংপুর জেলা ০৮টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাধারণত সাধারণ জনগণ মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য এসে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কারণে আদালত অনুষ্ঠিত হয় না। এছাড়াও মামলাটি কী অবস্থায় রয়েছে তা সাধারণ জনগণ জানতে পারেন না। অথবা এই তথ্যটুকু জানার জন্য সাধারণ জনগণকে দালাল পেশকারের শরনাপন্ন হতে হয়। দেখা যায় তারিখ জানতে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে জেলা সদরে আসার কারণে / Time, Cost & Visit অনেক বেশী হয়। এ কারণে সাধারণ জনগণ যাতে ঘরে বসে তথ্য সমূহ সহজে জানতে পারে, সেজন্য এই সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে । এই পদ্ধতিতে মোবাইল ফোন অথবা ল্যাপটপ ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্য পেতে পারে। জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের Personal Data Sheet এর Software প্রস্তুতকরণ। Citizen Charter Online এ প্রদর্শনসহ নাগরিক সেবা সহজীকরণে ওয়েব সাইটে সেবাসংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

৫৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
০৫ জন কর্মচারীকে পিআরএল এবং ০২ জন কর্মচারীকে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদান করা হয়েছে।
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪র্থ শ্রেণির ৪৫ জন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
বয়স ৪৫ উর্ধ্ব কর্মচারীগণের বছরে একবার হেলথ চেক আপের/স্বাস্থ্য পরীক্ষার করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা- ৯১ টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা- ৯১ টি
- তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা -নাই

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- সর্বপ্রথম রংপুর জেলায় একসেস টু ইনফরমেশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর সহযোগিতায় এবং সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কার্যক্রমের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান চালু করা হয়। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রংপুর জেলার ন্যায় দেশের সকল জেলায় উপরোক্ত ০৯টি লাইসেন্সসহ স্বর্ণ জুয়েলারি, স্বর্ণ কারিগরি, লৌহজাত, সিমেন্ট, কাপড়, সুতা দুগ্ধজাত এবং সিগারেট দ্রব্যের অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- ট্যুরিজম বোর্ড হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা নীল দরিয়া ইকো পার্ক, কালেক্টরেট সুরভি উদ্যানের আধুনিকায়ন।
- পীরগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসের অফিস কক্ষ সংস্কার, গ্যারেজ নির্মাণ এবং রেকর্ডরুম সংস্কার।

জেলা: দিনাজপুর

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট শাখার নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত নেজারত শাখা, সার্টিফিকেট শাখা, শিক্ষা শাখা, ব্যবসা বাণিজ্য শাখা ও তথ্য অভিযোগ শাখা মেলামাইন বোর্ড দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক মহোদয়ের আবাসিক কার্যালয় মেলামাইন বোর্ড দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চেম্বার ও গেষ্টরুমের শোভা পরিবর্তন করা হয়েছে।
সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত নতুন মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গাড়ীসমূহ রাখার জন্য একটি গাড়ীর সেড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্ত দেয়ালের চারপাশে বেষ্টনী লাইট স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- দিনাজপুর সুখ সাগরে নির্মিত কটেজ ০২টি চালু করার নিমিত্ত আসবাবপত্র ও সামনে সৌন্দর্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ফুল বাগান তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ম্যূরাল এবং শহীদ মিনারের চারপাশে জি থাই পাইপ দ্বারা বেষ্টন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ছাদে বাগান তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- বিষমুক্ত আম, লিচু উৎপাদনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জন্য কাজ চলছে।।
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলছে।
- এসএমএস পদ্ধতিতে বয়স যাচাইয়ের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করা হচ্ছে।
- এসডিজি অর্জনে বিভিন্ন সভা/সেমিনার অব্যাহত রয়েছে।
- উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব রোধে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মরুময়তা প্রতিরোধ, বনজ সম্পদ সুরক্ষা ও জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধকল্পে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে জেলাকে মাদক মুক্তকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য ভিক্ষুকমুক্তকরণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- নিয়মিতভাবে শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে।
- নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Citizen Charter অনুসারে কার্যক্রম।
- নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- শুদ্ধাচার চর্চা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছরের জানুয়ারী মাসে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- প্রতি মাসের শুরুতেই জেলা ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে জেলা ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির সভায় গৃহিত উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তাদের মনিটরিং করা হয়।
- গৃহীত উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কর্তৃক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।
- গৃহীত উদ্ভাবনী প্রকল্প মূল্যায়ন শেষে রেপ্লিকেশনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা- ১৮টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-১৮টি, তথ্য কমিশন বরাবর আপীলের সংখ্যা-শূন্য।

এস.এ.অ্যান্ড টি.অ্যাক্ট অনুযায়ী এ জেলায় মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ: ৭.৫০ একর।

জেলা: গাইবান্ধা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ০১টি করে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার বিতরণ করা হয়েছে।
- এস.এ. অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১.৬২ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে।
- সরকারি দপ্তরসমূহে বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক এক বা একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকরভাবে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানসহ One Office One Idea শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের বিষয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ মাসে আয়োজিত জেলা ইনোভেশন সার্কেলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সফলভাবে এগিয়ে নিতে এবং কোন কর্মকর্তার বদলি জনিত তার উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কার্যকর রাখার বিষয়েও জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা ইনোভেশন টিমের সভা প্রতিমাসে আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরে প্রেরণ এবং উপজেলা ইনোভেশন টিমের সভা প্রতিমাসে নিয়মিত আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে।
- স্বল্প সময় ও খরচে জনগণের দোরগোড়ায় হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণকারী কর্মকর্তার উদ্ভাবনী কার্যক্রম সঠিকভাবে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও সহযোগিতার পাশাপাশি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্র থেকে সুবিধাদি প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উদ্ভাবনী প্রকল্প রেপ্লিকেশনের সুপারিশ এবং ভাল কাজের জন্য ০৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, বিভাগীয় শহরে ইনোভেশন শোকেসিং এর রেপ্লিকেশনযোগ্য পাঁচটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ১. অনলাইনে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভূক্তি সহজীকরণ, ২. উপজেলায় একটি গ্রাম প্রাণিসম্পদ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা, ৩. মাছ চাষের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রায় বালাই নাশক ব্যবহার, ৪. কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভকালীন সেবার মান উন্নয়ন এবং ৫. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন শীর্ষক উদ্ভাবন গুলো প্রদর্শন করা হয়েছে।

- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন-ভেজাল দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, পরিবেশ দূষণ, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও সেবন, জুয়া, চোরাচালান, সরকারি গাছ/সম্পত্তি অবৈধ দখল বা চুরির বিষয়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে সকল দপ্তরের জাতীয় তথ্য বাতায়নের নতুন শর্ট কোড ৩৩৩- এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের সহযোগিতায় লার্নিং এন্ড আর্নিং বিষয়ে ২০ জনকে ফ্রি-ল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব সময়েও জেলার অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক অনলাইন প্লাটফর্মে ঘরে বসে ফ্রি-ল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা :

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ০৪টি উপজেলা ও ১৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামতকরণ।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত।
- তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের সহযোগিতায় লার্নিং এন্ড আর্নিং বিষয়ে ৩০০ জনকে ফ্রি-ল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্থানীয়ভাবে নিজস্ব উদ্যোগে বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে ৬০ জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা ও নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদ বিতরণ।
- জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্তত ২০টি বিভাগের কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।
- ভূমি সংক্রান্ত উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাল সেন্টারগুলো অধিকতর সক্রিয় করার জন্য উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় ৪০ টি ডিজিটাল সেন্টারে যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফ্রি ল্যান্সিং বিষয়ে ৮২ জন পুরুষ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ ও মাল্টিমিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য উপজেলা ভিত্তিক প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান ও ট্যাগ অফিসার নিয়োগ।
- রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ জেলায় অন্যান্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা পরিচালিত ফেসবুক পেজের (www.facebook.com/dcgaibandha) **এর** পাশাপাশি জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি দপ্তরে ফেসবুক খোলা নিশ্চিতকরণ এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের উদ্যোগ।
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার সকল দপ্তরের তথ্য ওয়েব পোর্টালে হালনাগাদ করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে পোর্টালে তথ্য হালনাগাদকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- পোর্টালগুলোতে নির্ভুল তথ্য আপডেটকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এনজিও পোর্টাল আরো সমৃদ্ধকরণ ।
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য ওয়েব পোর্টালে আপলোডকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য জাতীয় উৎসবসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করণ, মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানকে তুলে ধরা, পুরস্কার হিসাবে কারাগারের রোজনামচা, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী- শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে প্রদান। পরিবেশ সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, মানবাধিকার, দূর্নীতি প্রতিরোধে ওয়ানস্টপ সেল গঠন, জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে তা বাস্তবায়ন করা। সামাজিক শৃঙ্খলা সুনিশ্চিতসহ মাদকদ্রব্য বর্জন ও পারিবারিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দূর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- ফেসবুকের মাধ্যমেও দূর্নীতি সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- শৃঙ্খলা ও দূর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- সরকারি দপ্তরসমূহে বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক এক বা একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকরভাবে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানসহ One Office One Idea শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ই-গভর্নেন্স শাখার ১৮-০৪-২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫-১৪৭ নং পত্রের নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের বিষয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ মাসে আয়োজিত জেলা ইনোভেশন সার্কেলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সফলভাবে এগিয়ে নিতে এবং কোন কর্মকর্তার বদলি জনিত তার উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কার্যকর রাখার বিষয়েও জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।=
- জেলা ইনোভেশন টিমের সভা প্রতিমাসে আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরে প্রেরণ এবং উপজেলা ইনোভেশন টিমের সভা প্রতিমাসে নিয়মিত আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে।
- স্বল্প সময় ও খরচে জনগণের দোরগোড়ায় হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণকারী কর্মকর্তার উদ্ভাবনী কার্যক্রম সঠিকভাবে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও সহযোগিতার পাশাপাশি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্র থেকে সুবিধাদি প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উদ্ভাবনী প্রকল্প রেপ্লিকেশনের সুপারিশ এবং ভাল কাজের জন্য ০৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, বিভাগীয় শহরে ইনোভেশন শোকেসিং এর রেপ্লিকেশনযোগ্য পাঁচটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ১. অনলাইনে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভূক্তি সহজীকরণ, ২. উপজেলায় একটি গ্রাম প্রাণিসম্পদ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা, ৩. মাছ চাষের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রায় বালাই নাশক ব্যবহার, ৪. কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভকালীন সেবার মান উন্নয়ন এবং ৫. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন শীর্ষক উদ্ভাবন গুলো প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- ভেজাল দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, পরিবেশ দূষণ, মাদবদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও সেবন, জুয়া, চোরাচালান, সরকারি গাছ/সম্পত্তি অবৈধ দখল বা চুরির বিষয়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে সকল দপ্তরের জাতীয় তথ্য বাতায়নের নতুন শর্ট কোড ৩৩৩-এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

জেলায় স্থানীয়ভাবে কৃষি ঋণ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলায় শতাধিক কৃষক-কৃষানির মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা: নীলফামারী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে Skill Development Centre (দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু চত্বর সংলগ্ন স্থানে টেকসই উন্নয়নের লক্ষে মনোরম ডিসি গার্ডেন তৈরী করা হয়েছে।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দরে জেলা প্রশাসন তথ্য ও সহায়ক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয়, এসডিজির লক্ষ্য অর্জন এবং কিশোর-কিশোরীদেরকে বয়:সন্ধিকালীন সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দলগতভাবে এক জায়গায় কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন শিক্ষা ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য নীলফামারী জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা ও সেবা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- পেন্ডিং সকল রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।
- উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে ৫টি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সোশ্যাল মিডিয়া আড্ডার আয়োজন করা হয়েছে ।
- ইউডিসির মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকল সরবরাহ করা হচ্ছে ।
- ৩ বছরের অধিক সময় ধরে একই কর্মস্থলে কর্মরত ২৬ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন অফিস/শাখায় বদলি করা হয়েছে।
- গণশুনানীর মাধ্যমে ১,৯৫২ জনের শুনানী নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে

- এপি/ভিপি লীজ নবায়ন সহজীকরণ’ শীর্ষক উদ্ভাবনের মাধ্যমে ৮৬ টি লীজ নথি নবায়নের মাধ্যমে ১০,৬৯,৮৫১/-টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ২১ টি ভূমিহীন পরিবারকে ০.৬২ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
- নীলফামারীতে শেখ কামাল স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে ০৪ টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- চা-চাষকে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ/সেমিনার এর আয়োজন ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।
- কমপক্ষে ১,২৪৬ ভুমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিতকরণ।
- নীলফামারী জেলায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ।
- আইটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি হাইটের্ক পার্ক স্থাপন।
- চিলাহাটি স্থলবন্দর চালুকরণ।
- জেলা প্রশাসনের শুন্য পদে লোক নিয়োগ করে অধিকতর জনবান্ধব প্রশাসন প্রতিষ্ঠাকরণ।

SDG-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- জেলায় দারিদ্র বিমোচনে ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।
- মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম গ্রহণ ।
- নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ।
- স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে জনগণকে সচেতনকরণ।
- সুপেয় পানি ব্যবহার এবং পয়:নিষ্কাশনে জনগণকে সচেতনকরণ।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।
- প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- বিনিয়োগ সুবিধার পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ ও প্রচার এবং প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

- ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, নামজারীসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে হয়রানী লাঘবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভিপি/এপি সম্পত্তি লীজ নবায়ন/নাম পরিবর্তন সহজীকরণ করা হয়েছে ।
- পেনসন কেইস নিষ্পত্তি সহজীকরণ করা হয়েছে ।
- টেকসই উন্নয়নে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রশিক্ষণে ভর্তি কার্যক্রম সহজীকরণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

শৃংখলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ইত্যাদি:**
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট আবেদনের সংখ্যা-৬২ টি ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-৬২ টি ।

জেলা: ঠাকুরগাঁও

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ হতে শুরু করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন, MDG, SDG, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টাপ্ল্যান, রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, স্বাধীনতার শতবর্ষ, সরকারের ১০টি মেগা প্রজেক্ট, সরকারের ১০টি অগ্রাধিকার প্রকল্প অর্থাৎ দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একই সুতায় গেঁথে অনন্য স্থাপনা “অদম্য বাংলাদেশ কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে।

- ঠাকুরগাঁওবাসীর সুস্থ বিনোদন, একই সাথে দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকি 'মুজিববর্ষ' কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য "ডিসি পর্যটন পার্ক" এবং এতে "মুজিববর্ষ চত্বর" নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলার ৫টি উপজেলা পরিষদ ও ৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে একই ডিজাইনের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃশ্য ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা পরিষদ ভবনে "অদম্য বাংলাদেশ কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস (covid-19) প্রাদুর্ভাব কালে তুলনামূলক নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ যারা ত্রাণের জন্য লাইনে দাঁড়াতে পারতেন না তাদের জন্য হট লাইন চালুকরণপূর্বক বাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার অভিনব ও জনপ্রিয় কর্মসূচি "সময়ের দাবি ত্রাণ যাবে বাড়ি" এর সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পেন্ডিং সকল রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।
- ইউডিসির মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকল সরবরাহ করা হচ্ছে ।
- গণশুনানীর মাধ্যমে ১,৮৫০ জনের শুনানী নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- এপি/ভিপি লিজ নবায়ন সহজীকরণ' শীর্ষক উদ্ভাবনের মাধ্যমে ২৯৫ টি লিজ নথি নবায়নের মাধ্যমে ১৪,৫০,৮৫৮/-টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ১১৫ টি ভূমিহীন পরিবারকে ৩.৩৭ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
- মালটা ফলের চাষ সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের পরিত্যক্ত অনাবাদী জমিতে মালটা বাগান করা হয়েছে।

- জেলার ৫ টি উপজেলার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ জেলায় ৯.৩৫ একর অকৃষি খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে।
- জেলার প্রতিটি উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা:

- 'ডিসি পর্যটন পার্ক' এর কাজ সমাপ্তকরণ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন "অদম্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন কার্যক্রম সমাপ্তকরণ।
- জেলায় মালটাচাষ ও চা চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা, অনাবাদী ও এক ফসলি জমিকে এ কাজে ব্যবহার করা।
- ব্যবহারভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।
- কমপক্ষে ১,২৪৬ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিতকরণ।
- ঠাকুরগাঁও জেলায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ।
- জেলা প্রশাসনের শূন্য পদে লোক নিয়োগ করে অধিকতর জনবান্ধব প্রশাসন প্রতিষ্ঠাকরণ।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে নিশ্চিতকরণ।

SDG-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- জেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।
- মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম গ্রহণ ।
- নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ।
- স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে জনগণকে সচেতনকরণ।
- সুপেয় পানি ব্যবহার এবং পয়:নিষ্কাশনে জনগণকে সচেতনকরণ।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ।
- প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- বিনিয়োগ সুবিধার পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ ও প্রচার এবং প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

শৃংখলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- কালেক্টরেটের হেল্প ডেক্স শাখায় স্থাপিত দুর্নীতি দমন কমিশনের লোগো ও নাম লেখা সম্বলিত অভিযোগ বাক্স থেকে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমনে সততা সংঘ গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, নামজারীসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে হয়রানী লাঘবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভিপি/এপি সম্পত্তি লিজ নবায়ন/নাম পরিবর্তন সহজীকরণ করা হয়েছে।
- পেনসন কেইস নিষ্পত্তি সহজীকরণ করা হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়নে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট আবেদনের সংখ্যা-৪ টি।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-৪ টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- সকল ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে জাতির পিতার ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভা কক্ষ এর সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।
- সার্কিট হাউজের ভবণ সম্প্রসারণ (৩তলা) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন “অদম্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র” স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

জেলা: কুড়িগ্রাম

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংখ্যা ২২টি
জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সকল সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন সংখ্যা ৯৬টি
এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক সভা সংখ্যা ২১টি
এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক সকল সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ সংখ্যা ৮টি
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন; সংখ্যা ৬৮টি

মানবসম্পদ উন্নয়ন, সার্কিট হাউস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী নবনিযুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে
জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠান সংখ্যা ২৩টি
বৃক্ষরোপণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ মেলা আয়োজন সংখ্যা ১টি
জেলা পরিবেশ কমিটির সভা আয়োজন সংখ্যা ১০টি

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংখ্যা ২১টি
উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন সংখ্যা ৪৬টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন সংখ্যা ১৩৫টি
ভূমি রেকর্ড হালনাগাদকরণ সংখ্যা ২৩৩৪৩টি
কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান সংখ্যা ৯০৮টি

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন
এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
২০১৯-২০ অর্থবছরের বাষিক কর্মস্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল
২০১৯-২০ অর্থবছরের বাষিক কর্মস্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকরা
জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ
অভিযোগ নিস্পত্তিসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিল
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ
নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিল
সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- SDG-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সকল উপজেলার এবং জেলার দপ্তরসমূহের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করে নাটোর মডেল অনুযায়ী কুড়িগ্রাম মডেল প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ।
- এছাড়া SDG বাস্তবায়নে জেলায় একক প্ল্যাটফর্ম "স্বপ্নকুড়ি"- স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাই প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন Innovative আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- যুব শক্তিকে মূল টার্গেট ধরে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ Motivation কাজ সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বপ্ন কুড়ি কাজ করছে।

শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিকে কার্যকর করা;
- দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা, র‌্যালি ও মানববন্ধন;
- সকল মসজিদে প্রতিশুক্রবার জুম্মার নামাজের খুৎবায় দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা;
- শহীদ মিনার ও বিজয় স্তম্ভে দুর্নীতি বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

ই-গভর্নেন্স /ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোডকরণ;
- বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

- ০৪ জন কর্মকর্তা এবং ৩১ জন ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর ও ভাতা প্রদান;
- চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ/স্থায়ী অক্ষমতাজণিত কারণে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা করে ০২ জনকে ১০,০০,০০০/- টাকা এবং ৮(আট) লক্ষ টাকা করে ১৬ জনকে ১,২৮,০০,০০০/- প্রদান করা হয়েছে;
- ০৮ জন কর্মচারিকে পিআরএল, ০৬ জন কর্মচারিকে পেনশন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে;
- ১৮-২০তম গ্রেডের ৫২ জন কর্মচারীদের পোশাক প্রদান;

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরে ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবুধবার সকাল ৯.৩০ টা হতে বেলা ১১.০০ টা পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের সমন্বয়ে 'অনুরণন' নামে প্রশিক্ষন আয়োজন। উক্ত অনুরণনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি সংযুক্ত হয়ে থাকেন।
- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্লাডগ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা : ০৫টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যাঃ ০৪টি।

জেলা: লালমনিরহাট

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য:

- বাউন্ডারি ওয়াল উচুকরণসহ কাঁটাতারের বারবারেটর স্থাপন;
- লাইব্রেরী শাখায় এসি সংযোজন; ই-সেবা কেন্দ্রে এসি সংযোজন;
- সার্কিট হাউস; সার্কিট হাউসের ডাইনিং কক্ষে ২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি এসি স্থাপন করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

মেরামত/সংস্কার কাজের বিবরণ:

সার্কিট হাউজের রান্না ঘরের ছাদ ও রান্না ঘর মেরামতকরণ। সার্কিট হাউজের ড্রাইভার শেডের বাথরুম মেরামত ও রুম টাইলস করণ। সার্কিট হাউজের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকরণ। সার্কিট হাউজের নামাজ ঘর স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ। সার্কিট হাউজের মেইন গেট পরিবর্তন ও আধুনিক গেট স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ। সার্কিট হাউজের প্রতিটি রুমে ইন্টারকম ও কম্পিউটার স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ।সার্কিট। হাউজের পুলিশ গার্ড রুম স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ। সার্কিট হাউজের ডাইনিং রুম সংলগ্ন রুমের ছাদ মেরামতকরণ। সার্কিট হাউজের ২য় তলায় সকল রুমের এসি পরিবর্তন। সার্কিট হাউজের গ্যারেজের পিছনসহ সার্চ লাইট স্থাপন। সার্কিট হাউজের গাড়ীর যন্ত্রাংশ রাখার জন্য স্টোর রুম তৈরি। সার্কিট হাউজের জিনিসপত্র রাখার জন্য স্টোর রুম তৈরি। সার্কিট হাউজে প্রতিটি রুমের জন্য কলিং বেলের ব্যবস্থাকরণ। সার্কিট হাউজের প্রতি তালায় আলাদা ইলেকট্রিক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ

বাংলো :

মেরামত/সংস্কার কাজের বিবরণ। বাংলোতে প্রবেশের রাস্তার শোভাবর্ধনের ব্যবস্থা করণ। বাংলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন। বাংলোর পিছনের রাস্তা সম্প্রসারণ ও টাইলস স্থাপন। বাংলোর সকল ওয়াশ রুম মেরামত ও সংস্কারকরণ। বাংলোর মেইন গেট পরিবর্তন করণ। বাংলোর পানির ট্যাংক ও লাইন পরিবর্তন করণ। বাংলোর ছাদ মেরামত করণ। বাংলোতে প্রবেশের গেটের সামনে পোর্চের উপর আধুনিক সেড নির্মাণ। গোপনীয় শাখা (বাংলো) এর বাথরুম সংস্কার ও পানির লাইন পরিবর্তন

আবাসিক ভবন :

মেরামত/সংস্কার কাজের বিবরণতিস্তা ভবন রং করণ, বাউন্ডারি ওয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ, ওয়াকিংওয়ে নির্মাণ ও শোভাবর্ধনের ওয়াকিং ওয়ে এর ব্যবস্থা করণ। অফিসার্স ডরমেটরির পানির ট্যাংক পরিবর্তন, ওয়াকিং ওয়ে স্থাপন ও গেট স্থাপন। অফিসার্স ডরমেটরির গেট মেরামত, রান্নাঘর মেরামত, রান্নাঘরের সংলগ্ন ওয়াশরুম মেরামত, ড্রয়িংরুম মেরামত ও আধুনিক করণ। অফিসার্স ডরমেটরির টিউবয়েল মেরামত ও সংস্কার করণ। অফিসার্স ডরমেটরির প্রতি তলায় আলাদা ইলেকট্রিক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করণ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় :

SDG-লক্ষসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

জাতি সংঘের ঘোষিত কর্মসূচি এসডিজি ১ লক্ষ পৃথিবীর সকল দেশ হতে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের দারিদ্রের অবসান ঘটানো। গ্রুপভিত্তিক সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকে লালমনিরহাট ৩৯+১ সূচকের জেলা। গ্রুপ ১ এর অভীষ্ট নম্বর ১ অগ্রাধিকার সূচক হচ্ছে চরম দারিদ্রের হার ৩% এর নীচে নামিয়ে আনা এবং দারিদ্রের হার ১০% এর নিচে নামিয়ে আনা। বর্ণিত অগ্রাধিকার সূচক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লালমনিরহাট জেলায় ভিক্ষুকমুক্তকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভা ও জেলা আইন-শৃংখলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং জেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিকে কার্যকর করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স /ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠান ০৯টি।
- তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্ণারের তথ্য হালনাগাদকরণ।
- ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোডকরণ।
- ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি।
- ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

- ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৮জন ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর ও ভাতা প্রদান;
- চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ/স্থায়ী অক্ষমতাজণিত কারণে ৮(আট) লক্ষ টাকা করে ১১ জনকে সর্বমোট ৮৮,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ০৫ জন কর্মচারিকে পিআরএল, ১০ জন কর্মচারিকে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;
- ১৮-২০তম গ্রেডের ৩৭ জন কর্মচারীকে ড্রেস ও জুতা প্রদান;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডিউল মোতাবেক কর্মচারিগণকে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা : ০৯টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা: ০৯টি

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয় :

এ জেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এস.এ.অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ-০.২৫৫০ একর।

জেলা: পঞ্চগড়

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- সাবেক ছিটমহলগুলোকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।
- ২৪০ টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিতকরণ।
- প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ভূমি উন্নয়ন করের দাবী আদায় শতভাগ নিশ্চিত করা।
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।
- বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ সহজীকরণ ও জনগণের কাছে সেবাসমূহ সহজে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- পঞ্চগড় জেলায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এ জেলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে। পঞ্চগড় জেলায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও এ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে।সাবেক ছিটমহলগুলোকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এ জেলাকে সম্পূর্ণরূপে বাল্যবিবাহ ও মাদকমুক্ত করা। জেলা প্রশাসনের শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা এবং তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করা করা হবে। অধিকতর জনবান্ধব প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, পুষ্টির চাহিদাপূরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান অর্জনের লক্ষ্যে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড-ডে মিল চলমান রাখা।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানকে সহজবোধ্য, যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জেলার সকল বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নিশ্চিত
- করা হবে।
- নাগরিক সনদ অনুযায়ী সেবা প্রত্যাশী জনগণের সেবা নিশ্চিত করা
- জেলাকে শিশু শ্রম মুক্ত রাখার প্রয়াসে জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড এর সভা নিয়মিত আয়োজন করা হবে। শিশু শ্রমিকদের তালিকা করে তাদেরকে স্কুলে ভর্তি করানো ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে
- India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
- বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেবাধর্মী ও জনবান্ধব অফিস সৃজনসহ অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক অফিস গঠন করা হবে।
- সবুজ পঞ্চগড় তৈরির লক্ষ্যে ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ র্কমসূচী গ্রহণ করা হবে।

SDG - এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ:

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগসৃষ্টি:

মানসম্মত শিক্ষার জন্য এ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ওয়েবপোর্টাল নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধু সর্ম্পকে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আরো জানতে পারে সেলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই পড়ার মাধ্যমে বুক রিভিউ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ;

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে, ২. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড় দুর্নীতি দমন কমিশনের লোগো ও নাম লেখা সংবলিত বাক্স রাখা হয়েছে এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের তথ্য নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় এবং ৩. প্রতিমাসে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা করা হয় শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিমাসে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- এ জেলায় বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক মোট ২১টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো নিম্নরুপ:
- ই-অভিযোগ- সহকারী পরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- ৩য় ও শ্রেণি কর্মচারীদের পদবি পরিবর্তন ও পদোন্নতির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।
- ৩য় শ্রেনির ০৫ জন ও ৪র্থ শ্রেনির ০৬ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারীদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয় ।
- কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে ।
- প্রতিমাসে দুইজন কর্মচারীকে মাস সেরা কর্মচারী হিসেবে পুরস্কৃত করাসহ তাদের ছবি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-০৭

- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৭

১০। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ১ম খন্ডে ৬৮৬৪টি ও ২য় খন্ডে ১৯৮০টি মোট ৮৮৪৪ টি নামজারি মোকদ্দমা সম্পাদন করা হয়েছে ।
- এ জেলায় ই-মিউটেশনের মাধ্যমে অন-লাইনে নামজারি মোকদ্দমা শতভাগ সম্পাদন করা হচ্ছে ।
- সাধারণ ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ করা হয়েছে ২,৪১,৬৫,০২৫/- টাকা ।
- সাধারণ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ২,২৪,৫৭,৭০৪/- টাকা তথা ৯২.৯৩%।
- সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৫৪,১৬,২৯১/- টাকা ।
- সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ৩৪,২৫,৫৪৩/- টাকা তথা ২২.২২%।
- ভিপি/এপি কেস নবায়নের মাধ্যমে লীজমানি আদায় হয়েছে ১,৪২,৭৬১/- টাকা।
- লীজমানি আদায়ের হার ১৩.২৩%।
- অপদখলীয় খাস জমি ১.০৬৩২ একর উদ্ধার করা হয়েছে।
- ২১৯ জন প্রকৃত ভূমিহীনের নামে ১৬.৮৬ একর নিষ্কন্টক খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান হয়েছে ।
- ৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৫১টি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে। অনিষ্পন্ন দেওয়ানি মামলাগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ১২৪টি জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের ‘অন দ্যা জব ট্রেনিং’ নিয়মিত আয়োজন করা হয়। ৩৬ তম ব্যাচের ৩ জন ও ৩৭ তম ব্যাচের ১ জন কর্মকর্তার ‘অন দ্যা জব ট্রেনিং’ সমাপ্ত হয়েছে।
- সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কর্মচারিদের মাসে ৫ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । প্রতি মাসে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ২০ জন কর্মকর্তা, সাধারণ প্রশাসনের ৫৫ জন ৩য় শ্রেণির ও ৮৪ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । এছাড়া ১২ জন গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।
- অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয় :

- এ জেলায় ৬৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে এবং জেলার ২৯৮টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭৫টি মাদ্রাসা, ১১টি কলেজসহ ৪৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৩টি পৌরসভা, জেলা পরিষদে ১টি ও সার্কিট হাউজে ১টি সর্বমোট ১,০৯৬টি মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গাবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে । মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে রাখা হয়েছে শ্বেত পাথরে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ছবি, বঙ্গাবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ছবি, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ এঁর ছবি, জাতীয় চার নেতার ছবি, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি, একাত্তরের গণহত্যার খন্ডচিত্র , পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ এর ছবি, পঞ্চগড় জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বোর্ডসহ বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অসংখ্য বই। নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা ও চেতনায় ও দেশাত্ববোধের আলোকে জাতীয়তাবোধ তথা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মুক্তযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে রক্ষিত বইসমূহের মধ্য হতে নির্বাচিত বই নিয়ে স্কুল, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রতি তিন মাস অন্তর বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ার উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।
- পঞ্চগড় সার্কিট হাউজে ‘বাংলাদেশ আমার ভালবাসা’ নামক মানচিত্র মুরালের মাধ্যমে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এস,এ অ্যাক্ট অনুযায়ী জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/ খাস জমির মোট পরিমাণ :

২০১৯-২০ অর্থবছরে পতিত/খাস জমির পরিমাণ ১.০৬৩২ একর এবং মূল্য-১,০৬,৩২,০০০/- টাকা।

১০.৭ বরিশাল বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-নথিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্বল্প সময়ে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ‘‘মুজিব বর্ষ ২০২০’’ যথাযোগ্য মর্যাদায় বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালিত হচ্ছে।
- প্রমাপ অনুযায়ী কর্মকর্তাদের পরিদর্শন/দর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- এ কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালার অয়োজন করা হয়েছে।
- আগত সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বুধবার গণশুনানীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।।
- অফিস প্রাঙ্গণে সৌন্দর্য বর্ধণে পরিকল্পিতভাবে ফুলের বাগান ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- APA এর প্রতিশ্রুতিমতে বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ কার্যালয়ের ৪৯ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে তিন ক্যাটাগরিতে ০৩ জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

SDG -এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসন বদ্ধপরিকর। জেলা পর্যায়ে ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে এ কার্যালয় হতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক **SDG অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ নিম্নরুপ:**

- **SDG** -এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল করা হয়ছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার তথা উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে জনসবো নিশ্চিতিকরণ এবং নাগরিক সেবার মান আরও বৃদ্ধিপূর্বক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবলো ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণে সভা অনুষ্ঠান ও সেমিনার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ছে।

জেলা : বরিশাল

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণী :

- কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশালের কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন প্রাপ্তি এবং পরবর্তীতে কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠা
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে বর্ষব্যাপী মুজিববর্ষ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ
- জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- জেলা ও উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তর
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক অর্থসহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ
- দুর্যোগ প্রবণ এ জেলার অসহায় ও গৃহহীণদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন
- অভিযোগ বাক্স স্থাপন
- করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে গণশুনানির আবেদন গ্রহণ ও শুনানির আয়োজন করা
- শুদ্ধাচার চর্চায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

ই- গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ইনোভেশন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন সেমিনার ও মেলা আয়োজন।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:
- অসুস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলা প্রশাসকের ঐচ্ছিক তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা
- জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের আর্থিক অনুদান ও সংবর্ধনা প্রদান

- চিত্ত বিনোদন ও মানসিক প্রশান্তির লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের কল্যাণে ০১-০৫ বছর বয়সী শিশুদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (Day Care Center) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মকালীন মানোন্নয়নের জন্য একটি প্রশিক্ষণ রুম স্থাপন এবং নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গ্রহীত কার্যক্রম:

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ২৬টি, সরবরাহকৃত তথ্যের ১৯টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিল ০৩টি।

জেলা-পটুয়াখালী

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- ডিসি স্কয়ার এলাকায় সবুজ বেস্টনী তৈরী করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে এ কার্যালয়ে "বঙ্গাবন্ধু কর্ণার" নির্মাণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গাবন্ধুর লোগো সম্বলিত ৩,০০০ পিচ টি শার্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, জেলার ৮টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং বঙ্গাবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের সভায় আগত সুধিজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধে সেবা গ্রহিতাদের দালালের শরণাপন্ন না হয়ে সরাসরি অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক প্রচারণার (মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণের টাকার চেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস/ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি হাতে হাতে প্রদান করা হয়।
- ফ্রন্ট ডেস্ক/ জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে সরাসরি যেন সেবা গ্রহিতরা ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে তার জন্য কলিং বেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

- পটুয়াখালী জেলায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে প্রতিটি কলেজ পর্যায়ে এবং মাধ্যামিক পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- করোনাকালীন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।
- দুমকী উপজেলা হতে ওয়েবপোর্টালে "অনলাইন ভিত্তিক স্বেচ্ছায় রক্তদান" শিরোনামে সেবাবক্স খুলে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের রক্তের গ্রুপ এবং মোবাইল নাম্বারসহ নামের তালিকা সংযোজনের মাধ্যমে রক্তগ্রহীতার রক্তপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।
- পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শতভাগ শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ স্মার্ট টিভিতে Add Apps প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ডিভাইস সংযোজনের মাধ্যমে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে এবং ইন্টারনেটে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-লার্নিং, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ, খান একাডেমি, ১০ মিনিট স্কুল, ইউটিউব ইত্যাদি অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রেনিকক্ষে উন্নতমানের কন্টেন্ট উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের অধিকতর স্থায়ী এবং কার্যকরী শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।।
- বাউফল উপজেলার গণগ্রন্থাগারসমূহে কমপক্ষে ২০টি এন্ড্রয়েড ডিভাইস স্থাপন করা হবে যা ব্যবহার করে পাঠকরা ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- সমগ্র জেলায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে প্রতিটি কলেজ পর্যায়ে এবং মাধ্যামিক পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- মালটিমিডিয়া ও মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Smart TV (ইউটিউবের বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ব্যবহার করে) এর মাধ্যমে পাঠদান কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।
- মানসম্মত শিক্ষা এবং ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পাঠ্য বইয়ের সকল ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থসহ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণি কক্ষের দেয়ালে ফ্রেমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ কার্যালয়ে নামাজের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

- এ কার্যালয়ে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা-ভোলা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত মুজিব অঙ্গানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মাদার'স ল্যাকটেটিং ডে কেয়ার - দুগ্ধ পোষ্য শিশু যত্নাগার স্থাপন;
- শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের জন্য ইলিশা সড়কে ভোলা কালেক্টরের স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা;
- সরকারের 'ড্রিমস্কুল' ধারণার সফল বাস্তবায়ন এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন স্কুল (ইউপিএস) প্রতিষ্ঠা;
- লালমোহন উপজেলায় শাহাবাজপুর কলেজ সংলগ্ন সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল পার্ক স্থাপন;
- পর্যটনকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ভোলা সদর উপজেলায় মেঘনা নদীর পাড়ে শাহবাজপুর পর্যটন কেন্দ্র, বোরহানউদ্দিন উপজেলায় তেতুলিয়া নদীর তীরে ইকো পার্ক এবং চরফ্যাশন উপজেলায় চর কুকরি-মুকিরতে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ও পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য রেস্ট হাউজ স্থাপন; অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অনলাইনে ডিজিটাল সলুশান প্লাটফর্ম তৈরি; ভোলা সদর উপজেলায় বাংলাবাজার স্বাধীনতা জাদুঘর স্থাপন;
- প্রতি মাসে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- করোনা প্রতিরোধে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার Clean-Day হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণ;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ৭টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের ৭টি।

জেলা- পিরোজপুর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণী:

- কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, পিরোজপুর প্রতিষ্ঠা;
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে বর্ষব্যাপী মুজিববর্ষ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;
- জেলা ও উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তর;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক অর্থসহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- দুর্যোগ প্রবণ এ জেলার অসহায় ও গৃহহীনদের জন্য মোট ১২৪টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ;
- বঙ্গাবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত
- অনুমোদন প্রাপ্তি;
- ২টি নতুন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (ভান্ডারিয়া উপজেলার গৌরিপুর ও তেলিখালি);
- লবনাক্ততা মুক্ত সুপেয় পানির অভাব পূরণের লক্ষ্যে ভান্ডারিয়া উপজেলায় ০১ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- SDG-এর লক্ষ্য মাত্রাসমূহ অর্জনের নিমিত্তে পিরোজপুরের সকল দপ্তরের সমন্বয়ে 'পিরোজপুর মডেল' নামক একটি
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- এসডিজির ১ম ও ২য় লক্ষ্যমাত্রা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্য একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও ৩টি
- শিল্পপার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- এসডিজির ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পিরোজপুরে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- এসডিজির ৬ষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও একটি
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- এসডিজির ৭ম লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩টি উপজেলাতে শতভাগ
- বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম উদ্বোধন।

শৃংখলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম:

- সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন।
- অভিযোগ বাক্স স্থাপন।
- করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে গণশুনানির আবেদন গ্রহণ ও শুনানির আয়োজন করা।
- শৃংখলাভংগজনিত অপরাধে এ পর্যন্ত ৫ জন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর আলোকে গ্রহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ০৪টি এবং সরবরাহকৃত তথ্য ০৪টি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয় : পিরোজপুর জেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে জেলা প্রশাসন পিরোজপুর কর্তৃক ২০১৯ সালে কালেক্টর স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই প্রাথমিকভাবে শিশু হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৬৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পথ চলা শুরু করে। শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে অনলাইনে ক্লাশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

জেলা- বরগুনা

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত মুজিব অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।
- স্কুল-কলেজের মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ‘নন্দিনী হাইজিন কর্নার’ কর্মসূচি গ্রহণ।
- পর্যটনকে বিকশিত করার লক্ষ্য নিয়ে বরগুনা সদর উপজেলার পালের বালিয়াতলী নামক স্থনে ‘মোহনা পর্যটন কেন্দ্র’ নামক টুরিজম স্পট স্থাপন।
- অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অনলাইনে ডিজিটাল সলুশান প্লাটফর্ম তৈরি।
- ১০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা নিয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা’ নামক মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থ প্রকাশ।
- বরগুনা সদরে শিল্পকলা একাডেমিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন।
- বরগুনা সদর উপজেলার গর্জনবুনিয়ায় প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ‘সিডরে’ নিহতদের স্মরণে সিডর স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ।
- বরগুনার সৌন্দর্য এবং ইকোটুরিজমকে বিকশিত করতে ‘বিউটি অব বরগুনা’দেয়াল স্থাপন এবং ‘বিউটি অব বরগুনা’ নামক ছবির এ্যালবাম প্রকাশ।
- মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে বরগুনার ৫০ জন মেয়েকে বিনামূল্যে কারাতে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বরগুনা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের স্থাপনা বাস্তবায়ন।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:
তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ০২টি এবং সরবরাহকৃত তথ্য ০২টি।

জেলা-ঝালকাঠি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি :
বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু : ১০টি, বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স নবায়ন: ৪৫৪টি, সকল প্রকার নকল সরবরাহের তথ্য : বিএস ৪,৮৩২ টি, এসএ ১২,২৮০টি, আরএস ৫,৯৫৩টি, সিএস ৬৩৩টি, সংশোধনী পর্চা ৮২০টি, কেসের নকল ৭৭০টি সর্বমোট = ২৫,২৮৮টি
মৌজা ম্যাপ : ৫২০টি, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় : ১,৩৩,৪৬,০৩৭/- টাকা, খাস জমি উদ্ধার : ৩.৪৩১৭ একর, খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান : ৫.৭৮৭৫ একর, নামজারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি : ১৫০৪টি, ই-নামজারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি: ৫,৫৭৭টি, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা : ৯৬০টি এবং জন্মনিবন্ধন সনদ সংশোধন : ৮২৩টি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মত অন্য কোন বিষয়:

- জেলা প্রশাসনের স্ব উদ্যোগে নারী উন্নয়নে ১১ জন বেকার যুব মেয়ে নিয়ে জয়িতা কর্ণার নামে একটি পোষাকের শো-রুম করা হয়েছে এবং ৬ জন যুব মেয়েকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য ব্রান্ডিং গার্ল ঘোষণা করে লোগোসহ ৬টি বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৭ জন ভিক্ষুক**কে** পুনর্বাসনের জন্য ৮,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে স্ব উদ্যোগে সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তাকে ৩দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আউট সোর্সিং-এ দক্ষতা উন্নয়নে ২২ জন যুবকে ৬ মাস ব্যাপি বিশেষ ইংরেজি কোর্স-এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে থাকা আব্দুল ওহাব গাজী শিশু নিকেতনকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পরিচ্ছন্ন পরিপাটি মান সম্মত বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণ ও স্টিকার লাগানো হয়েছে।

১০.৮ ময়মনসিংহ বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি:

সমগ্র বিভাগে করোনা সংকটকালীন সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের মাধ্যমে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিং করা হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বিদেশ ফেরত কিংবা অন্য কোন জেলা হতে আগত জনসাধারণকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাসায় লকডাউন নিশ্চিত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেড জোন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংকট মোকাবেলায় জেলাপ্রশাসন এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে।

জেলা : ময়মনসিংহ

- ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৫৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫,৬৬৯টি মামলার মাধ্যমে ৩,১৬,৪২,৯৯০ টাকা জরিমানা এবং ১৭১ জন আসামিকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে;
- ০১টি পত্রিকার অনুমতি দেয়া হয়েছে;
- ১৭২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ/প্রতিরোধ করা হয়েছে;
- যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩টি উপজেলায় ওয়ার্ডভিত্তিক ৬৯০টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৬০,৩০০ জন নারী ও পুরুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে;
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরিসহ সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে;
- বিভাগীয় ও জেলাপ্রশাসনের কাজে নথি, আরটুআই, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, এনআইএস প্রভৃতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়ন করা হচ্ছে।
- ময়মনসিংহ জেলায় দ্রব্যমূল্য ও ভেজাল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জেলাপর্যায়ে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিটি করপোরেশন, সকল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী-সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক সভা করা হচ্ছে;
- প্রতিদিন নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না তা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মনিটরিং করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল বাজার ও দোকানে মূল্য তালিকা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- পাইকারি মালামাল এর ক্ষেত্রে আন্তঃজেলা বা উপজেলায় যোগাযোগ করে সিন্ডিকেট ধরা হয়েছে। মাংস, কাচামালসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে;
- সকল বাজারের কমিটির সাথে মিটিং করে এই দুর্যোগকালীন তাদের নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- জেলাধীন সকল উপজেলার সকল বাজারের প্রায় প্রতিটি দোকানে বর্তমানে মূল্যতালিকার বোর্ড দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হচ্ছে;
- উপজেলাসমূহের প্রায় প্রতিটি বাজারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। জেলাপ্রশাসন, ময়মনসিংহ কর্তৃক পবিত্র রমজান মাসে প্রদত্ত দৈনিক মূল্য তালিকা ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- ফোন/জেলাপ্রশাসনের ফেসবুক পেজসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

জেলা : নেত্রকোনা

- নেত্রকোণা জেলায় স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বরাদ্দকৃত ৬,০০,০০০.০০ টাকা আবেদনকারীদের অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- নেত্রকোণা জেলায় নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দকৃত ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকার মধ্যে ১০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে ১৫,০০,০০০ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা সদর হতে পঞ্চাশ হাজার মাস্ক, বিশ হাজার স্যানিটাইজার বোতল তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি করোনা রোগী ও ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য অব্যাহত আছে;

জেলা : জামালপুর

- জামালপুর জেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে ৩৬৭৩ জন ভিক্ষুককে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা (ভ্যানগাড়ি, গবাদি পশু ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে;
- জামালপুর কালেক্টরেট স্কুল ও কলেজ নামে একটি আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত ১৬/১০/২০১৯ খ্রি. হতে চালু করা হয়েছে;
- কালেক্টরেটের পুরাতন ও জরাজীর্ণ মসজিদ ভেঙ্গে একটি নতুন, আধুনিক স্থাপত্যমন্ডিত তিনতলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে;
- জামালপুর জেলার ব্র্যান্ডিং ঐতিহ্যবাহী নকশি পণ্যকে দেশি ও বিদেশি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরার জন্য জেলা শহরে একটি নকশি হাট চালু করা হয়েছে, যা সপ্তাহে একদিন (শনিবার) বসে। এছাড়া এই পণ্যেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করার জন্য এবং অনলাইনে বিক্রয়ের লক্ষ্যে একটি প্লাটফরম 'নকশিহাট' চালু করা হয়েছে;
- দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামালপুর জেলাপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শতভাগ ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে বিগত এপ্রিল ও মে মাসে বি ক্যাটাগরির ২৭ জেলার মধ্যে জামালপুর জেলা পরপর ০২ (দুই) বার প্রথম স্থান অর্জন করে;
- এ জেলাকে শতভাগ বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণাসহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে ফলোআপ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে;
- জামালপুর জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ও অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রত্যয়ে একটি সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন 'মুজিব কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে;
- জামালপুর জেলায় করোনা পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ১৭০ জন সাংবাদিক ও রিপোর্টারকে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় অন্য জেলা এবং বিদেশ প্রত্যাগতদের হোম কোয়ারেন্টাইন, আক্রান্তদের হোম আইসোলেশন, ডাক্তার ও রোগী পরিবহন, মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফন, মৃত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা পৌছে দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলাপ্রশাসনের হট লাইন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে;
- জেলা ও উপজেলাপ্রশাসনের হট লাইন ও ৩৩৩ থেকে প্রাপ্ত ফোন কলের মাধ্যমে গৃহীত আবেদনসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবার, প্রতিবন্ধী, দিনমজুর ও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের কাছে খাবার পৌছে দিয়েছে;
- জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, সার্কিট হাউজ ইত্যাদি স্থাপনায় সেবাপ্রার্থীগণের হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন-সহ পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- জামালপুর জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ভোগান্তিহীন করার লক্ষ্যে অধিগ্রহণ স্থলে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চেক বিতরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে;
- মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ জেলার ২,৩৫৫টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। জামালপুর জেলায় নদী দখলমুক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় ৩২টি স্থাপনা এবং ১.৪৮ একর নদী পাড় উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলা : শেরপুর

- শেরপুর জেলায় ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনায়, ই-মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নে অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে;
- খাস সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, ওয়াকফ্ সম্পত্তির ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণে ৮০%;
- জেলার সকল এনজিও এর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ৫০%;
- রেকর্ডরুমে রক্ষিত সকল খতিয়ান স্ক্যানকরণে ৯৮%;
- ভূমিহীনদের তালিকা প্রস্তুতকরণে ৮০%;
- প্রবাসী পরিবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিদেশ গমনেচ্ছুদের দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ২৫%;
- গৃহহীনদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণে ৮০% অগ্রগতি;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ তৈরি ও অনলাইন মনিটরিং-এ ৫০% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে;
- রাজস্ব মামলা ও ফৌজদারি মামলাসমূহ বছরভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং কম্পিউটারে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে;
- সকল হোটেল রেস্টুরেন্ট/বেকারির দোকানের ডাটাবেইজ তৈরি;
- ডিলিং লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সকল ব্যবসায়ীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন; এবং
- কার্যকর গণশুনানির মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

বিভাগীয় এবং জেলাপ্রশাসনের শূন্যপদে জনবল নিয়োগ। ভূমি উন্নয়ন কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকরণ।

জেলা : ময়মনসিংহ

- ময়মনসিংহ জেলার কমপক্ষে ৫৭৬টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান;
- জেলায় অন্তত একটি ইকোনোমিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা;
- প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে প্রাকৃতিক জলাধার সংক্ষণের মাধ্যমে এবং ভূ-উপরস্থ পানির উৎসসমূহের সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা;
- নদী দূষণ প্রতিরোধ করা, নদ-নদী-খাল অবৈধ দখলমুক্ত করা; এবং জাতীয় ও স্থানীয় কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে খনন করা।

জেলা : নেত্রকোণা

- নেত্রকোণা জেলায় ২০২০-২১ অর্থবছরের পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

জেলা : জামালপুর

- জামালপুর জেলার মানুষের বিনোদনসুবিধা বৃদ্ধি;
- পরিবেশের উন্নয়ন এবং নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন জামালপুর ডিসি লেক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ ;
- পর্যায়ক্রমে প্রস্তাবিত ডিসি লেকটি-কে পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন বর্জনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচলনার মাধ্যমে পলিথিনমুক্ত জামালপুর জেলা ঘোষণা করা হয়েছে;
- একটি আধুনিক সার্কিট হাউজ হাউস নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- অতি দারিদ্র্য হ্রাস ও দারিদ্র্য নির্মূলে জামালপুরের নকশি কাঁথাকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশন;
- উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা;
- নকশী কাঁথার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কমিটি/প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদান;
- লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে তৃতীয় লিঙ্গের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা;
- ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান অব্যাহত রাখা;
- এস.এ. অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী পতিত/খাস জমি উদ্ধার;
- নদী দখলমুক্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, জেলার সকল ইউনিয়নকে পর্যায়ক্রমে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা; এবং
- জামালপুর কালেক্টরেট স্কুল ও কলেজটি আধুনিকায়ন।

জেলা : শেরপুর

- শেরপুর জেলায় জেলাপর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয় সাধন;
- শেরপুর জেলার ব্র্যান্ডিং পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন;
- নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যের নিশ্চয়তা;
- নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ;
- শিক্ষার সকল স্তরে মান বৃদ্ধিকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস সংরক্ষণ;
- ভিক্ষুক ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃংখলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ;
- জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে জনউদ্বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ;
- নবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সার্কিট হাউস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ক্রীড়া সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা; এবং
- সার্কিট হাউজে নতুন বাগান তৈরি।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- ময়মনসিংহ জেলাকে শতভাগ বাল্যবিবাহমুক্তকরণ। নারী উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা আনয়ন। সামাজিক বনায়নসহ বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিতকরণ এবং শিশুশ্রম বন্ধকরণ।
- নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসইকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে অনলাইনভিত্তিক কার্যকর সমন্বয় সাধন চলমান রয়েছে। ই-মোবাইল কোর্টের শতভাগ বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি সেবাকে মানুষের দোঁড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, ই-মিউটেশনের শতভাগ বাস্তবায়ন, অব্যবহৃত সকল জমিকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার, পর্যটন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও প্রচার এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ এবং SDG বাস্তবায়নে নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠী ও দলিত জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শেরপুর জেলাপর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয় সাধন, শেরপুর জেলার ব্র্যান্ডিং, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যের নিশ্চয়তা, নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ-সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ, শিক্ষার সকল স্তরে মান বৃদ্ধিকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ, রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন, জেলাম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ, জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে জোরদারকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবামুখী দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা। ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান-সহ অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভাগীয় শাস্তির আওতায় আনয়ন, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জেলা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ২০১৯, বিদ্যালয়ে সততা ষ্টোর স্থাপনের উদ্যোগ, চোরাচালান প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ জেলায় ই-মোবাইল কোর্ট চালু, ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক) ও ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার, Strengthening Local Government Institution Through Reward Motivation (LG Award)- এর প্রভাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার্যাবলির সম্যক গতিশীলতা আনয়ন-সহ সেবার মানোন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ, "Better & Efficient Office for Better Public Service Delivery" শীর্ষক মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি চালু, "Citizen, Teacher & Administration: Together for Development" শীর্ষক গ্রাম ও শহরের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, E-Monitoring and Performance based Evaluation System for better service delivery (EMPES) চালু ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলার ৮৬টি ইউনিয়নে ১টি করে সোলার লাইট ট্রাপ প্রগতিশীল কৃষককে প্রদান করা হয়েছে। ৬৪ জেলার মধ্যে কৃষি বিভাগ নেত্রকোণা সর্বপ্রথম এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জামালপুর জেলায় সাপ্তাহিক নকশীহাট চালুকরণ ও অনলাইনে বিক্রয় কার্যক্রম, করোনা পরিস্থিতিতে জেলাপ্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইন বাজার চালু করা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের আবাসন ব্যবস্থা নিরসনকল্পে শেরপুর সদর উপজেলায় “আন্ধারিয়া তৃতীয় লিঙ্গ গুচ্ছগ্রাম” স্থাপন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম:

বিভাগীয় প্রশাসনসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে করোনাকালীন PPD মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, লিফলেট, জীবানুনাশক বিতরণ করা হয়েছে। অফিসের প্রবেশপথে পৃথক বেসিন স্থাপন করা হয়েছে। থার্মাল স্ক্যানার বসিয়ে অফিসের সকল কর্মচারী এবং বহিরাগতদের তাপমাত্রা পরিমাপ করে অফিসে প্রবেশ করানো হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে পালস অক্সিমিটার দিয়ে সন্দেহজনক অসুস্থ ব্যক্তির দেহে অক্সিজেনের প্রবাহমাত্রা যাচাই করা হয়। ময়মনসিংহ কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলায় ডে কেয়ার সেন্টার চালু, মহিলা সহকর্মীদের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় ওয়াশরুম স্থাপন ও অফিসের বিভিন্ন কক্ষের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। জামালপুর জেলা অফিসের বিভিন্ন কক্ষের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণকক্ষ স্থাপন, আইসিটি ক্লাব স্থাপন ও কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা এবং ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা

হয়েছে। শেরপুর জেলার কর্মচারীদের ডাটাবেজ কার্যক্রম সম্পন্ন, পেনশন প্রাপ্তি সহজিকরণ, নালিতাবাড়ীতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা প্রাক্ষলনকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনে মোট ৩৯টি আবেদনের বিপরীতে ৩২টি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশন বরাবর ২টি আপিল দায়ের করা হয়েছে এবং ২টিই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২টি আবেদনের বিপরীতে তথ্য প্রদান করা যায়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- বিভাগজুড়ে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন সড়কে টহলে নিয়োজিত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিভাগজুড়ে জেলাপ্রশাসন কর্তৃক লিফলেট বিতরণ, ব্যানার টাঙ্গানো, মাইকিং, জেলা প্রশাসকের ফেসবুক আইডি এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে, জেলাতথ্যবাতায়ণ, বিভিন্ন সভায়, সকল মসজিদে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে মাস্ক বানিয়ে বন্টন করা হয়েছে। ইদ-উল-ফিতরের পূর্বে মসজিদে ইমামদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পৌছে দেয়া হয়েছে।
- জামালপুর জেলায় আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর ডিসি লেক ও ডিসি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলায় মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ-বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ-গণপূর্ত বিভাগ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৪৮%। উচিৎপুর পর্যটন সেন্টার কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ-গণপূর্ত বিভাগ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৫০%। রোয়াইলবাড়ি পুরাকীর্তি এলাকার ভৌতসুবিধাদি উন্নয়ন- বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ-উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দুয়া, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-১০০%।
- শেরপুর জেলায় কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের জন্য তাৎক্ষণিক ১০টি বেড কিনে দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড ডাক্তার ও নার্সদের আবাসনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের হোস্টেলে মোট ৬৮টি বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে ও ভিড় এড়াতে জনবহুল ৭০ টি হাট-বাজারকে স্কুল, কলেজ ও এলাকার খোলা মাঠে স্থানান্তর করা হয়েছে। জেলাপ্রশাসনের হটমেইল এবং হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জনগণের ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার পৌছে দেয়া হচ্ছে। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পৌছে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে হতদরিদ্র মানুষের কাছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পৌছে দেয়া হচ্ছে। সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন সহায়তা (প্রতি মসজিদে ৫০০০ টাকা প্রদান, সমতলে বসবাসরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ২৫০০০ টাকা, সংস্কৃতিকর্মীদের ৫০০০ টাকা, নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী, মাদরাসা ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান) যথাসময়ে সঠিকতা যাছাই করে বিতরণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্বাচিত করে মনিটরিং, প্রচারণা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয় :

নেত্রকোণা জেলায় বিগত মাস পর্যন্ত উচ্ছেদ মামলার সংখ্যা ২৯৩টি, চলতি মাসে দায়েরকৃত উচ্ছেদ মামলার সংখ্যা ১২টি। মোট উচ্ছেদ মামলার সংখ্যা ৩১২টি। চলতি অর্থবছরে অবৈধ দখল হতে উদ্ধারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১৪.৮০ একর যার আনুমানিক মূল্য ১০২,০০,১৩,০০০ (একশত দুই কোটি তের হাজার) টাকা।

এস .এ.অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী শেরপুর জেলায় অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে ৮৩.৯৬ একর জমি উদ্ধার করা হয়। বিবেচ্য অর্থবছরে বন্দোবস্তকৃত খাস জমির পরিমাণ ১৭০.০২৭৬ একর যা ১৩০৬ জন উপকারভোগীর মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। জামালপুর জেলায় মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির পরিমাণ ২১.৬০২৫ একর।

১১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ প্রশাসনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট

অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক	দপ্তর/সংস্থার নাম	বাজেট ২০১৯-২০২০
১	১০৭০১০১১০০৭১৯-সচিবালয়	৫৪২৯৬১১
২	১০৭০১০১১০০৭২০-সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	৩৩৯৩৩১
৩	১৩১০০০৯০০-বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	১২৪০০০০
৪	১৩১০০১০০০-বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিয়াম)	৫৭৫০০
৫	১৩১০০১১০১-বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০২৩৬৬৯
৬	১৩৫০০০১০০-অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি	৯০০০০

৭	১৩৫০০০২০০-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)	১০০০০০
৮	১০৭০২০১১০০৭২১-বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	২৯৪৬৮০
৯	১০৭০৩০১০০০০০০-বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সমূহ	৩৯৭৩০৪
১০	১০৭০৩০২০০০০০০-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ	৫৪২৯৭৯১
১১	১০৭০৩০৩১০০৭৯৪-স্টেজিং বাংলো (কুমিল্লা)	২০০
১২	১০৭০৩০৪০০০০০০-সার্কিট হাউজসমূহ	৫২০৬০০
১৩	১০৭০৩০৫০০০০০০-উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ	৪২৬৭২৭৮
১৪	১০৭০৪০১১০১৩৪৯- প্রধান কার্যালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৬৪৮০০
১৫	১০৭০৪০২১০১৩৫০-বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস	৫৪৮০০
১৬	১০৭০৪০৩১০১৩৫১-বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস	৪৩১১০
১৭	১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৪৮৫০০
১৮	১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-সরকারি প্রিন্টিং প্রেস	৪৭৯৮৭১
১৯	১০৭০৪০৫১০১৩৫৭-বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়	১১৪৭৪৬৫
২০	১০৭০৪০৫১০১৩৫৮-বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	২০৬১৫৫
২১	১২০০০৭০০৯-স্টেশনারি স্টোরস (বিশেষ কার্যক্রম)	৬৪২৫০০
২২	১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধান কার্যালয়, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	৪৪২৮০
২৩	১০৭০৫০২১০১৩৬০-সরকারি সড়ক পরিবহন	১৪৭৩৫০০
২৪	১০৭০৫০৩০০০০০০-জেলা সরকারি সড়ক পরিবহন পুল	৮৭০০০০
২৫	১০৭০৫০৪০০০০০০-উপজেলা সরকারি সড়ক পরিবহন পুল	৫৪৫০০০
২৬	১০৭০৫০৫১০১৪২৬-প্রধান কার্যালয়, সরকারি নৌ পরিবহন পুল	৮৭১০০
২৭	১০৭০৫০৬০০০০০০-জেলা সরকারি নৌ পরিবহন পুল	৫৭৮২০
২৮	১০৭০৫০৭০০০০০০-উপজেলা সরকারি নৌ পরিবহন পুল	২৮৪১০
২৯	১০৭০৫০৮১০১৪২৫-সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা	১৪৫৫০০
	মোট পরিচালন ব্যয়=	**২৫১২৮৭৭৫**
	মোট উন্নয়ন ব্যয়=	**৩০৪৬৩০০**
	সর্বমোট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পরিচালন ব্যয়) =	**২৮১৭৫০৭৫**

১২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর	ই-মেইল ঠিকানা	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, ফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল
রিপন চাকমা উপসচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৪০৬২৮ #০১৭১৫২৫০২১৯	adminfa@ mopa.gov.bd	শেখ ইউসুফ হারুন সচিব ফোন : ৯৫৭০১০০ #০১৭৫৫৫৫৮৭৬ secretary@mopa.gov.bd